পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1650, Saturday, October 11, 2025 FREE www.parichoy.com

অসহায় মানুষের গভীর জীবনচিত্র চিত্রিত করে সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির লাসলো

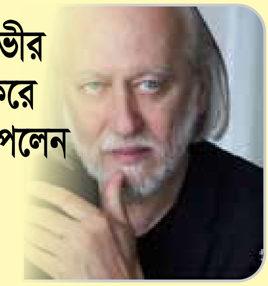

বিস্তারিত ১৪ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ চীনা পণ্যে আরও ১০০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা ট্রাম্পের, অস্থির বিশ্ববাজার - ৫ম পাতায়

■ বাংলাদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মাধ্যমে নতুন করে দমন-পীড়ন জানা গেল এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে - ৫ম পাতায়

■ বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে - বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন - ৫ম পাতায়

■ ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে জানালেন ট্রাম্প - ৫ম পাতায়

■ অবৈধ পথে ইউরোপগামীদের শীর্ষে বাংলাদেশিরা, ফ্রনটেক্সের নতুন প্রতিবেদন - ৫ম পাতায়

■ বোঝা নয়, এইচ-১বি ভিসার উপর আরও কড়াকড়ির পথে ট্রাম্প! কোন কোন নিয়ম বদলে যেতে পারে - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ অনুদানে ট্রাম্পের কোপ, অর্থাভাবে জর্জরিত জাতিসংঘের ২৫ শতাংশেরও বেশি শান্তিরক্ষী ছাঁটাইয়ের পথে - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক তৎপরতায় দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৪ বিলিয়ন ডলার, ইসরায়েলই পেয়েছে ২১ বিলিয়ন - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ সাবেক ও বর্তমান ২৫ জন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি - ৮ম পাতায়

ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি প্রদর্শনসংক্রান্ত বাধ্যতামূলক ধারা সংবিধান থেকে বিলুপ্তির প্রস্তাব ‘ঐকমত্য’ কমিশনের

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
* Income Tax * Business Tax & Audit
* Sales Tax * Business Setup
* Payroll * IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
Proprietary School
NYS Education Department Licensed Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● আমার সম্মানেই নোবেল পুরস্কার নিয়েছেন মাচাদো, বলিনি আমাকে দিয়ে দিন, হয়তো দিয়েও দিতেন বললেন- প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● বাংলাদেশে ২১ লাখ মৃত ভোটার তালিকা থেকে বাদ, 'আগে এসব মৃত ব্যক্তির অনেকে ভোট দিয়ে যেত'- প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন

● উপদেষ্টাদের জন্য নয়, অনিয়ম-দুর্নীতি থেকে এই জাতির 'সেইফ এক্সিট' দরকার -বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের আইন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল

● ৭২ বছর বয়সে যদি সেফ এক্সিটের কথা ভাবতে হয়, তা হবে গভীর দুঃখের বিষয় - বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের রেলপথ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান।

● সেফ এক্সিট খুঁজছি না, দেশে ছিলাম, দেশে আছি, দেশেই থাকব - পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

● নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন ও সরকারের কিছু উপদেষ্টার মধ্যে ততো অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে - বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি

● জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলে দেশে ভয়ংকর রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে - বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু

● আমার জীবনের প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে গড়েছে। ভুল বলে কিছু নেই- সবকিছুই শেখা - নায়িকা পরীমনি

চীনা পণ্যে আরও ১০০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা ট্রাম্পের, অস্থির বিশ্ববাজার

পরিচয় ডেস্ক: চীনের পণ্য আমদানিতে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে কার্যকর থাকা ৩০ শতাংশ শুল্কের ওপর এটি যোগ হবে। এর ফলে চীনা পণ্যের ওপর কার্যকর শুল্কের হার প্রায় ১৩০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। আগামী ১ নভেম্বর বা তার আগেই এই নতুন শুল্ক কার্যকর হতে পারে।

ট্রাম্প তাঁর মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে গতকাল শুক্রবার বিকেলে একটি পোস্টে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চীনের ওপর এমন একটি শুল্ক আরোপ করবে, যা তারা বর্তমানে পরিশোধ করছে তার ওপরে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ। এর পাশাপাশি ১ নভেম্বর থেকে চীন থেকে আসা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যারের ওপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণও আরোপ করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের মূল কারণ হলো, গুরুত্বপূর্ণ বিরল খনিজ রপ্তানিতে চীনের নতুন করে নিয়ন্ত্রণ আরোপ। আধুনিক ইলেকট্রনিকস, সেমিকন্ডাক্টর, সামরিক সরঞ্জামসহ বহু প্রযুক্তি পণ্য উৎপাদনের জন্য এই খনিজ উপাদানগুলো অত্যাবশ্যক। এই বাজারে চীনের একচ্ছত্র আধিপত্য রয়েছে। চীনের এই পদক্ষেপকে 'অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি করার কৌশল' হিসেবে দেখছেন ট্রাম্প। এই উত্তেজনার জেরে ট্রাম্প চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে চলতি মাসের শেষে দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্ধারিত বৈঠকটিও বাতিল করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর বিশ্ব পুঁজিবাজারে তাৎক্ষণিক এবং তীব্র নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। গত বছর চীনা পণ্যে শুল্ক যখন সর্বোচ্চ ১৪৫ শতাংশে পৌঁছেছিল, সেই ভীতিকর পরিস্থিতি ফিরে আসার আশঙ্কায় বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। ট্রাম্পের মন্তব্যের পর শুক্রবার বাজার বন্ধের সময় বড় ধরনের দরপতন হয়: ডাও জোনস সূচক ৮৭৮ পয়েন্ট বা ১.৯ শতাংশ কমেছে; এসঅ্যান্ডপি ৫০০ সূচক ২.৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে; প্রযুক্তি কোম্পানি সংশ্লিষ্ট নাসডাক সূচকটি ৩.৫ শতাংশ কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হলেও তারা একে অপরের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। যদিও মেক্সিকো সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। তবু ইলেকট্রনিকস, পোশাক এবং আসবাবপত্রের *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মাধ্যমে নতুন করে দমন-পীড়ন জানা গেল এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সমর্থকদের গ্রেফতারে সম্প্রতি সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ব্যবহার বাড়াচ্ছে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ) এক সংবাদ প্রতিবেদনে এ কথা বলেছে। গতকাল এইচআরডব্লিউর ওয়েবসাইটে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

এইচআরডব্লিউ বলেছে, বাংলাদেশে কর্মরত জাতিসংঘের মানবাধিকার দলের উচিত নির্বিচারে আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তির *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে - বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: আগামী জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি দেখছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংক মনে করছে, নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার ঝুঁকি রয়েছে, যা নির্বাচনের পরেও থেকে যেতে পারে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা থাকলে বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হবে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সঙ্গে আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়েও উদ্বেগ রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর বিশ্বব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে এমন মত দিয়েছে সংস্থাটি।

গতকাল মঙ্গলবার 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' শিরোনামে প্রতিবেদনে এ দেশের অর্থনীতির ঝুঁকি ও আগামীর সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সংস্থার ঢাকা কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের বিস্তারিত তুলে ধরেন বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সিনিয়র *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

অবৈধ পথে ইউরোপগামীদের শীর্ষে বাংলাদেশিরা, ফ্রনটেক্সের নতুন প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: ইউরোপে অবৈধ পথে সামগ্রিক অভিবাসন ২২ শতাংশ কমলেও, মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় রুট ব্যবহার করে ইউরোপে প্রবেশকারীদের তালিকায় আবারও শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশের নাগরিকরা। ইউরোপীয় সীমান্ত ও উপকূলরক্ষী সংস্থা ফ্রনটেক্সের প্রকাশিত সর্বশেষ

প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ বছর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেছেন ৫০ হাজার ৮৫০ জন বাংলাদেশি, যা গত বছরের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) ফ্রনটেক্সের পক্ষ থেকে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়। সংস্থাটি জানিয়েছে, শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসেই মধ্য ভূমধ্যসাগর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করেছেন ৮ হাজার ৪৬ জন। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে জানালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর প্রস্তাবিত ২০ দফা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার অধীনে গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের বিতাড়িত করা হবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই চুক্তি 'সম্পূর্ণভাবে চূড়ান্ত ও সম্পন্ন' হয়েছে। স্থানীয় সময় গত বৃহস্পতিবার (০৯ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ওভাল অফিসে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'কাউকে জোর করে বের করে দেওয়া হবে না, বরং একদম উল্টোটা। না, আমরা এমন কিছু করার কথা ভাবছিও না। এটি একটি দারুণ পরিকল্পনা। এটি একটি দুর্দান্ত শান্তি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে সবাই সমর্থন করেছে।' ট্রাম্প বলেন, গাজা যুদ্ধবিরতি চুক্তি 'সম্পূর্ণভাবে চূড়ান্ত' এবং তিনি সপ্তাহান্তেই মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাচ্ছেন। তিনি আরও বলেন, 'আমি মনে করি এটি দারুণ কিছু হতে যাচ্ছে। আমি মনে করি বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হবে সোম বা মঙ্গলবার। আমি সম্ভবত সেখানে থাকব। থাকার আশা করছি। *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বোঝা নয়, এইচ-১বি ভিসার উপর আরও কড়াকড়ির পথে ট্রাম্প! কোন কোন নিয়ম বদলে যেতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রেরএইচ-১বি ভিসার নিয়মে আরও কিছু কড়াকড়ি করতে পারেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইতিমধ্যে তাঁর পরিকল্পনা প্রস্তুত। শুধু ঘোষণার অপেক্ষা। সূত্রের খবর, একাধিক নিয়মে বদল আনছেন ট্রাম্প। বাইরে থেকে যাঁরা আমেরিকায় চাকরি করতে যান, তাঁদের বাছাইয়ের ছাঁকনি আরও সূক্ষ্ম করা হচ্ছে। চলতি বছরের শেষে ডিসেম্বরে নতুন নিয়ম ঘোষণা করা হতে পারে।

এইচ-১বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলির উপর এক লক্ষ ডলারের বোঝা চাপিয়েছেন ট্রাম্প। বলেছেন, দক্ষ বিদেশি কর্মীদের নিয়োগ করতে গেলে এ বার থেকে সংস্থাগুলিকে এই পরিমাণ অর্থ সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে। সূত্রের খবর, কী ভাবে কাদের মার্কিন সংস্থাগুলিতে নিয়োগ করা হচ্ছে, কী ভাবে কর্মীকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, এ বার সেই প্রক্রিয়াতেও ট্রাম্প প্রশাসন নাক গলাবে। ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থার জন্য নতুন নিয়মাবলি প্রস্তুত করেছে, যার শিরোনাম ‘এইচ-১বি অ-অভিবাসী ভিসা ক্লাসিফিকেশন প্রোগ্রামের সংস্কার’।.অ-অভিবাসী ভিসার ক্ষেত্রে এত দিন মার্কিন প্রশাসন যা যা ছাড় দিয়ে আসছিল, এ বার তাতে লাগাম পরানো হবে। কিছু ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধেও তদন্ত হবে। তৃতীয় পক্ষ দ্বারা যে সমস্ত নিয়োগ হয়, তাতে নজরদারি বৃদ্ধি করার ভাবনাও রয়েছে নতুন

নিয়মাবলিতে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই নিয়ম ট্রাম্প প্রশাসন কার্যকর করলে প্রভাব পড়তে পারে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, অলাভজনক গবেষণা সংস্থা এবং স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উপর।

নিয়মাবলির প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘‘এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করতে এবং আমেরিকার নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে নিয়মে কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হচ্ছে।’’ এইচ-১বি ভিসা নিয়ে প্রতি বছর ভারত থেকে বহু মানুষ আমেরিকায় যান। এই মুহূর্তে ভারতীয়েরাই এই ভিসার সবচেয়ে বেশি সুবিধা পাচ্ছেন। শুধু গত বছরেই ভিসার ৭১ শতাংশ আবেদন মঞ্জুর হয়েছে ভারত থেকে। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে চিন (১১.৭ শতাংশ)। ফলে নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর হলে হাজার হাজার ভারতীয় বিপাকে পড়বেন। ইতিমধ্যে ভিসার উপর ৮৮ লক্ষ টাকার বোঝা চাপায় আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুক ভারতীয়েরা ফাঁপরে পড়েছেন। তাঁদের পথ আরও কঠিন হবে নতুন নিয়ম এলে। বর্তমানে এইচ-১বি ভিসায় কর্মী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে লটারি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিছু রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, লটারি তুলে দিতে আগ্রহী ট্রাম্প। সে ক্ষেত্রে কর্মীদের বাছাই করা হতে পারে বেতনের মাপকাঠি অনুসারে। যদিও ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি।

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রবার্ট কেনেডীর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র টাইলেনল ব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারণা আরও জোরদার করেছেন। তিনি সম্প্রতি এক নতুন সতর্কবার্তায় দাবি করেছেন, যেসব ছেলেশিশুর খতনা করা হয়, তাদের পরবর্তী জীবনে অটিজমে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি দ্বিগুণ।

ইউএসএ টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৯ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার বৈঠকে কেনেডি বলেন, ‘দুটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব শিশুর অল্প বয়সে খতনা করা হয়, তাদের অটিজমের হার দ্বিগুণ। এর প্রধান কারণ সম্ভবত খতনার পর তাদের টাইলেনল (ব্যথানাশক) দেওয়া হয়।’

এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর কেনেডি ও ট্রাম্প মিলে গর্ভবতী *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

টেনেসিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ও নিখোঁজ বহু

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি অঙ্গরাজ্যের একটি সামরিক বিস্ফোরক তৈরির কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন নিহত ও নিখোঁজ হয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বড় বিস্ফোরণের পর ধারাবাহিকভাবে ছোট ছোট বিস্ফোরণের কারণে উদ্ধারকর্মীরা দীর্ঘ সময় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে পারেননি বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

বিবিসি জানিয়েছে, বিস্ফোরণটি ঘটেছে টেনেসির হাম্প্রিজ কাউন্টির প্রত্যন্ত এলাকায় *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের জন্মদিনে হোয়াইট হাউসে ইতিহাস গড়বে মিক্সড মার্শাল আর্টস ইউএফসি লড়াই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৮০তম জন্মদিনে ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে আলটিমেট ফাইটিং চ্যাম্পিয়নশিপ (ইউএফসি)। প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বখ্যাত এই মিক্সড মার্শাল আর্টস প্রতিযোগিতা।

ভার্জিনিয়ার নরফোক নৌঘাঁটিতে দেওয়া এক ভাষণে ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন, ২০২৬ সালের ১৪ জুন, তার জন্মদিন উপলক্ষে হোয়াইট হাউসের লনে আয়োজন করা হবে এই বিশেষ ইউএফসি ইভেন্ট। স্বাধীনতা দিবস থেকে জন্মদিনে পরিকল্পনা পরিবর্তন : প্রথমে ইউএফসি প্রেসিডেন্ট ডানা হোয়াইট ঘোষণা দিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে চলতি বছরের ৪ জুলাই প্রতিযোগিতাটি আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তা ট্রাম্পের জন্মদিনে স্থানান্তর করা হয়।

ডানা হোয়াইট জানান, “আগামী বছরের শুরু থেকেই শুরু হবে ‘হোয়াইট হাউস কার্ড’-এর প্রস্তুতি। এটি ইউএফসি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফাইট কার্ড হতে যাচ্ছে। এটি শুধু একটি লড়াই নয়ড়এটি হবে আমেরিকান ইতিহাস ও খেলাধুলার এক গৌরবময় মেলবন্ধন।”

বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ইউএফসি : বিশ্বব্যাপী কোটি দর্শকের প্রিয় ইউএফসি হলো এক ধরনের মিক্সড মার্শাল আর্টস (এমএমএ) প্রতিযোগিতা, যেখানে বক্সিং, রেসলিং, কিকবক্সিং, কারাতে, ব্রাজিলিয়ান জিউ-জিতসু ও জুডোসহ নানা যুদ্ধকৌশল একত্রে ব্যবহার করা হয়।

লড়াইটি অনুষ্ঠিত হয় আট কোণা ধাতব খাঁচার মতো রিংয়ে, যাকে বলা হয় ‘অক্টাগন’। প্রতিযোগীরা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা কৌশল ব্যবহার করে, যা এই খেলাকে করেছে একইসঙ্গে রোমাঞ্চকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। রাজনীতি ও খেলাধুলার এক অনন্য মেলবন্ধন : বিশ্লেষকদের মতে, হোয়াইট হাউস প্রাঙ্গণে ইউএফসি লড়াইয়ের আয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রীড়া ও রাজনীতির ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তাদের মতে, এটি ট্রাম্পের নেতৃত্বে রাজনীতি, বিনোদন ও খেলাধুলার এক নতুন সংমিশ্রণ সৃষ্টি করবে, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ব্যাপক আগ্রহের জন্ম দেবে।

অনুদানে ট্রাম্পের কোপ, অর্থাভাবে জর্জরিত জাতিসংঘের ২৫ শতাংশেরও বেশি শান্তিরক্ষী ছাঁটাইয়ের পথে

পরিচয় ডেস্ক: অর্থসঙ্কটের কারণে জাতিসংঘ বিশ্ব জুড়ে ন’টি শান্তিরক্ষা অভিযানে প্রায় এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৫ শতাংশের বেশি) সেনা ও পুলিশ সদস্য কমাতে যাচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে ২০ শতাংশ বাজেট কমাতে চলেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের সচিবালয়। সংস্থার কর্মীদের পরে এ বার তার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়তে চলেছে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনীর উপর।

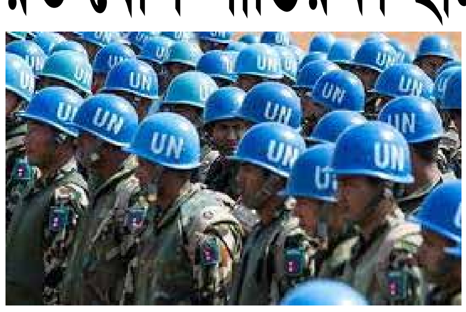

জাতিসংঘের এক আধিকারিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, ‘‘ন’টি দেশে কর্মরত ২৫ শতাংশ শান্তিরক্ষীকে অর্থাভাবের কারণে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।’’ মোট ১৩-১৪ হাজার সেনা ও পুলিশকর্মীকে ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকার জাতিসংঘকে দেওয়া আর্থিক অনুদানের পরিমাণ কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সম্প্রতি ব্যয়সঙ্কোচের পথে হাঁটতে বাধ্য হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। গত মে মাসে ৬৯০০ জন কর্মী ও আধিকারিককে *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

পরিচয় ডেস্ক: অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েও এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাননি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দৌড়ে থাকলেও ট্রাম্পকে টপকে নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। প্রথম প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে তিনি সেই ট্রাম্পকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন। কেন করলেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মারিয়া। পাশাপাশি এ-ও বলেন, ‘‘আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এই স্বীকৃতি ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামে এক নতুন অনুপ্রেরণা।’’

নোবেলজয়ী ও ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া করিনা মাচাদো মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করেছেন। একইসাথে ভেনেজুয়েলার জনগণকেও নোবেল উৎসর্গ করেছেন মারিয়া কোরিনা।

এক্স-হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে মারিয়া বলেন, ভেনেজুয়েলার মানুষের সংগ্রামের এই বিশাল স্বীকৃতি আমাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি প্রেরণা, স্বাধীনতা অর্জন। আমরা বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে। আজ থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, মার্কিন জনগণ, ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো ও বিশ্বের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো আগের তুলনায় আরও ভালো মিত্র।

১০ অক্টোবরশুক্রবার নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি ঘোষণা করে যে, ভেনেজুয়েলায় গণতান্ত্রিক উত্তরণ অর্জনের সংগ্রামের জন্য মাচাদোকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের প্রতীক, যিনি রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোর শাসনে নিপীড়নের শিকার হয়েও লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান জর্গেন ওয়াটনে ফ্রাইডনেস জানান, গত এক বছর মাচাদো আত্মগোপনে ছিলেন। জীবনের হুমকি সত্ত্বেও তিনি দেশত্যাগ করেননি। এই সাহসিকতা লাখো মানুষকে অনুপ্রাণিত বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

আমার সম্মানেই নোবেল পুরস্কার নিয়েছেন মাচাদো, বলিনি আমাকে দিয়ে দিন, হয়তো দিয়েও দিতেন বললেন- ট্রাম্প

এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার না পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, নোবেল পুরস্কারজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো তাকে ফোন করে জানিয়েছেন যে, তিনি এই পুরস্কারটি ট্রাম্পের সম্মানেই গ্রহণ করেছেন।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, যিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, তিনি আজ আমাকে ফোন করে বললেন, “আমি আপনার সম্মানে এটি গ্রহণ করছি কারণ পুরস্কারটি সত্যিই আপনার প্রাপ্য ছিলচ... আমি অবশ্য বলিনি, এটা আমাকে দিয়ে দিন। আমার মনে হয় তিনি হয়তো দিয়েই দিতেন, বেশ ভালো তিনি... আমি তাকে বরাবরই সাহায্য করে আসছি।”

“ভেনিজুয়েলায় দুর্যোগের সময় তাদের অনেক সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। আমি খুশি কারণ আমি বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

নোবেল কমিটি ‘শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে’ বেশি প্রাধান্য দেয় বললো হোয়াইট হাউস

পরিচয় ডেস্ক: নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার এবং স্বৈরশাসন থেকে ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননার জন্য তারা মারিয়াকে বেছে নিয়েছেন।

এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবর্তে ভেনেজুয়েলান এই নেতাকে পুরস্কার দেওয়ায় নোবেল প্রাইজ কমিটির সমালোচনা করেছে হোয়াইট হাউস।

আজ শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চুং বলেছেন, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তিচুক্তি করে যাবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং প্রাণ বাঁচাবেন। তার হৃদয় একজন মানবতাবাদীর মতো এবং তার মতো আর কেউ কখনো হবে না, যিনি নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে পাহাড়ও নড়িয়ে দিতে পারেন।”

তিনি আরও বলেন, “নোবেল কমিটি প্রমাণ করেছে, তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়।”

নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে “স্বাধীনতার সাহসী রক্ষক হিসেবে বর্ণনা করেছে, যারা কর্তৃত্ববাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে।”

নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ভেনেজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার এবং স্বৈরশাসন থেকে ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননার জন্য তারা মারিয়াকে বেছে নিয়েছেন।

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে নোবেল পুরস্কারের জন্য নিজের প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। চলতি সপ্তাহেই তিনি গাজা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে একটি যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি বিনিময় চুক্তির ঘোষণা দেন।

নোবেল কমিটির সিদ্ধান্ত নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি রিপাবলিকান দলের এই প্রেসিডেন্ট। তবে আজ স্থানীয় সময় সকালে তিনি তার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে গাজা চুক্তি উদযাপনরত সমর্থকদের তিনটি ভিডিও পোস্ট করেন।

“বারাক ওবামা কিছু না করেই পেয়েছিলেন”: বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প নন, শান্তিতে নোবেল জিতলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

পরিচয় ডেস্ক: ভেনিজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার এবং স্বৈরশাসন থেকে ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামের জন্য তার বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

‘সাত যুদ্ধ থামিয়েও’ ট্রাম্পের ‘শান্তি’ মিলল না! সাংবাদিক বৈঠকে কারণ ব্যাখ্যাও করে দিল নোবেল কমিটি

পরিচয় ডেস্ক:বিশ্বের নানা প্রান্তে সাতটি যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার কৃতিত্ব দাবি করলেও নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। অথচ ট্রাম্প যাতে নোবেল পুরস্কার পান, তার জন্য সক্রিয় হয়েছিল হোয়াইট হাউস। ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন যে, তিনি ওই পুরস্কারের দাবিদার। শুক্রবার ভারতীয় সময় দুপুর আড়াইটের সময় সমস্ত জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে নোবেল কমিটি জানিয়ে দিয়েছে, ২০২৫ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। কেন ট্রাম্প এই পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হলেন না, তারও বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক তৎপরতায় দুই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় ৩৪ বিলিয়ন ডলার, ইসরায়েলই পেয়েছে ২১ বিলিয়ন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়া বিপুল আর্থিক সহায়তা না থাকলে ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত না। ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত ইসরায়েলকে ওয়াশিংটনের দেওয়া সহায়তার অঙ্ক ২১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট’-এর নতুন দুই প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

গুমের মামলায় সাবেক ও বর্তমান ২৫ জন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

গুমের মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে সাবেক ও বর্তমান ২৫ জন সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। তবে পরোয়ানার কপি এখনো সেনাসদরের হাতে পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। শনিবার (১১ অক্টোবর) সেনাবাহিনীর অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মো. হাকিমুজ্জামান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, ট্রাইব্যুনাল থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার কপি এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে সেনাসদরে আসেনি। অভিযুক্ত ২৫ জনের মধ্যে ৯ জন অবসরে আছেন, একজন এলপিআর-এ আছেন, বাকিরা চাকরিরত। সেনাবাহিনী ইতোমধ্যে চাকরিতে থাকা ১৫ জনসহ মোট ১৬ জনকে হেফাজতে নিয়েছে, যার মধ্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রয়েছেন। তিনি জানান, ৩টি মামলায় ২৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে অবসরে আছেন ৯ জন, এলপিআরএ একজন, আর বর্তমানে কর্মরত আছেন ১৫ জন। মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামান আরও জানান, সেনাবাহিনী আইন ও বিধি অনুযায়ী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং ট্রাইব্যুনালের নির্দেশনা হাতে পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, গত ৮ অক্টোবর চার্জশিট দাখিলের পর সেনাবাহিনীর লিভ প্রিপারেটরি টু রিটায়ারমেন্ট (এলপিআর)

ও চাকরিরত ১৬ জন কর্মকর্তাকে সেনাসদরে সংযুক্ত করা হয় এবং ৯ অক্টোবরের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। মেজর জেনারেল কবীর আহাম্মদ ছাড়া বাকি ১৫ জন নির্দেশনা অনুযায়ী উপস্থিত হয়েছেন এবং বর্তমানে তারা সেনা হেফাজতে আছেন। তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামান বলেন, মেজর জেনারেল কবীর আত্মগোপনে গেছেন। তিনি যাতে বিদেশে পালিয়ে যেতে না পারেন, সে বিষয়ে নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গত বুধবার মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় মোট ৩০ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। প্রথম মামলায় র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে আটক ব্যক্তিদের নির্যাতনের অভিযোগে ১৭ জনকে এবং দ্বিতীয় মামলায় জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) নির্যাতনের ঘটনায় ১৩ জনকে আসামি করা হয়। দুটি মামলারই প্রধান আসামি হিসেবে নাম রয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার, যিনি জুলাই মাসে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হন। মামলায় আরও অভিযুক্ত আছেন তার প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিকী এবং সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই-এর সাবেক পাঁচ মহাপরিচালক।

টাইমের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনের তালিকায় বাংলাদেশের আইসিডিডিআর, বির অন্ত্র সুস্থকারী খাবার

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বখ্যাত টাইম সাময়িকী তাদের ‘টাইম শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ২০২৫’ তালিকায় ‘সামাজিক প্রভাব’ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারকারী বিশেষ সম্পূরক খাবার এমডিসিএফ-২। এমডিসিএফ অর্থ হলো মাইক্রোবায়োটা ডিরেক্টেড কমপ্লিমেন্টারি ফুড, যা একটি বিশেষ ধরনের সম্পূরক খাবার, যা অন্ত্রের উপকারী জীবাণুগুলোকে উদ্দীপ্ত করে শিশুদের সুস্থ বিকাশে সহায়তা করে। এটি আইসিডিডিআর,বি ও যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট লুইসের ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণার ফল।

এমডিসিএফ-২ তৈরি হয়েছে ছোলা, সয়াবিন, চিনাবাদাম ও কাঁচা কলার গুঁড়ার বিশেষ মিশ্রণে। উপাদানগুলো এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে, যাতে অন্ত্রের নির্দিষ্ট উপকারী জীবাণুগুলো পুষ্টি পায় এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা, স্নায়বিক বিকাশ ও স্বাস্থ্যকর বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়।

এ উদ্ভাবনের সূচনা হয় আইসিডিডিআর,বির

নির্বাহী পরিচালক ড. তাহমিদ আহমেদ এবং ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির অন্ত্র জীবাণু গবেষক ড. জেফরি গর্ডনের মধ্যে এক অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে। ড. তাহমিদ শিশুদের অপুষ্টি নিয়ে কয়েক দশক ধরে কাজ করছেন, আর ড. গর্ডন মূলত স্থূলতা নিয়ে গবেষণা করলেও অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম বিষয়ে পথিকৃৎ হিসেবে পরিচিত।

ড. গর্ডন বলেন, ‘আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে, শিশুদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি নির্ভর করে অন্ত্রের জীবাণুর ওপর। আমরা যে উপকারী জীবাণুগুলো চিহ্নিত করেছি, তারা এমন খাদ্য উপাদান প্রক্রিয়াজাত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর আধুনিকায়ন ও জাতীয় আকাশ প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সরকার চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ সিই মাল্টিরোল যুদ্ধবিমান কেনার উদ্যোগ নিয়েছে। চুক্তিটি সরাসরি ক্রয় বা জিটুজি পদ্ধতিতে চীন সরকারের সঙ্গে করা হতে পারে এবং চলতি ২০২৫-২৬ ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এটি বাস্তবায়নের আশা করা হচ্ছে।

গণমাধ্যমের হাতে আসা আনুষ্ঠানিক নথি পত্র অনুযায়ী, এই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

সমুদ্রপথে ইতালিতে আসা অভিবাসীদের শীর্ষে বাংলাদেশিরা

পরিচয় ডেস্ক: চলতি বছরের নয় মাসে সমুদ্রপথে ইতালিতে পাড়ি জমানো অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে এ তথ্য জানা গেছে।

গত ৩ অক্টোবর শুক্রবার প্রকাশিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে মোট ১৫ হাজার ৪৭৬ জন বাংলাদেশি সমুদ্রপথে ইতালির উপকূলে পৌঁছেছেন।

দেশ অনুযায়ী হিসেব করে দেখা গেছে, চলতি বছর ইতালিতে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আসা অভিবাসীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের এই সংখ্যা অন্য যে কোনো দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের মধ্যে সর্বোচ্চ। দেশভিত্তিক হিসাবে আগতদের ৩০ শতাংশই ছিলেন বাংলাদেশি।

এদিকে পরিসংখ্যান অনুসারে, চলতি বছর ইতালির উপকূলে আসা মোট অভিবাসীর সংখ্যা ২০২৪ সালের তুলনায় কিছুটা বাড়লেও ২০২৩ সালের তুলনায় অনেক কমেছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২৫ সালের উল্লিখিত সময়ে মোট ৫১ হাজার ৮৫৫ জন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইতালিতে এসেছেন। ২০২৪ সালের একই সময়ে সংখ্যাটি ছিল ৫১ হাজার ৩৪১ জন। আর ২০২৩ সালে এই সময়ে এসেছিলেন এক লাখ ৩৫ হাজার ৩১৯ জন।

সরকারের তথ্য বলছে, ২০২৪ সালের প্রথম নয় মাসের তুলনায় ২০২৫ সালে বাংলাদেশিদের আগমন প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০২৪ সালে এই সময়ে আট হাজার ৫২৬ জন বাংলাদেশি ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালিতে এসেছিলেন। এ বছর তা বেড়ে ১৫ হাজার ৪৭৬ জনে দাঁড়িয়েছে।

পরিসংখ্যানে, ভূমধ্যসাগর হয়ে ইতালিতে অভিবাসী আগমনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশের দেশগুলোর তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসীদের আগমন ক্রমেই বাড়ছে।

বাংলাদেশিদের পর সর্বাধিক সংখ্যক অভিবাসী *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সব মামলা বাতিল, সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্তরা খালাস

পরিচয় ডেস্ক: সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-এর সংশোধনী অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ। এতে ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অধীনে হওয়া সব মামলা বাতিল করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি প্রদর্শনসংক্রান্ত বাধ্যতামূলক ধারা সংবিধান থেকে বিলুপ্তির প্রস্তাব ‘ঐকমত্য’ কমিশনের

পরিচয় ডেস্ক: সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(ক) বিলুপ্তির প্রস্তাব ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানতে চেয়ে কমিশন থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি প্রদর্শনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা তুলে দিতে চায় অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। এ লক্ষ্যেই সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(ক) বিলুপ্তির প্রস্তাব‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫-এ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি কমিশন বিবেচনা করছে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত জানতে চেয়ে কমিশন থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের স্বাক্ষর করা

পাঠানো ওই চিঠিতে জানানো হয়, রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর সঙ্গে জুলাই সনদ ২০২৫ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নবিষয়ক আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন কমিশন সংবিধানের বিদ্যমান অনুচ্ছেদ ৪(ক) বিলুপ্তির প্রস্তাব সনদে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনায় নিচ্ছে।

চিঠিতে বলা হয়, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪(ক)-এ উল্লেখ আছে‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয়সহ সব সরকারি ও আধাসরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোতে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করিতে হইবে’

উপদেষ্টাদের ‘সেফ এক্সিট’ প্রসঙ্গ কেন সামনে আনলেন এনসিপি নেতারা?

পরিচয় ডেস্ক: রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উপদেষ্টাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা নিশ্চয়ই একটি বিষয়, তবে ‘সেফ এক্সিট’-এর প্রসঙ্গ আসলে সেটি মূলত এক ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

অন্তর্বর্তী সরকারের কিছু উপদেষ্টা‘সেফ এক্সিট’ বা নিরাপদে সরে যাওয়ার উপায় খুঁজছেন- এমন অভিযোগ তুলেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দুই নেতা। হঠাৎ এই প্রসঙ্গ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠেছে। খবর বিবিসি বাংলার।

প্রথমে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে‘সেফ এক্সিট’-এর বিষয়টি তোলেন। পরে দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলমও একই বিষয়ে বক্তব্য দেন এনসিপির এক সভায়। এ মন্তব্য ঘিরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে চলছে তুমুল আলোচনা।

গত বছর গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়া ছাত্র নেতারা।

সেই সরকারে নাহিদ ইসলামসহ তিনজন ছাত্র প্রতিনিধি উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে বছর না ঘুরতেই কেন উপদেষ্টাদের‘নিরাপদ প্রস্থান’ প্রসঙ্গ তুলছেন এনসিপি নেতারা- এ নিয়ে নানা জল্পনা দেখা দিয়েছে।

এনসিপি সদস্য সচিব আখতার হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, “উপদেষ্টাদের ‘সেফ এক্সিট’ নিয়ে নাহিদ ইসলাম ও সারজিস আলমের বক্তব্যই আসলে দলের সামগ্রিক অবস্থান।”

তিনি বলেন,‘আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিচার ও সংস্কার গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা। সেটি পালনের দায়িত্ব নিয়েও তা না করে কোনো কোনো উপদেষ্টা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

‘জুলাই জাতীয় সনদ’ সই ১৫-র পরিবর্তে ১৭ অক্টোবর

পরিচয় ডেস্ক: জনগণের অংশগ্রহণের সুবিধার্থে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান দুই দিন পেছানো হয়েছে। নতুন তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠানটি আগামী ১৭ অক্টোবর (শুক্রবার) বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে ১৫ অক্টোবর (বুধবার) বিকেলে অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল।

১১ অক্টোবর শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠক শেষে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেন, “জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। জনসাধারণের উপস্থিতি বাড়াতে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জুলাই অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক দলের নেতাদের সন্তানরা জীবন দেয়নি - সারজিস আলম

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, জুলাই অভ্যুত্থানে বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাদের ছেলে-মেয়েরা জীবন দেয়নি। বড় বড় পলেটিশিয়ানদের কয়জন ছেলে-মেয়ে মারা গেছেন, হিসাব করে দেখেন। জীবন দিয়েছে আপনার আমার মত সাধারণ মানুষেরা, শ্রমিকেরা, তাদের সন্তানেরা। মাঝখানে ফায়দা লুটে কতিপয় রাজনীতিবিদেরা।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সন্ধ্যায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা শহরের তেঁতুলতলায় চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব, সিন্ডিকেট ও দুর্নীতিসহ নানা অপরাধের বিরুদ্ধে পঞ্চগড় জেলা জুড়ে লংমার্চের পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

এ সময় সারজিস বলেন, আপনার যদি কিছু চিত্র দেখেন ওই কেন্দ্র থেকে জেলা উপজেলায় একই চিত্র ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যেক জেলা উপজেলায় ৫ থেকে ১০ জন চাঁদাবাজ, চোরাকারবারি, সিন্ডিকেটকারী, মাদক ব্যবসায়ী, বাটপার, কালপ্রিট আছে যারা যে উপজেলাতে রক্ত চুষে খাচ্ছে।

তিনি বলেন, এনসিপি দায়িত্বে এলে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের নিরপরাধ নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হবে না, তবে দুর্নীতিবাজরা নিজ দলের হলেও তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হবে। তিনি আরও বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছে সাধারণ জনগণ, আর মাঝখান দিয়ে ফায়দা লুটেছে তথাকথিত কিছু রাজনীতিবিদেরা।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সারজিস বলেন, কোনো চাঁদাবাজ, নতুন বাংলাদেশে দুর্নীতিবাজদের আর বড় গলায় কথা বলতে দেওয়া হবে না।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন ও সরকারের কিছু উপদেষ্টার মধ্যে ততো অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন ও সরকারের কিছু উপদেষ্টার মধ্যে ততো অস্থিরতা দেখা দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।

তিনি বলেন, উপদেষ্টাদের কেউ কেউ গোপনে একটি দলের সঙ্গে যোগসাজশ করে তাদের ক্ষমতায় আনতে কাজ করছেন।

শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে খুলনার পাইকগাছা সরকারি কলেজ মাঠে পাইকগাছা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র-যুব *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি ৪.৮ শতাংশ হতে পারে জানাল বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, তবে টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সময়োপযোগী সংস্কার জরুরি বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

সংস্থাটির সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ।

গত অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন ছিল ৪ শতাংশ। এছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি বেড়ে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

গত মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসে প্রকাশিত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে কিছু চ্যালেঞ্জ থাকলেও দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পথে রয়েছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, প্রবাসী আয়ের বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে উন্নতি অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

বিশ্বব্যাংক মনে করে, বাংলাদেশ মধ্যমেয়াদে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে। তবে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান (বিশেষ

করে তরুণ ও নারীদের জন্য) নিশ্চিত করতে হলে কার্যকর অর্থনৈতিক সংস্কার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সংস্থাটি সতর্ক করে জানিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে চাপ, বাজারভিত্তিক বিনিময় হার ব্যবস্থার জটিলতা, রাজস্ব ঘাটতি এবং আর্থিক খাতের দুর্বলতা এখনো উদ্বেগের বিষয়।

প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশের দারিদ্র্যের হার কিছুটা বেড়েছে, পাশাপাশি শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬৯ শতাংশ থেকে কমে ৫৮ দশমিক ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। নতুন কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় ২৪ লাখ নারী এখনো শ্রমবাজারের বাইরে রয়েছেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের ডিভিশন ডিরেক্টর জ্যাঁ পেম বলেন, "বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীলতা দেখিয়েছে, তবে এই গতি ধরে রাখতে সংস্কার অপরিহার্য। রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, জ্বালানি খাতে ভর্তুকি হ্রাস, নগরায়ন ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এই ক্ষেত্রগুলোতে কার্যকর পদক্ষেপ নিলে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে।

'বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছর ছিল বিপর্যয়কর'

বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক প্রধান *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে ১৪.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরে

পরিচয় ডেস্ক: চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে আশাব্যঞ্জক বৃদ্ধি দেখা গেছে। ১ জুলাই থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত সময়ে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন ৮ হাজার ১৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি।

গত অর্থবছরের একই সময়ে রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৭ হাজার ১১৬ মিলিয়ন ডলার। মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, শুধু অক্টোবর মাসের প্রথম *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স গিয়েছে ২.৬৯ বিলিয়ন ডলার

পরিচয় ডেস্ক: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছর মার্চে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৩.২৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে প্রবাসীরা ২.৬৮ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন, যা আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে ১১.৭২ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালে সেপ্টেম্বরে রেমিট্যান্স এসেছিল ২.৪০ বিলিয়ন ডলার। রোববার (৫ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রতিবেদনে এ

তথ্য জানিয়েছে। গত আগস্টে রেমিট্যান্স এসেছিল ২.৪২ বিলিয়ন ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি বছর মার্চে ইতিহাসের সর্বোচ্চ ৩.২৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন প্রবাসীরা। আর মে মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২.৯৬ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে দেশে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রবাসীরা রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন ৭.৫৯ বিলিয়ন ডলার। আর আগের অর্থবছরের একই সময় এই পরিমাণ ছিল ৬.৫৪ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৯০ বিলিয়ন ডলার।

হুন্ডিতে রেমিট্যান্স পাঠানো বন্ধ হওয়ায় ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ মনে করছেন ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদরা। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে প্রতি মাসেই দুই বিলিয়নের ওপর রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা।

এছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে ডলারের দর আগের চেয়ে অনেক বাড়ার কারণেও বৈধ পথে রেমিট্যান্স বেড়েছে।

অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক ডলার বাজারকে স্থিতিশীল রাখতে পেরেছে, যা আর্থিক খাতের জন্য ইতিবাচক। তবে আর্থিক খাতে সুশাসন বজায় রাখা আগামী নির্বাচিত সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ নির্বাচিত *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম ফাস্ট-মুভিং কনজিউমার গুডস (এফএমসিজি) উৎপাদক কোম্পানি প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এ বহুজাতিক কোম্পানি বাংলাদেশে ব্যবসা শুরু করে ১৯৯৪ সালে। দীর্ঘ তিন দশকের এ ব্যবসায়িক যাত্রায় তারা বাংলাদেশের প্রাণ গ্রুপের সঙ্গে যৌথ বিনিয়োগে দেশে কারখানাও স্থাপন করেছে। তবে এবার বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল। এ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এরই মধ্যে জিলেট ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি বাতিল করা হয়েছে স্থানীয় পরিবেশকের সঙ্গে করা চুক্তি। প্রাণ গ্রুপের কারখানায় চুক্তিভিত্তিক উৎপাদনও বন্ধ। বৈশ্বিকভাবে ব্যবসা পুনর্গঠন ও কর্মী ছাঁটাই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার কথা জানিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিটি। তবে এ দেশে ব্যবসা পরিচালনা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির পরিমাণ বাড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: গত এক দশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানি সামগ্রিকভাবে কমলেও বাংলাদেশ থেকে আমদানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেল (ওটেক্সা)এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির মোট পরিমাণ ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ কমেছে। তবে একই সময়ে বাংলাদেশ থেকে আমদানি বেড়েছে ২৬ দশমিক ৬২ শতাংশ। তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী চীনের রপ্তানি কমেছে ১৮ *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

Bangladesh Society, Inc

www.bangladeshsocietyinc.com

Golden Jubilee Celebration

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন

সুবর্ণ জয়ন্তী ৫০ বছর

২ নভেম্বর, ২০২৫, রবিবার

বিকেল ৪টা থেকে রাত ১১টা

Venue: **Terrace on the Park**

52-11 111th St, Queens, NY 11368

registration is required!

দয়া করে ২০ অক্টোবরের মধ্যে আপনার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করুন

complete your registration by October 20th

Please Scan to Register

উপদেষ্টা পরিষদ

ডা. মোঃ হামিদুজ্জামান – *প্রধান উপদেষ্টা*
ডা. এম. বিল্লাহ
হাসান ইমাম
ডা. ওয়াদুদ ভূঁইয়া
মুজিব উর রহমান
নারগিস আহমেদ
মোহাম্মদ আজিজ
আজমল হোসেন কুনু
আব্দুর রব মিয়া
ফারজানা খান
হামিদ রেজা খান
আসাবুর রহমান সাবু
মুরাদ খান ঠাকুর
এ.কে.এম ফজলে রাব্বি
প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী
ওয়াসি চৌধুরী

সাংস্কৃতিক উপ-কমিটি

সউদ আহমেদ চৌধুরী – *উপদেষ্টা*
অনিক রাজ – *চেয়ারম্যান*
জামান তপন, সৈয়দ বাহালুল (উজ্জ্বল)
মোশারফ হোসেন
মনিকা রায়, ডা. শাহিনাজ লিপি

প্রচার উপ-কমিটি

রিজু মোহাম্মদ – *চেয়ারম্যান*
খোন্দকার মাহবুব
রেফায়েত চৌধুরী, মোহাম্মদ সেলিম
কামরুল জামান রবি
মোহাম্মদ এন. উদ্দিন (হায়দার)
মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম

অভ্যর্থনা উপ-কমিটি

নুরুল হক – *উপদেষ্টা*
জামিল আনসারী – *চেয়ারম্যান*
কাজী তোফায়েল ইসলাম
আব্দুস সালাম মিয়া আজম
মোঃ টিপু খান, নাদির এ আইয়ুব
নাজির সিনহা

স্মরনিকা উপ-কমিটি

মাহমুদ চৌধুরী – *উপদেষ্টা*
মোঃ আখতার বাবুল – *চেয়ারম্যান*
ওয়াহিদ কাজী এলিন
নাসির উদ্দিন আহমেদ
ফয়সাল আহমেদ
মোঃ শওকত হোসেন (খান শওকত)

আপ্যায়ন উপ-কমিটি

আব্রাব আলী খান লিটন – *চেয়ারম্যান*
আব্দুল কাদের (শাহিন)
মোঃ জাহাঙ্গীর
মাইন উদ্দিন মাহবুব

সেমিনার উপ-কমিটি

মোঃ হাসান (জিলানী) – *চেয়ারম্যান*
মোঃ আক্তার হোসেন
আহসান হাবিব
প্রদীপ ভট্টাচার্য
নুরুল ইসলাম সুজন
আজিজুল হক (মুন্না)
মুল্লা এম এ মাসুদ

সার্বিক সহযোগিতায়

সালামত উল্লাহ
বাবুল চৌধুরী
মোহাম্মদ সালেহ, ফারুক আজম
ড. সাজ্জাদ হোসেন
মুজিবুর রহমান মিয়া
আব্বাস উদ্দিন (দুলাল)
আবুল হাশেম বুলবুল
জহিরুল ইসলাম
মনিরুল ইসলাম
আমিরুল ইসলাম সজল
মাকসুদুর রহমান চৌধুরী
ফারুক চৌধুরী
সৈয়দ এম কে জামান
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
মোহাম্মদ রেজাউল করিম সগির
আজহার হোসেন, নিশান রহিম
আব্দুল হান্নান, মোঃ নওশাদ হোসেন
মীর মাকসুদ আলী তাসলিম
আব্দুল্লাহ আল লিটন
মোহাম্মদ সাদি মিন্টু

রেজিস্ট্রেশন, তথ্য ও অনুসন্ধান

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
ফারহানা চৌধুরী

নিরাপত্তা কমিটি

সৈয়দ এনায়েত আলী

চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি

ডা. মইনুল ইসলাম মিয়া

কো-চেয়ারম্যান, উদযাপন কমিটি

মোহাম্মদ হোসেন খান
উদযাপন কমিটির, চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর
ফখরুল আলম
উদযাপন কমিটির, চিফ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর
মোহাম্মদ নুরুল হক
জয়নুল আবেদীন
রানা ফেরদৌস চৌধুরী
মাহমুদ চৌধুরী
সউদ আহমেদ চৌধুরী

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

শাহ্ নেওয়াজ
চেয়ারম্যান, বোর্ড ট্রাস্টিস

সদস্য, বোর্ড ট্রাস্টিস

মোহাম্মদ আক্তার হোসেন
কাজী আজহারুল হক মিলন
আজিমুর রহমান বুরহান
মোহাম্মদ আতোয়ারুল আলম
আব্দুর রহিম হাওলাদার
মোহাম্মদ এনামুল হক এমডি ড.
জুনেদ আহমদ চৌধুরী
কাজী সাখাওয়াত হোসেন আজম
মোঃ ফকরুল ইসলাম দেলোয়ার
আহসান হাবীব
নাইম টুটুল

TITLE SPONSOR
GOLDEN AGE HOME CARE | আলোকালো
646.591.8396
SHAH NAWAZ

GRAND SPONSOR
BHALO
BRIDGING THE GAP

PLATINUM SPONSOR
ETERNAL
HOMECARE & WELLNESS LLC

GOLD SPONSOR
Reliable Home Care
CONTACT US TODAY FOR ALL YOUR HOME CARE NEEDS
347.809.4660

সঙ্গীত পরিবেশনায়: **দেশ** ও উত্তর আমেরিকার জনপ্রিয় শিল্পীবৃন্দ

মোঃ মহিউদ্দিন দেওয়ান
আহ্বায়ক
৯১৭-৫২৩-১৩৪৪

হারুন উর রশিদ
প্রধান সমন্বয়কারী
৯১৭-৪৪৩-৭৮৩৮
সমন্বয়কারী:- মোঃ সিদ্দিক পাটওয়ারী, আবুল কাশেম চৌধুরী
মুনসুর আহমেদ, হায়দার খান

আবুল কালাম ভূইয়া
সদস্য সচিব
৯১৭-৮৯২-৭১৯৯

যুগ্ম-আহ্বায়ক
মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল
মোহাম্মদ ফারুক হোসেন মজুমদার

অর্থ ও হিসাব
মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি)
অনুষ্ঠান প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা
রিজু মোহাম্মদ

যুগ্ম-সদস্য সচিব
ডিউক খান
সিরাজ উদ্দিন আহমদ (সোহাগ)
দুলাল মিয়া (হাজী এনাম)

সদস্য: গিয়াস আহমেদ, মোঃ জেড চৌধুরী জুয়েল, আহবাব এইচ চৌধুরী (খোকন), জে মোল্লা সানী, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, রফিকুল ইসলাম (ডালিম), সিরাজুল হক জামাল, সরোয়ার খান বাবু, বাশার ভূঁইয়া, সুশান্ত দত্ত, শাহ মিজানুর রহমান, বেলাল মাহমুদ, মোঃ কামরুজ্জামান বাবু, সাবিদ হাসান (স্বপন), জাকির আহমেদ, টুটুল আহমেদ চৌধুরী, মোহাম্মদ এ. মান্নান, মখন মিয়া

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

অবশেষে গাজায় থামল যুদ্ধ, বাড়ি ফিরতে শুরু করেছে ফিলিস্তিনিরা

পরিচয় ডেস্ক: টানা দুই বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পর ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় অবশেষে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) দুপুর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই যুদ্ধবিরতি শুরু হওয়ার পর বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের তাদের বিধ্বস্ত ঘরবাড়ির দিকে ফিরতে দেখা গেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপ হিসেবে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে হামাস তাদের হাতে থাকা জীবিত সব জিম্মিকে মুক্তি দেবে। এর বিনিময়ে ইসরায়েল তার কারাগার থেকে প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি বন্দিকে মুক্তি দেবে।

যুদ্ধবিরতির খবরে গাজাজুড়ে স্বস্তি নেমে এলেও মানুষের মধ্যে ভয় ও শঙ্কা কাটছে না। কারণ, চুক্তি কার্যকরের পরও গাজার আকাশে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান উড়তে দেখা গেছে এবং দক্ষিণাঞ্চলে গোলার শব্দও শোনা গেছে।

এই যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে মিশর, কাতার ও তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের ২০০ সেনার একটি টাস্কফোর্স ইসরায়েলে অবস্থান করবে।

গাজা যুদ্ধবিরতি তদারকিতে ইসরাইলে পৌঁছাচ্ছে মার্কিন সেনারা

পরিচয় ডেস্ক: গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে মার্কিন সেনারা ইসরাইলে পৌঁছাতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে এবিসি নিউজ। যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে আসা প্রায় ২০০ সেনাসদস্যের একটি দল চলতি সপ্তাহান্তে ইসরাইলে অবস্থান নেবে।

এরই মধ্যে মার্কিন সেন্টকম প্রধান অ্যাডমিরাল ব্র্যাড কুপার বৃহস্পতিবার ইসরাইলে পৌঁছেছেন বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা।

এই মিশনের অংশ হিসেবে, মার্কিন সেনারা ইসরায়েলি বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ভারতের ৯ প্রতিষ্ঠান ও ৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগের অব্যাহত চেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ৯ প্রতিষ্ঠান ও দেশটির আট ব্যক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। অভিযোগ করা হয়েছে, এসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ইরানি তেল, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য এবং পেট্রোকেমিক্যাল বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঘোষিত এ সর্বশেষ পদক্ষেপে, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর প্রায় ৪০ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের বিরুদ্ধে ইরানি পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোকেমিক্যাল পণ্যের বাণিজ্যে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন 'অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি)' ইরান থেকে বিদেশি ক্রেতাদের কাছে তেল ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) পরিবহনে সহায়তা করার অভিযোগে আরও ৬০ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাহাজকে কালোতালিকাভুক্ত করেছে। চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আরও কয়েকটি দেশের প্রতিষ্ঠানও এ তালিকায় রয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে ৮ ভারতীয় রাসায়নিক ও পেট্রোকেমিক্যাল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। এগুলো হলো মুম্বাইভিত্তিক সিজে শাহ অ্যান্ড কো, বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

চীনা নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে চাকরি গেল মার্কিন কূটনীতিকের

পরিচয় ডেস্ক: চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত এক নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গোপন করার অভিযোগে এক মার্কিন কূটনীতিককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমুখপাত্র টমি পিগট এক বিবৃতিতে জানান, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিষয়টি পর্যালোচনা করে ওই কূটনীতিকের বরখাস্তের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।

পিগট বলেন, ওই কূটনীতিক চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, এমন এক চীনা নারীর সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গোপন করার কথা স্বীকার করেছেন।

পিগট আরও বলেন, 'জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্নকারী কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর নেতৃত্বে আমরা জিরো টলারেন্স নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করব।' বেইজিংয়ে চীনের সরকারের একজন মুখপাত্র এ ঘটনাকে যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয় বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

ভারতকে বন্ধু বলে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি তালেবানের

পরিচয় ডেস্ক: আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি দাবি করেছেন, তার দেশ থেকে লস্কর-ই-তৈয়বা ও জইশ-ই-মোহাম্মদের মতো পাকিস্তানভিত্তিক সব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা হয়েছে এবং তাদের দখলে এখন এক ইঞ্চি জমিও নেই। ভারত সফরকালে দেশটির বেসরকারি টেলিভিশন এনডিটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই দাবি করেন।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে মুত্তাকি বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক
Greater Comilla Association USA Inc.

GREATER COMILLA ASSOCIATION U.S.A. INC. SINCE-1991
REG. 960528000335
COMILLA
B.BARIA
CHANDPUR

সাধারণ সভা ২০২৫

তারিখ ও কর্মসূচী

তারিখ:
১৯ অক্টোবর, রবিবার' ২৫

সময়:
দুপুর ১২ টা থেকে বিকেল ৪ টা

স্থান:
নবান্ন পার্টি হল
জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

আলোচ্য বিষয়

- সাধারণ সম্পাদকের রিপোর্ট
- অর্থ সম্পাদকের রিপোর্ট
- নির্বাচন কমিশন গঠন
- বিবিধ
- সভাপতির বক্তব্য
- আপ্যায়ন

আসসালামু আলাইকুম।
বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র ইনক'র সম্মানিত সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাধারন সভা আগামি ১৯শে অক্টোবর ২০২৫ ইং রোজ রবিবার দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠিত হবে জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে ।
উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাকে আইডি সহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সদস্য হউন, সমিতিকে গতিশীল করুন

নিবেদক:

ডা: মো: ইনামুল হক এম.ডি
সভাপতি
৯১৭-৬০৯-২৬৩১

মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক
৭১৮-২১৯-৭৯৭৭

প্রচারে: সাইফুল আলম, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত

অসহায় মানুষের গভীর জীবনচিত্র চিত্রিত করে সাহিত্যে নোবেল পেলেন হাঙ্গেরির লাসলো ক্রাসনাহোরকাই

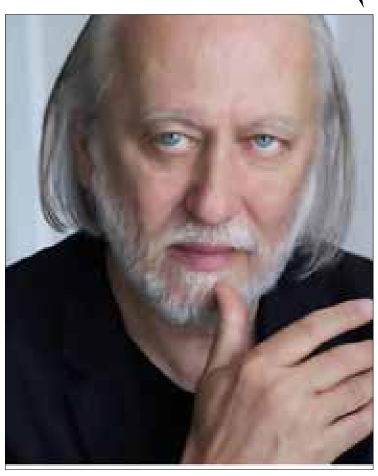

পরিচয় ডেস্ক: লাসলো ক্রাসনাহোরকাই ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রোমানিয়া সীমান্তবর্তী ছোট শহর গিউলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম উপন্যাস 'শাতান্তাঙো' ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়।

এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন হাঙ্গেরির লেখক লাসলো ক্রাসনাহোরকাই। ওঅ্যাপোক্যালিপটিক আতঙ্কের মাঝেও শিল্পের শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তার প্রভাবশালী ও দূরদর্শী সৃষ্টিকর্মের জন্য তাকে এ পুরস্কারে ভূষিত করেছে নোবেল কমিটি।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫ টার দিকে নোবেল কমিটি এ পুরস্কার ঘোষণা করে। নোবেল কমিটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব লাইভে এই ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাই ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রোমানিয়া সীমান্তবর্তী ছোট শহর গিউলায় জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রথম উপন্যাসওশাতান্তাঙো ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়, যা হাঙ্গেরিতে প্রকাশের পরই সাহিত্যজগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং ক্রাসনাহোরকাইয়ের সাহিত্যজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

উপন্যাসটিতে কমিউনিজমের পতনের ঠিক আগমুহূর্তে হাঙ্গেরির প্রত্যন্ত এক গ্রামীণ এলাকায় পরিত্যক্ত এক যৌথ খামারে বসবাসরত একদল অসহায় মানুষের জীবনচিত্র গভীর ও প্রতীকী ভঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

লাসলো ক্রাসনাহোরকাইকে বলা হয় ওধৈর্যের লেখকড়তার বাক্য দীর্ঘ, তার বর্ণনা ধীর, কিন্তু সেই ধীরতার ভেতরেই তৈরি হয় এক অদ্ভুত ঘূর্ণন।ওশাতান্তাঙো [ঝধঃধহঃধহমড়] ও দ্য মেলানকোলি অব রেসিস্ট্যান্স [এঃযব গবষধহপযড়ষু ড়ভ জবংরংঃধহপব] ইউরোপীয় সমাজের পতন ও মানসিক বিশৃঙ্খলাকে এক প্রলয়ের মতো ফুটিয়ে তুলেছে।

তার লেখা পড়লে মনে হয়, সভ্যতার শেষ মুহূর্তগুলো কোনো তীব্র সংঘর্ষ নয়, বরং দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো নিস্তব্ধ। ক্রাসনাহোরকাই সাহিত্যের মধ্যে একটিওমেটাফিজিক্যাল গতি আনেনড়যেখানে প্রতিটি চরিত্র যেন একেকটি প্রশ্ন, প্রতিটি *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

শান্তিতে নোবেলজয়ী কে এই মারিয়া কোরিনা মাচাদো

পরিচয় ডেস্ক: ২০১০ সালে মাচাদো জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সর্বাধিক ভোট পেয়ে রেকর্ড গড়েন। তিনি বর্তমানে বিরোধী দল 'ভেনতে ভেনিজুয়েলা'র নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

ভেনিজুয়েলার বিরোধী রাজনৈতিক নেতা মারিয়া করিনা মাচাদো ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন। দেশটিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করেছে নরওয়ের নোবেল কমিটি।

কমিটি এক বিবৃতিতে জানায়, ভেনিজুয়েলার *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নোবেল পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সুইডিশ উদ্ভাবক আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছানুসারে ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার প্রদান শুরু হয়। বর্তমানে এটি বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক পুরস্কারগুলোর অন্যতম, যা প্রতি বছর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদান করা।

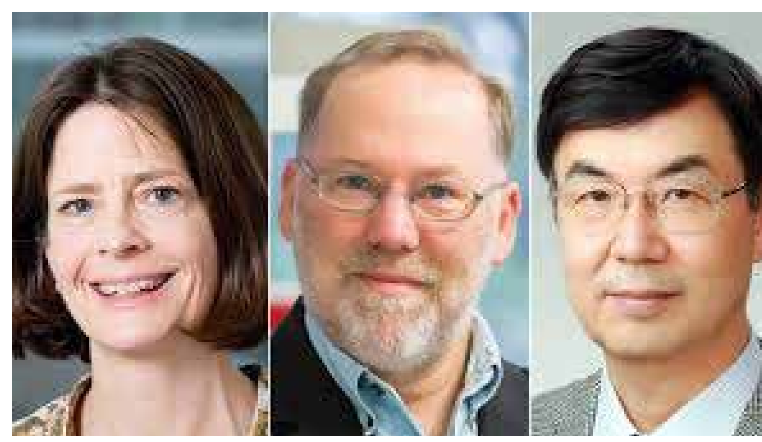

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তিন বিজ্ঞানী

পরিচয় ডেস্ক: চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্বে এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের দুই বিজ্ঞানী মেরি ই. ব্রাঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল এবং জাপানের শিমন সাকাগুচি। পরিফেরাল ইমিউন টলারেন্স' সম্পর্কিত যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তাদের এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সুইডেনের স্টকহোমে সোমবার (৬ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় বিকেলে নোবেল কমিটি *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

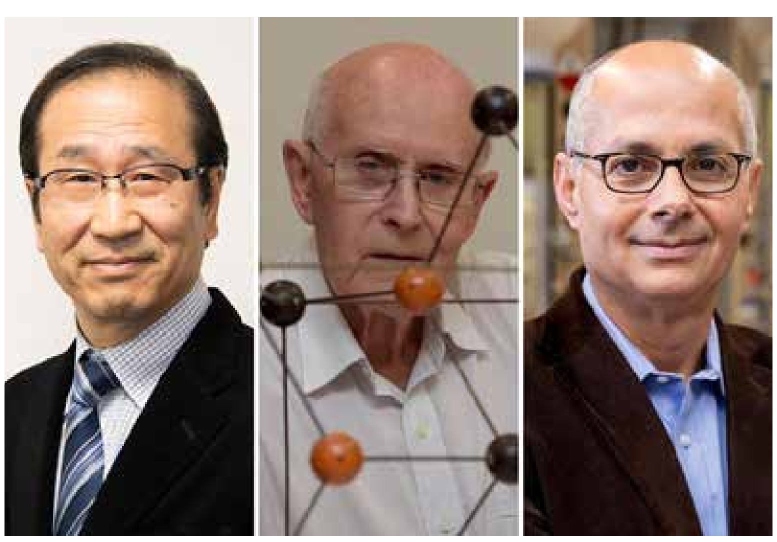

রসায়নে নোবেল, তিন বিজ্ঞানীর যৌথ সাফল্য

পরিচয় ডেস্ক: রসায়নে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন ও ওমার এম. ইয়াগি। 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' (গবঃধষ-ঙৎমধহরপ ঋৎধসবড়িৎশং) উদ্ভাবনের জন্য তাদের এ সম্মাননা দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে ৪টার দিকে রয়েল সুইডিশ একাডেমি তাদের নাম ঘোষণা করে।

নোবেল কমিটির ব্যাখ্যানুযায়ী, এই বিজ্ঞানীরা এমন আণবিক কাঠামো (গঙঋং) তৈরি করেছেন, যেগুলোর ভেতর দিয়ে গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ সহজে চলাচল করতে পারে। এসব কাঠামোর মাধ্যমে বায়ু থেকে পানি সংগ্রহ, কার্বন ডাইঅক্সাইড আটকানো, বিষাক্ত গ্যাস শোষণ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এ কাঠামোয় ধাতব আয়নগুলো কোনার খুঁটির মতো কাজ করে, আর সেগুলোকে যুক্ত করে দীর্ঘ কার্বনভিত্তিক অণু দিয়ে। ফলে গঠিত হয় গহ্বরযুক্ত স্ফটিক পদার্থ, যা আধুনিক রসায়নে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

শরণার্থী শিবিরে জন্ম রসায়নে নোবেল জয় ফিলিস্তিনি বিজ্ঞানীর

পরিচয় ডেস্ক: এ এক অবিশ্বাস্য জীবন-যুদ্ধ জয়ের গল্প! জর্ডানের এক ফিলিস্তিনি শরণার্থীশিবিরে যার জন্ম ও বেড়ে ওঠা, সেই বিজ্ঞানী ওমর এম ইয়াঘি এ বছর রসায়নে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। 'মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক' নামে নতুন এক ধরনের আণবিক কাঠামো আবিষ্কারের জন্য আরও দুই বিজ্ঞানীর সঙ্গে তিনি এই সম্মাননা লাভ করেন।

নোবেল জয়ের পর এক সাক্ষাৎকারে ৬০ বছর বয়সী ইয়াঘি তার শৈশবের স্মৃতিচারণ করে *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল যুক্তরাষ্ট্রের তিন বিজ্ঞানীর

পরিচয় ডেস্ক: এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের তিন বিজ্ঞানীড়জন ক্লার্ক, মিশেল এইচ. দেবোরে ও জন এম. মার্টিনিস। তারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে যুগান্তকারী গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজের জন্য এ স্বীকৃতি পেয়েছেন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

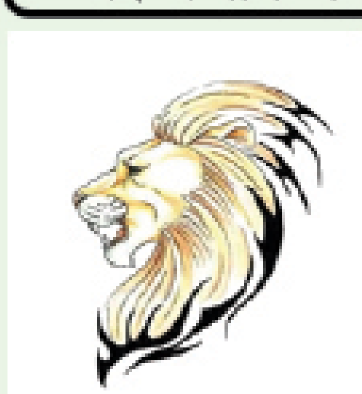

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

প্রবাসী ভোটে বাংলাদেশ কি প্রস্তুত

সুবাইল বিন আলম ও সফিকুর রহমান

কিছুদিন আগে ‘অপজিশন ইন্টারন্যাশনাল’ নামে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাভিত্তিক এক এনজিওতে নাগরিক কোয়ালিশনের হয়ে মিটিং করি। ওই এনজিওর কাজ বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিতের জন্য প্রচারণা ও টেকনিক্যাল সাহায্য করা।
কথা প্রসঙ্গে তারা আফসোস করছিল, এত টেকনোলজি নিয়ে এখনো কোনো দেশে সন্তোষজনকভাবে প্রবাসী ভোট চালু করতে পারেনি।
আমাদের দেশ সেই কঠিন পথে হাঁটা শুরু করল। আমাদের কমিশনের কর্মকর্তারা বিভিন্ন দেশে শিক্ষাসফর করে কী শিখে আসছেন, তা আসলে সামনেই দেখা যাবে। কারণ, প্রবাসী ভোটের কেবল অধিকার নিশ্চিত করাই যথেষ্ট নয়; এর বিশুদ্ধতা ও গোপনীয়তা বজায় রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।
ইসিই ইতিমধ্যে জানিয়েছে, পরীক্ষামূলকভাবে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ভোট কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
প্রথম ধাপে দূতাবাসভিত্তিক বুথে ভোট গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। ভোটাররা আগেই অনলাইনে নিবন্ধন করবেন, এরপর নির্ধারিত দিনে পাসপোর্ট ও এনআইডি যাচাই করে ভোট দিতে পারবেন।
তবে বিদেশি সরকারের অনুমোদন, নিরাপত্তা প্রটোকল ও সার্ভার স্থাপনা নিয়ে এখনো বিস্তারিত ঘোষণা হয়নি। এটি সময়সীমার দিক থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।
এখানে উল্লেখ্য, সৌদি আরবে প্রায় ২৫ লাখ, মালয়েশিয়াতে প্রায় ১২ লাখ, সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১০ লাখ ও যুক্তরাজ্যে প্রায় পাঁচ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি আছেন।
যেখানে ডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণা, সেখানে এত কম সময়ে এত মানুষের ভোট কীভাবে নিশ্চিত করবে?
বাংলাদেশিরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন, জীবিকার তাগিদে কিংবা উন্নত জীবনের সন্ধানে। প্রবাসে থেকেও দেশের রাজনীতি ও ভাগ্য নির্ধারণে তাঁদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।
আমাদের প্রবাসীরা যে দেশকে ভালোবাসেন, দেশের জন্য যে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তা জুলাই অভ্যুত্থান দেখিয়েছে।
তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। তাঁদের অবশ্যই ভোটের অধিকার দেওয়া উচিত।
কিন্তু অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভোটের যে চিত্র আমরা দেখি, তা উৎসাহব্যঞ্জক হলেও তাতে লুকিয়ে আছে বহু ফাঁকফোকর। এটি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।
প্রবাসী ভোটদানের প্রথম ধাপ হলো নিবন্ধন। আর এই ধাপেই হোঁচট খায় অনেক দেশ। পাসপোর্ট, এনআইডি ও জন্মসনদ তিনটি আলাদা সিস্টেমে ছড়িয়ে থাকায় ডুপ্লিকেশন এবং যাচাই সমস্যাই সবচেয়ে বড় বাধা।
বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৩ কোটি এনআইডি ইস্যু হয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রবাসী অবস্থান বা বিদেশে বসবাসের অবস্থা ট্র্যাক করার কোনো আপডেটেড ডেটাবেজ নেই।
ভারতে নিবন্ধিত ১ দশমিক ২ লাখ প্রবাসীর মধ্যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে মাত্র ২ হাজার ৯৫৮ জন ভোট দিয়েছিলেন।
কারণ, ভোট দিতে হলে দেশে ফিরতে হয়, অনলাইন বা দূতাবাসভিত্তিক ব্যবস্থা নেই। ফিলিপাইনসেও ১০ মিলিয়নের বেশি প্রবাসীর মধ্যে ১৫ শতাংশের কম নিবন্ধন করেন এবং তাঁদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ প্রবাসী ভোট দেন।
অর্থাৎ মোট প্রবাসীর ৩-৪ শতাংশ ভোট দেন। প্রবাসীরা সেখানে ব্যস্ত; ভোটব্যবস্থা দূরের; আর অনেকে মনে করেন, তাঁদের ভোটে কিছু পরিবর্তন আসে না।
যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও ভোটারকে প্রতিবছর স্থানীয় নির্বাচন অফিসে ফেডারেল পোস্ট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হয়। এই প্রক্রিয়া প্রবাসী ভোটারদের জন্য সময়সাপেক্ষ ও ক্লান্তিকর হতে পারে।
বাংলাদেশের কোটি প্রবাসী নাগরিকের একটি সঠিক তালিকা তৈরি করা এবং তাঁদের প্রতিবছর বা প্রতিবার নির্বাচনের আগে আবার নিবন্ধনের মতো কঠোরতা আরোপ করা হলে ভোটের হার খুব বেশি হবে না।
সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো ভোটের গোপনীয়তা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা। শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপাইনসের বিশেষজ্ঞরা এরই মধ্যে সতর্ক করেছেন, *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

উপদেষ্টারা কীভাবে ‘আখের গুছিয়েছে’, কেন ‘সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে’

মনজুরুল ইসলাম

বেশ অনেক দিন পর জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম আবারও আলোচনায় এসেছেন। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি কিছু ‘বিস্ফোরক’ মন্তব্য করেছেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের নিয়ে তাঁর ওই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে, তেমনি কিছু প্রশ্ন ও উদ্বেগও তৈরি করেছে।
ওই সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘...অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছে অথবা গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিট্রে (প্রতারণা) করেছে। যখন সময় আসবে, তখন আমরা এদের নামও উন্মুক্ত করব।’ (‘উপদেষ্টাদের অনেকেই সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে’, নাহিদ ইসলামের এ বক্তব্য নিয়ে আলোচনা, প্রথম আলো অনলাইন, ৫ অক্টোবর ২০২৫)
সাক্ষাৎকারে নাহিদ ইসলাম আরও বলেছেন, ‘উপদেষ্টাদের অনেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে লিয়াজোঁ করে ফেলেছে। তারা নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবতেছে।’... (প্রথম আলো অনলাইন, ৫ অক্টোবর ২০২৫)
নাহিদ ইসলামের এই সাক্ষাৎকার থেকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পর্কে মোটাদাগে দুটি ‘অভিযোগ’ পাওয়া যায়। এক. অনেক উপদেষ্টা সরকারে থাকার সুবাদে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছেন; দুই. উপদেষ্টারা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে নির্বাচনের পর নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন। এই দুটি অভিযোগ দুই ধরনের এবং এগুলোর তাৎপর্যও আলাদা।২.
‘অনেক উপদেষ্টা নিজেদের আখের গুছিয়েছে’ড়এ কথার মাধ্যমে নাহিদ ইসলাম আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন, ওই সাক্ষাৎকারে তিনি সেটা স্পষ্ট করে বলেননি। এমনকি তিনি ‘আখের গোছানো’ উপদেষ্টাদের নামও উল্লেখ করেননি। যা-ই হোক, ‘আখের গোছানো’ কোনো ইতিবাচক শব্দ নয়। প্রচলিত অর্থে ‘আখের গোছানো’ বলতে বোঝায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ; কখনো কখনো এ ধরনের কর্মকাণ্ড দুর্নীতির মধ্যেও পড়ে। এর ফলে প্রশ্ন উঠেছে, নাহিদ ইসলাম কি তাঁর বক্তব্যে উপদেষ্টাদের ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা দুর্নীতি নিয়ে কোনো ইঙ্গিত দিলেন?
বাংলাদেশের পটভূমিতে ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় কোনো উপদেষ্টার বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ ওঠা খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবে কোনো কোনো উপদেষ্টার সঙ্গে কাজ করা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। (‘সরিয়ে দেওয়া হলো দুই উপদেষ্টার দুই ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে’, প্রথম আলো অনলাইন, ২১ এপ্রিল ২০২৫)
লক্ষণীয় হলো, দুই উপদেষ্টার (স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নুরজাহান বেগম) আলোচিত দুই ব্যক্তিগত কর্মকর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি এবং তাঁদের অনিয়ম নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোনো তদন্তও করা হয়নি। এর ফলে ব্যক্তিগত কর্মকর্তাদের অনিয়মের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টাদের কোনো দায় আছে কি না, সেটা উদ্‌ঘাটন করা বা জানা সম্ভব হয়নি।
৩.
‘আখের গোছানো’ বলতে নিজের বা নিজের আত্মীয়স্বজন, এমনকি নিজের এলাকার জন্য বিশেষ কোনো সুযোগ-সুবিধা নেওয়াকেও বোঝানো হয়ে থাকে। সম্প্রতি এ রকম একটি বিষয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে আলোচনা-সমালোচনার জন্ম দেওয়া স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া। তাঁর মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কুমিল্লার সড়ক ও অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো মেরামত ও উন্নয়নে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নিচ্ছে বলে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকল্পে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে আসিফ মাহমুদের নিজ উপজেলা মুরাদনগরে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হচ্ছে এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লাহর উপজেলা দেবীদ্বারে। (‘উপদেষ্টা আসিফ ভুঁইয়ার কুমিল্লাপ্রীতি, নিলেন ২৪০০ কোটি টাকার প্রকল্প’, প্রথম আলো অনলাইন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫)
এসব বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন? প্রশ্ন ওঠার কারণ হলো প্রথমত, এটা হচ্ছে ‘বিশেষ’ প্রকল্পের বরাদ্দ। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পটি নেওয়া হচ্ছে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনের মাত্র কয়েক মাস আগে। আসিফ মাহমুদ ও হাসনাত আবদুল্লাহ দুজনেই তাঁদের এলাকা থেকে নির্বাচনে অংশ নেবেন, *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

বাংলাদেশে পিআর ভোট পদ্ধতি: সম্ভাবনা, চ্যালেঞ্জ ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞ

লে: কর্ণেল খন্দকার মাহমুদ হোসেন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ। বিদ্যমান “প্রথম-হওয়া-জয়ী” (ঋরৎংঃ চধংঃ ঃযব চড়ংঃ) ভোট পদ্ধতি প্রায়শই বাস্তব ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসন বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করে। এর ফলে অনেক সময় ভোটারদের উল্লেখযোগ্য অংশ সংসদে কার্যকর প্রতিনিধিত্ব পায় না। এই বাস্তবতায় বর্তমানে বাংলাদেশে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের আওতায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation – PR) ভোট পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা ক্রমশ গুরুত্ব পাচ্ছে। আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে সংসদীয় আসন বণ্টন করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলোও তাদের প্রকৃত ভোটশক্তি অনুযায়ী সংসদে প্রতিনিধিত্ব পেতে পারে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতির প্রবর্তন গণতন্ত্রকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক করতে পারে। তবে এর সঙ্গে কিছু চ্যালেঞ্জও জড়িত রয়েছে। যেমন, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা, দলীয় শৃঙ্খলা, নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক জটিলতা। তবে রাজনৈতিক বহুমতকে সম্মান জানিয়ে অংশীদারিত্বমূলক রাজনীতি বিকশিত না হলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাই বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া এবং দেশের বাস্তবতার সঙ্গে তা খাপ খাওয়ানো অপরিহার্য। এই বিষয়ের মূল ধারণাগুলি বুঝার সুবিধার্থে, লেখার মধ্যে কিছু ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

পিআর পদ্ধতির মৌলিক ধারণা

ড ভোটের Proportionate (PR) পদ্ধতি বা Proportional Representation (আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থা) হলো এমন একটি ভোট পদ্ধতি, যেখানে নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী যে পরিমাণ ভোট পায়, সংসদ বা নির্বাচিত আসনে তাদের সেই অনুপাতে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়। সাধারণত First Past the Post (FPTP) বা সর্বাধিক ভোটে বিজয়ী পদ্ধতিতে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পায়, সে একক আসনে জিতে যায়। এখানে মোট ভোটের অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব হয় না। কিন্তু চজ পদ্ধতিতে, একটি দলের পাওয়া মোট ভোটের শতাংশের সাথে সংসদে তাদের আসনের সংখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ধরা যাক একটি সংসদে মোট ১০০টি আসন আছে। নির্বাচনে, লাল দল পেয়েছে ৪০% ভোট তারা আসন পাবে ৪০ টি। সবুজ দল পেয়েছে ৩৫% ভোট তারা আসন পাবে ৩৫ টি। নীল দল পেয়েছে ১৫% ভোট তারা আসন পাবে ১৫ টি। সাদা দল পেয়েছে ১০ % ভোট এবং তারা আসন পাবে ১০ টি। অর্থাৎ, ভোটের পাওয়ার অনুপাতে সংসদে আসন বণ্টন হবে। পিআর পদ্ধতির ভোটকে আসনে রূপান্তরের সময় জনগণের মোট মতামতকে প্রতিফলিত করে। এজন্য একে অনেক বিশেষজ্ঞ এই পদ্ধতিকে “ন্যায্য প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি” বলে থাকেন।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) এর বিভিন্ন ধরন রয়েছে। যেমন: ১) পার্টি লিস্ট পদ্ধতি বা Party List PR:

এটি পি আর-এর সবচেয়ে প্রচলিত ধরন। এখানে ভোটাররা সরাসরি কোনো প্রার্থীকে নয়, বরং একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। নির্বাচনের আগে প্রতিটি দল একটি প্রার্থীর তালিকা (Party List) জমা দেয়। নির্বাচন শেষে প্রতিটি দল তাদের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন পায় এবং তালিকা থেকে প্রার্থীরা সংসদে যায়। পার্টি লিস্ট পদ্ধতির আবার দুটি ধরন আছে: ক) বন্ধ তালিকা বা ঈষড়ংবফ খরংঃ ঃ ভোটার কেবল দলকে ভোট দিতে পারে, তালিকার ক্রম ঠিক করে দল। যেমন, লাল দল যদি ২০% ভোট পায়, আর সংসদে ৩০০ আসন থাকে, তবে তারা ৬০ আসন পাবে। এই ৬০ জন প্রার্থী যাবে লাল দলের আগেই নির্ধারিত তালিকা থেকে। ফলে পদ্ধতিটি সহজ এবং ভোটগণনা দ্রুত হয়। তবে প্রার্থী নির্বাচনে দলীয় নেতৃত্বের একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে, জনগণের প্রার্থীর ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। খ) ঙঢ়বহ খরংঃ (উন্মুক্ত তালিকা)ঃ ভোটার কেবল দলকে নয়, তালিকার ভেতর কোন প্রার্থীরা সংসদে যাবে, তাও নির্ধারণ করতে পারে। এতে ভোটারদের ক্ষমতা বাড়ে, কারণ তারা দলীয় তালিকার ভেতর থেকেও পছন্দ প্রকাশ করতে পারে। ফিনল্যান্ড এবং ব্রাজিল-এ এই পদ্ধতি চালু আছে। গ) স্থানান্তরযোগ্য ভোট পদ্ধতি বা Single Transferable Vote (STV)t এটি একটি অপেক্ষাকৃত জটিল কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এখানে ভোটাররা প্রার্থীদের পছন্দের ক্রমে (১, ২, ৩ ইত্যাদি) *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

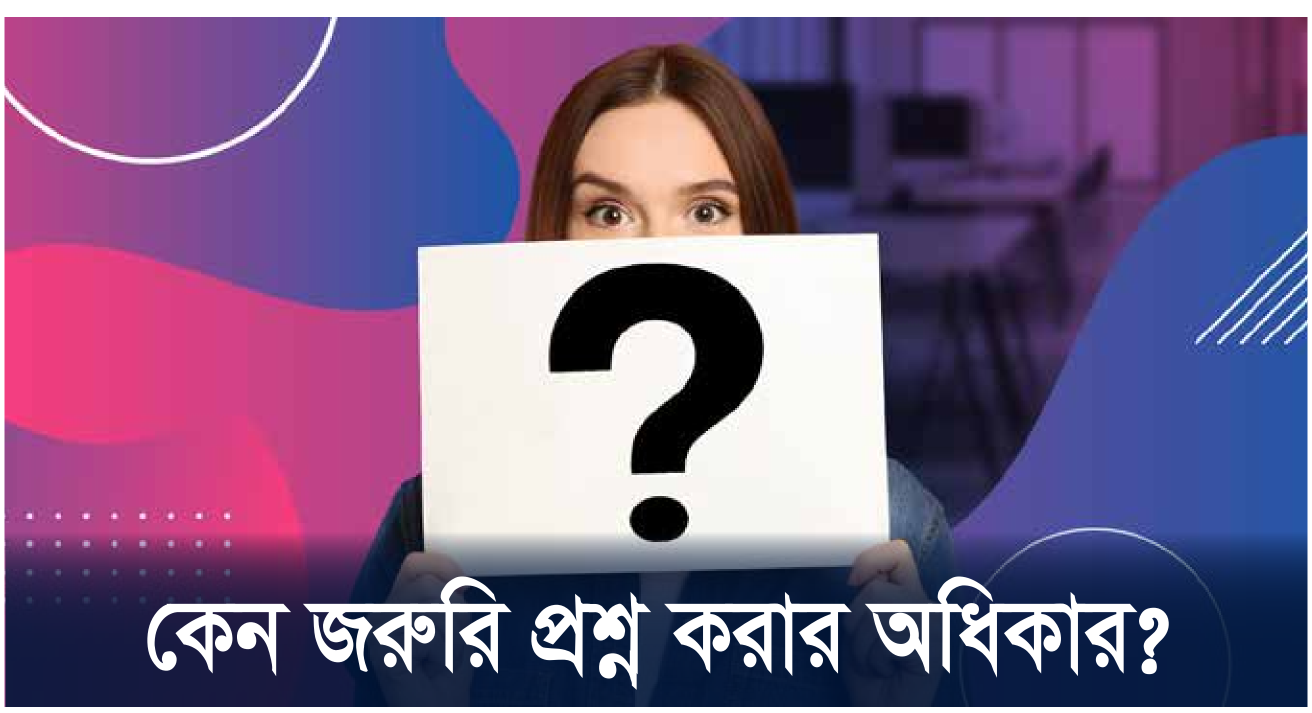

কেন জরুরি প্রশ্ন করার অধিকার?

চিররঞ্জন সরকার

মহাভারতের চরিত্রগুলোর মধ্যে সর্বদাই একটি বিতর্ক বিদ্যমানড়কে সর্বশ্রেষ্ঠ? কেউ খুঁজে পান অর্জুনের অতুলনীয় বীরত্বে, কেউ কর্ণের করুণা ও আত্মত্যাগে, আবার কেউ যুধিষ্ঠিরের ধর্মনিরপেক্ষতায়। তবে বহু জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিত একমত হন একটি অপ্রত্যাশিত নামে: বিদুর। কেন বিদুর? কারণ তার শক্তি এসেছিল তলোয়ার বা গদা থেকে নয়, বরং তার নৈতিক সাহস থেকে। তিনি ছিলেন সেই বিরল মানুষ, যিনি ‘ঠিককে ঠিক, আর ভুলকে ভুল বলার’ জন্য ভয় পাননি; যিনি সঠিক স্থানে, সঠিক সময়ে প্রশ্ন করতে দ্বিধা করেননি। বিদুর প্রমাণ করেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের চেয়ে রাজসভায় নৈতিকতার প্রশ্ন তোলা আরও কঠিন, আরও জরুরি।

এই বিদুরায়নই আজকের সমাজে সবচেয়ে অপ্রচলিত দক্ষতা। আমাদের মনে প্রতিনিয়ত অসংখ্য প্রশ্ন জন্ম নেয়ড়অর্থনীতি, রাজনীতি, শাসনব্যবস্থা নিয়ে। কিন্তু সেই প্রশ্নগুলো প্রকাশের আগেই গলা টিপে মারা হয়। কেন? ভয়ে। ভয়ের সেই সংস্কৃতি এতটাই বিস্তৃত যে তা ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত গ্রাস করেছে। প্রশ্ন করলে সাংসারিক শান্তি ভঙ্গ হতে পারে, কর্মক্ষেত্রে বসের কোপে চাকরি যেতে পারে কিংবা সরকার বা ক্ষমতাসীনদের রোষানলে পড়ে নিরাপত্তা ও শান্তি নামক মরীচিকাটি এক লহমায় বিলীন হয়ে যেতে পারে। প্রশাসনিক ভ্রু কুঁচকে দেখলে কিংবা পুলিশি নজরদারি বাড়লে, একটা নীরব বার্তা দেওয়া হয়ড়প্রশ্ন নয়, নীরবতা শ্রেয়। এই ভয় কিছু হারানোর; তা জীবিকা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বা আত্মমর্যাদা যাই হোক না কেন।

প্রশ্ন না করার এই অভ্যাস সবচেয়ে বেশি প্রকট হয় অর্থনীতির মতো সংবেদনশীল খাতে। দেশের লাখ লাখ বেকার যুবক প্রতি বছর চাকরির জন্য হাহাকার করে। পরিসংখ্যান বলছে, প্রতি বছর চাকরির বাজারে আসা ১৫ লাখেররও বেশি যুবকের জন্য সরকারি বা বেসরকারি খাতে নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা হতাশাজনকভাবে কম। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি না: কেন বছরে অন্তত ১০ লাখ বেকারের চাকরি হলো না? কেন চাকরির সঠিক পরিসংখ্যান নেই?

সরকারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সংখ্যা জানানো হলেও, সেই তথ্য যাচাই করার বা সে সম্পর্কে আরও গভীর প্রশ্ন করার সাহস দেখানোর স্পর্ধা আমরা দেখাচ্ছি না। বেকারত্ব শুধু একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, এটি একটি জাতীয় সংকট, যার মূলোৎপাটন প্রশ্নের মাধ্যমেই সম্ভব।

একইভাবে, মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুললেও আমাদের প্রশ্ন ভোঁতা হয়ে যায়। সরকারি উদ্যোগ ও ঘোষণা সত্ত্বেও চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম কেন কমছে না? এর সপক্ষে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা ডলার সংকটের মতো যুক্তি দেখানো হয়, তখন আমরা প্রশ্ন করি না: আন্তর্জাতিক বাজারে যখন দাম কমে, তখন কি সেই সুফল দেশে আসে? ডলার সংকটের আসল কারণ কী? এর পেছনে আর্থিক অব্যবস্থাপনা কতটা দায়ী? এসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট, যুক্তিসঙ্গত উত্তর প্রায়শই অধরা থেকে যায়। যখন দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য চালু টিসিবি’র পণ্য বিক্রি চাহিদা থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমরা সরকারের কাছে জবাব চাই না কেন এই অপরিহার্য পরিষেবাটি বন্ধ হলো? দারিদ্র্যসীমা ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৮ শতাংশে উন্নীত হওয়ার মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও যদি আমরা প্রশ্ন না করি, তবে আমরা কোন ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছি?

সাম্প্রতিক সময়ে, আমাদের প্রশ্নের ধার আরও তীব্র হওয়া প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে যখন দেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার বা পরিবর্তনকালীন প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রত্যাশা ছিলড়অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শাসনব্যবস্থায়, প্রশাসনে, ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে বড় ধরনের সংস্কার আসবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে: কোন কোন ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সংস্কার হয়েছে? কতটুকু হয়েছে? কেন প্রশাসন ও বিচার বিভাগে স্থবিরতা কাটছে না? কেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আশানুরূপ উন্নত হচ্ছে না?

এই সমস্ত কিছুই এখন রাজনীতির পর্যায়ে নেমে এসেছে। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধিড় সবই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। আর সেই সিদ্ধান্তগুলোর কৈফিয়ত চাওয়ার সময় এসেছে।

একটি দেশের অগ্রাধিকার কী হওয়া উচিত? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আবাসন, আর কর্মসংস্থান। অথচ সেই খাতগুলোতে অর্থ বরাদ্দের পরিবর্তে আমরা দেখতে পাই অপ্রয়োজনীয় বিলাসী সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের প্রবণতা। সরকারের প্রায় ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের কাছ থেকে ২০টি *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

দুধের সঙ্গে খেজুর খেলে কী হয়

পরিচয় ডেস্ক: রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস গরম দুধে দুটি খেজুর মিশিয়ে খান। এ ছাড়াও খেজুরের মধ্যে থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা বিভিন্ন রোগপ্রতিরোধেও সাহায্য করে। মন ভালো রাখতেও কার্যকর দুধ ও খেজুর। চলুন জেনে নেওয়া যাক খেজুর ও দুধ একসঙ্গে খেলে কী হয়?

খেজুর অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। খেজুর খেলে বহু রোগ দূরে থাকে। পাশাপাশি খেজুর যৌন ক্ষমতা বাড়ায়। বাড়ায় শুক্রাণুর সংখ্যাও। তাই রাতে খেজুর খাওয়া পুরুষদের জন্য বিশেষ উপকারী।

দুধের ট্রিপটোফ্যান নামক অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে সেরোটনিনের সূত্রপাত ঘটে। এটা মস্তিষ্কে যে সংকেত পাঠায়, তা স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করে।

আয়রনে ভরপুর খেজুর, হার্ট, উচ্চ রক্তচাপ, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ একাধিক সমস্যা কমায়।

ত্বকের বার্ধক্য প্রতিরোধ করে ত্বকে স্থিতিস্থাপকতা, আর্দ্রতা নিয়ে আসে খেজুর। খেজুরে থাকা অ্যান্টি-এজিং বৈশিষ্ট্য শরীরে মেলানিন সংগ্রহ করতে দেয় না। নিয়মিত খেজুর খেলে নারী-পুরুষ উভয়ের ত্বক ভেতর থেকে ভালো থাকবে।

খেজুরে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, যা অনেক রোগ নিরাময় করে। এটি খেলে ডায়াবেটিস, স্থূলতা, হৃদরোগ নিরাময় হয়। একই সাথে এটি পেটের ক্যানসার এবং আলসারের মতো অবস্থার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করে। কাজের চাপে শরীর দুর্বল লাগলে কয়েকটি খেজুর খেলে এনার্জি পাওয়া যায়।

খেজুরে থাকা পটাশিয়াম ও সোডিয়াম দেহে উচ্চ রক্তচাপ কমায়। খেজুর খারাপ কোলেস্টেরল দূর করে এবং শরীরে ভালো কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায়।

কলেস্টেরলের কারণে অনেকের হার্টের সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে এক গ্লাস দুধের সঙ্গে খেজুর ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে তা পান করুন। হার্টের সমস্যা কমবে।

দুধ ও খেজুর উভয়েই রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়রন। দুধ ও খেজুর একসঙ্গে মিশলে আয়রনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দুধের মধ্যে দুটি খেজুর মেশানো হলে সেটি বেশ স্বাস্থ্যকর হয়।

সকালে খালি পেটে কাঁচা ছোলা খাওয়ার আশ্চর্য উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সকালে খালি পেটে এক মুঠো ভেজানো কাঁচা ছোলা খাওয়া শরীরের জন্য হতে পারে সোনার চাবি। সহজলভ্য ও সুলভ এই খাদ্য উপাদান শুধু শক্তি জোগায় না, শরীরকে রাখে ভেতর থেকে সুস্থ ও সবল।

পুষ্টিবিদদের মতে, ভেজানো কাঁচা ছোলায় রয়েছে প্রচুর প্রোটিন, ফাইবার, আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম, পটাশিয়ামসহ নানা প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান।

নিয়মিত সকালে এক মুঠো ছোলা খাওয়ার মাধ্যমে শরীরে দেখা দিতে পারে একাধিক ইতিবাচক পরিবর্তন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে

ছোলায় ফাইবার ও প্রোটিনের পরিমাণ বেশি এবং ক্যালোরি খুবই কম। এতে দীর্ঘসময় পেট ভরা থাকে, ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে যায়। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের জন্য এটি হতে পারে আদর্শ খাদ্য।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে

ছোলায় থাকা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফাইবার একসঙ্গে কাজ করে রক্তে গ্লুকোজ ধীরে প্রবেশ করায়। এতে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমে।

চুল রাখে সুন্দর ও মজবুত

ভেজানো ছোলায় রয়েছে ভিটামিন এ, বি৬, জিঙ্ক ও ম্যাঙ্গানিজ, যা চুলের গোড়া মজবুত করে, চুল পড়া কমায় এবং চুলের প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা বজায় রাখে।

রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে

ছোলার ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম রক্তচাপ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এটি খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হৃদরোগের ঝুঁকিও হ্রাস পায়। এছাড়া এর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে ভূমিকা রাখে।

হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি করে

আয়রন সমৃদ্ধ ছোলা রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়ায়। অ্যানিমিয়ায় ভোগা ব্যক্তি কিংবা দুর্বলতায় আক্রান্তদের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদেরও খাদ্যতালিকায় রাখা যেতে পারে ভেজানো ছোলা। ভেজানো কাঁচা ছোলা প্রতিদিন সকালে খাওয়ার অভ্যাস শরীরের সার্বিক সুস্থতায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে।

রক্তচাপ বাড়ে দৈনন্দিন যেসব খাদ্যাভ্যাসে

পরিচয় ডেস্ক: উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের প্রধান ঝুঁকির কারণ। মানসিক চাপ, বংশগত কারণ উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ালেও আমাদের খাদ্যাভাস রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রতিদিন আমরা যেসব খাবার খাই তার মধ্যে অনেক খাবারই রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। যেমন-

চিনিযুক্ত পানীয়

কোমল পানীয় ও কৃত্রিম ফলের রসে চিনি থাকে। এসব মিষ্টিযুক্ত খাবার ওজন বাড়ায়। এতে সেই সঙ্গে রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায়। এতে রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে। অতিরিক্ত ফ্রুক্টোজ গ্রহণে হৃদরোগেরও ঝুকি বাড়ে। চিনিযুক্ত পানীয়ের পরিবর্তে ভেষজ চা, পানি এবং প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া মিষ্টি পানীয় পান করুন।

কফি

কফিতে থাকা ক্যাফেইন হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালী উদ্দীপিত করে অস্থায়ীভাবে রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। যদিও অল্প পরিমাণে কফি খাওয়া নিরাপদ। তবে অতিরিক্ত কফি গ্রহণ রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। দিনে ১ বা ২ কাপের বেশি কফি না খাইয়াই ভালো।

ইনস্ট্যান্ট নুডলস

ইনস্ট্যান্ট নুডলসের মতো খাবারে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। বেশি পরিমাণে বা নিয়মিত এ ধরনের খাবার খেলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে।

প্রক্রিয়াজাত মাংস

প্রক্রিয়াজাত মাংস সংরক্ষণ করতে সাধারণত অতিরিক্ত লবণ বা অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এসব সংরক্ষণকারী উপাদান রক্তনালির উপর প্রভাব ফেলে, যার ফলে রক্তচাপের ঝুঁকি বাড়ে। তাই যতটা সম্ভব প্রক্রিয়াজাত মাংস এড়িয়ে চলুন।

মানসিক চাপে কি ডায়াবেটিস বাড়তে পারে

পরিচয় ডেস্ক: বেশি খেলে ডায়াবেটিস বেড়ে যায়, মিষ্টি খেলেও বেড়ে যায় এগুলো সবারই জানা। কিন্তু আপনি কি জানেন যে, মন খারাপ হলেও আপনার রক্তে শর্করার ওপর প্রভাব পড়ে?
আমরা সাধারণত ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাবার বা শারীরিক পরিশ্রমকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। কিন্তু মানসিক চাপ বা স্ট্রেসও রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করে। তাই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ শুধু মনের ক্ষতি করে না, ডায়াবেটিস রোগীর শরীরেও এটি বড় ধরনের বিপর্যয় আনতে পারে। তবে প্রশ্ন থাকতে পারে- কেন?
মানসিক চাপ কীভাবে রক্তে শর্করা বাড়িয়ে দেয়
যখন আমরা মানসিক চাপে থাকি, তখন শরীরে কর্টিসল বা স্ট্রেস হরমোন ও অ্যাড্রেনালিন নামের দুইটি হরমোন বেড়ে যায়। এগুলো শরীরকে 'ফাইট অর ফ্লাইট' প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত করে রাখে। অর্থাৎ, বিপদের মুখে দ্রুত শক্তি পেতে শরীর লিভার থেকে অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্তে ছেড়ে দেয়। যদি এই চাপ স্বল্পমেয়াদি হয়, তাহলে শরীর দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।
কিন্তু দীর্ঘ সময় মানসিক চাপ থাকলে কর্টিসলের মাত্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে বাড়ে, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এতে ইনসুলিনের কার্যকারিতাও কমে যায়, যা 'ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স' নামে পরিচিত।
বিজ্ঞান যা বলে
১. আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনএর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, মানসিক চাপ ডায়াবেটিসের 'সাইলেন্ট ট্রিগার' হিসেবে কাজ করে
২.অন্যদিকে, ২০২২ সালে জার্নাল অব সাইকোসোমাটিক রিসার্চএ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ, কাজের চাপ ও ঘুমের অভাব থাকা মানুষের মধ্যে টাইপ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় ৪৫ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়।
৩. আরও একটি গবেষণা, বিএমসি এন্ডোক্রাইন ডিসঅর্ডার্স জার্নাল (২০২১)এর তথ্যমতে, যারা নিয়মিত মানসিক চাপে থাকেন, তাদের ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বা ইনসুলিন গ্রহণক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।
তাই মানসিক চাপ সামলাতে পারলে আপনার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়ে যায়। কারণ, স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করা মানে শুধু মানসিক শান্তি নয় - এটা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সপ্তাহে কত দিন হাঁটা শরীরের জন্য সবচেয়ে ভালো

পরিচয় ডেস্ক: সকালের বাতাসে বা পড়ন্ত বিকেলে কিছুক্ষণ হেঁটে নেওয়া মন ভালো করার পাশাপাশি শরীরের নানান উপকারে আসে। যারা ওজন কমাতে চান, তাদের প্রথম শরীরচর্চা হিসেবে চিকিৎসকরা তাই হাঁটতে পরামর্শ দেন।
নিয়মিত হাঁটা হৃদযন্ত্র থেকে শুরু করে মানসিক স্বাস্থ্য ড় সব কিছুর জন্যই এক ধরনের প্রাকৃতিক ওষুধ। তবে অনেকের প্রশ্ন, প্রতিদিনই কি হাঁটতে হবে? সপ্তাহে ঠিক কতদিন হাঁটলে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়? চলুন জেনে নেওয়া যা কীভাবে হাঁটার পরিকল্পনা করলে এর সর্বোচ্চ উপকার উপভোগ করতে পারবেন-
১. পাঁচ দিনের নিয়ম : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন সুপারিশ করেছে, প্রতি সপ্তাহে অন্তত ১৫০ মিনিট মাঝারি মানের শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে। অর্থাৎ সপ্তাহে পাঁচ দিন, প্রতিদিন আধা ঘণ্টা দ্রুত হাঁটা। এ নিয়ম মেনে চললে হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমে আসে, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে থাকে, শরীর থাকে হালকা আর মন থাকে প্রফুল্ল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হাঁটা হলো এক ধরনের 'প্রিভেন্টিভ মেডিসিন', যা নানা রোগকে দূরে রাখে।
২. একদুই দিনও ফল দেয় : এমন নয় যে, সপ্তাহে পাঁচ দিন হাঁটতে না পারলে আর কোনো লাভ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ক্যানসার ইনস্টিটিউট, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং এবং জাপানের কিয়োটো ইউনিভার্সিটির ২০২৩ সালের গবেষণায় দেখা গেছে, সপ্তাহে মাত্র একদুই দিন যদি প্রায় আট হাজার পদক্ষেপ হাঁটা যায়, তবুও হৃদরোগের সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে। যারা ব্যস্ত জীবনে প্রতিদিন সময় বের করতে পারেন না, তারাও সপ্তাহান্তে দীর্ঘ সময় হাঁটলে শরীর উপকার পায়।

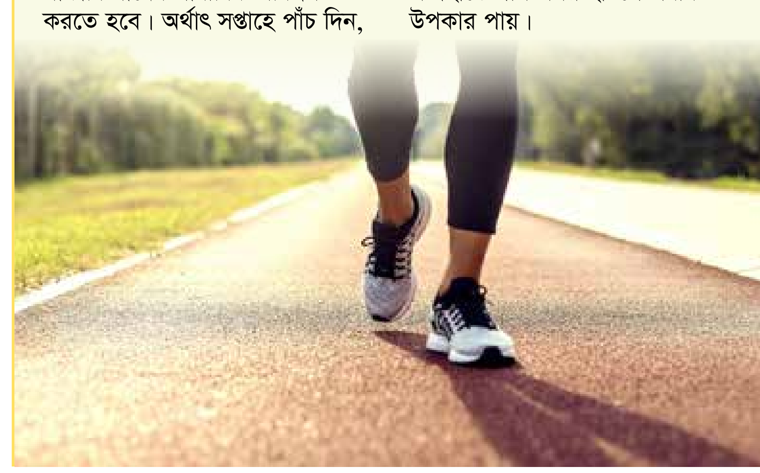

ডায়াবেটিস রোগী দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে কী হয়

পরিচয় ডেস্ক: ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ, যেখানে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। এজন্য অনেকেই ডায়েটে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। কেউ কেউ ওজন কমানোর জন্য দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকার অভ্যাস করেন। তবে প্রশ্ন হলো - ডায়াবেটিস রোগীর ক্ষেত্রে লম্বা সময় না খেয়ে থাকা কি নিরাপদ?
দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে যা হয়
ডায়াবেটিস রোগী দীর্ঘ সময় না খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করতে পারে। এতে হাইপোগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়া) বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া (রক্তে শর্করা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া) হতে পারে।
আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশন বলছে, দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে শরীরে ইনসুলিন ও ওষুধের প্রভাবের কারণে গুরুতর শর্করা-সংকট তৈরি হতে পারে, যা প্রাণহানির ঝুঁকিও বাড়ায়।
তবে ২০১৯ সালে জার্নাল অব ক্লিনিকাল এন্ডোক্রাইনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম-এর একটি গবেষণা বলছে, লম্বা সময় না খেয়ে থাকলে ডায়াবেটিস রোগীর রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়েও যেতে পারে। বিষয়টা একটু জটিল মনে হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা আছে-
>> যখন দীর্ঘ সময় খাওয়া হয় না, শরীর তখন স্ট্রেস হরমোন (যেমন কর্টিসল ও গ্লুকাগন) নিঃসরণ করে। এগুলো লিভারকে সংকেত দেয় জমে থাকা গ্লুকোজ (গ্লাইকোজেন) ভেঙে রক্তে ছাড়তে। এর ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন সঠিকভাবে কাজ না করায় শরীর সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজ ব্যবহার করতে পারে না। এতে রক্তে শর্করা আরও বেশি বেড়ে যায়।
>> আমেরিকান ডায়াবেটিস অ্যাসোসিয়েশনে এর তথ্যমতে, অনেক রোগীর ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় না খাওয়ার ফলে শর্করা কখনো হঠাৎ কমে যায় (হাইপোগ্লাইসেমিয়া), আবার কারও ক্ষেত্রে উল্টো বেড়ে যায় (হাইপারগ্লাইসেমিয়া)।
ছোট ছোট অংশে খাওয়ার পরামর্শ
এসব কারণে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূল উপায় হলো সঠিক সময়ে সুষম খাবার খাওয়া। বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, দিনে তিনবেলার বড় খাবারের পরিবর্তে ৪-৬ বার অল্প অল্প করে খেলে রক্তে শর্করা স্থিতিশীল থাকে।

রান্নাবান্না

লেমন চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই ডায়েটে মুরগির মাংস খেয়ে থাকেন। ওজন কমানোর এই জার্নিতে মুরগির মাংস বেশ ভালো কাজ করে। তবে বেশি তেল-মসলা দিয়ে রান্না করা মুরগির মাংস অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠতে পারে। তাই ডায়েটে মুরগির মাংস রাখতে চাইলে অল্প মসলায় রান্না করা মাংস খেতে পারেন। তবে প্রতিদিন যদি চিকেন স্টু, গ্রিলড চিকেন খেতে ভালো না লাগে, তাহলে লেমন চিকেন খেতে পারেন। আপনার ডায়েটের স্বাদে আসবে ভিন্নতা।

উপকরণ: ১. মুরগির মাংস আধা কেজি, ২. টক দই ১ কাপ, ৩. আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
৪. লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, ৫. গোলমরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ৬. ধনিয়াপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, ৭. মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, ৮. মাখন ১ টেবিল চামচ ৯. লবণ স্বাদমতো

প্রস্তুত প্রণালি: মুরগির টুকরা ভালো করে ধুয়ে নিন। এবার মাংসে দই, লবণ, গোলমরিচের গুঁড়া, লেবুর রস, মরিচ গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে ২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর চুলায় প্যান বসিয়ে মাখন গরম করে আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিন। ভাজা হলে ম্যারিনেট করা মুরগির মাংস দিয়ে কষিয়ে নিন। কষানো হলে অল্প পানি দিয়ে মাংস ঢেকে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে উপর থেকে ধনিয়াপাতা কুচি ছড়িয়ে ২ মিনিট রেখে দিন। এবার নামিয়ে গরম গরম লেমন চিকেন পরিবেশন করুন।

লাউ দিয়ে মুরগির ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সবজি হিসেবে পরিচিত হলেও সারা বছরই এখন লাউ পাওয়া যায়। গরমে লাউ পেট ঠান্ডা রাখে। লাউ দিয়ে মুরগির ঝোল রান্না করতে পারেন। খুব সহজে কম উপকরণে এটি রান্না করা যায়। গরম ভাতের সঙ্গে যে কেউ খেতে পছন্দ করবে।

উপকরণ: ১. মুরগির মাংস আধা কেজি, ২. লাউ মাঝারি আকারের ১ট, ৩. পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, ৪., রসুনবাটা ১ চা চামচ, ৫. আদাবাটা ১ চা চামচ, ৬. জিরাবাটা আধা চা চামচ, ৭. হলুদ ও মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ করে, ৮. গরম মসলা গুঁড়া ১ চা চামচ, ৯. এলাচ ৩-৪টি, ১০. দারুচিনি ২ টুকরা, ১১. তেজপাতা ২ টি, ১২. কাঁচামরিচ ৩-৪টি, ১৩. গরম পানি ২ কাপ, ১৪. লবণ স্বাদমতো, ১৫. তেল প্রয়োজনমতো

প্রস্তুত প্রণালি: প্রথমেই লাউ কিউব করে কেটে নিন। এরপর মাংস কেটে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। চুলায় কড়াই বসিয়ে তেল দিন। হালকা গরম হলে তাতে এলাচ ও দারুচিনি, পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ একটু বাদামি হলে আদা-রসুন বাটা, তেজপাতা, হলুদ মরিচ, জিরা বাটা, গরম মসলা গুঁড়া এবং সামান্য পানি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।

মসলা কষানো হলে গেলে তাতে মুরগির মাংসের টুকরা দিয়ে দিন। নেড়েচেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। ২০ মিনিট লো মিডিয়াম আঁচে সেদ্ধ করুন। এবার লাউ দিন। একটু নাড়াচাড়া করে ২ কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল মাখা মাখা হলে কাঁচামরিচ দিয়ে নামিয়ে নিন। এবার গরম ভাত কিংবা রুটি, পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

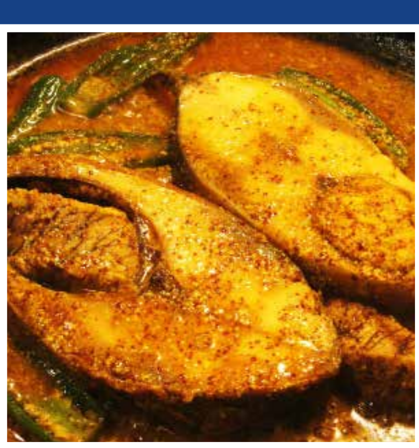

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

আনারস দিয়ে ইলিশ

পরিচয় ডেস্ক: ছোট বড় সবাই ইলিশ মাছ পছন্দ করে। বাঙালির এ সময় পাতে ইলিশ থাকে নানান রেসিপিতে। নানা রকম সবজি দিয়ে ইলিশ রান্না করলে ভালো লাগে। শুধু সবজিই নয়, ফলের সঙ্গে ইলিশ রান্না করা যায়। একটু ভিন্নভাবে রান্না করতে চাইলে আনারসের সঙ্গে ইলিশ রান্না করতে পারেন। দুটোর জুটি হবে অসাধারণ। খেতেও লাগবে দারুণ।

উপকরণ: ১. ইলিশ মাছ ৬ টুকরা, ২. আনারস কুচি ১ কাপ, ৩. পেঁয়াজ বাটা ২ টেবিল চামচ, ৪. রসুন বাটা ১ চা চামচ, ৫. হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, ৬. লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা চামচ (পরিমাণমতো কমানো/বাড়ানো যাবে), ৭. সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, ৮. পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, ৯. লবণ পরিমাণমতো, ১০. লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, ১১. চিনি ১ চা চামচ, ১২. ধনিয়া পাতা কুচি সামান্য

প্রস্তুত প্রণালি : মাছ ধুয়ে পানি ঝরিয়ে সামান্য হলুদ, লবণ মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিন। চাইলে মাছে লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নিতে পারেন। একটি কড়াইয়ে তেল গরম হলে পেঁয়াজ নরম করে ভেজে নিন। এবার বাকি সব মসলা কষিয়ে আনারস দিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে পানি দিন। ফুটে উঠলে মাছ দিয়ে ঢেকে অল্প আঁচে রান্না করুন। আনারস বেশি টক হলে সামান্য চিনি দিন। ঝোল ঘন হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ও ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নামিয়ে নিন। এরপর ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সবজি ডাল

পরিচয় ডেস্ক: পুষ্টি ও স্বাদের দিক থেকে ডাল এবং সবজির জুড়ি মেলা ভার। যদি এই দুই উপাদান একসঙ্গে রান্না করা হয়, তবে তা হয়ে ওঠে স্বাস্থ্যকর ও মজাদার। দুপুরের ভাতের সঙ্গে সবজি ডাল দিলে একদম ঘরোয়া অথচ পরিপূর্ণ এক আয়োজন হবে নিঃসন্দেহে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এমনই এক সহজ ও উপকারী সবজি ডাল রান্নার পদ্ধতি।

উপকরণ: ১. মুগ ডাল ১ কাপ, ২. পছন্দমতো সবজি (যেমন: আলু, বেগুন, মিষ্টি কুমড়া) পরিমাণমতো ৩. পেঁয়াজ কুচি ১ কাপ, ৪. পেঁয়াজ বাটা ১ চা চামচ, ৫. রসুন বাটা ১ চা চামচ, ৬. আদা বাটা ১ চা চামচ ৭. গুঁড়া মসলা (হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, জিরা) মোট ১.৫ চা চামচ, ৮. স্বাদমতো লবণ, ৯. কয়েকটি কাঁচা মরিচ, ১০. তেল ২ টেবিল চামচ, ১১. পেঁয়াজ বেরেস্তা পরিমাণমতো

প্রস্তুত প্রণালী : প্রথমে মুগ ডাল মাঝারি আঁচে হালকা বাদামি হওয়া পর্যন্ত শুকনো ভেজে তুলে রাখুন। এতে ডালের স্বাদ ওগন্ধ বাড়বে। এবার একটি হাঁড়িতে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি দিন। পেঁয়াজ হালকা লালচে হলে তাতে পেঁয়াজ, আদা ও রসুন বাটা যোগ করুন। এরপর গুঁড়া মসলা ও স্বাদমতো লবণ দিয়ে ভালোভাবে কষান যতক্ষণ না মসলা থেকে তেল ছাড়ে।

এবার এতে আপনার পছন্দমতো কাটা সবজি ও ভাজা মুগ ডাল দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে দিন। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিন যেন সব উপকরণে মসলা ভালোভাবে মিশে যায়। সবশেষে ২ কাপ গরম পানি ও কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে দিন। কম আঁচে ২০ মিনিটের মতো সেদ্ধ হতে দিন। ডাল ও সবজি সেদ্ধ হয়ে ঝোল ঘন হয়ে এলে নামানোর আগে ওপর থেকে অল্প বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন।

পরিবেশন পরামর্শ : গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন সুগন্ধি এই সবজি ডাল। চাইলে সঙ্গে রাখতে পারেন লেবু ও ভাজা শুকনা মরিচ।

সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স

১০ পৃষ্ঠার পর

সরকার আসার পর যদি আবার ডলার সংকট তৈরি হয়, তাতে আর্থিক খাতের জন্য ভালো হবে না বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের নির্বাহী পরিচালন ফাহমিদা খাতুন বলেন, “এক বছরে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেশ ভালো। এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকাই সামনে মূল চ্যালেঞ্জ হিসাবে আমি মনে করি”

তিনি আরও বলেন, “আগের সরকারের ক্ষেত্রে অনেক রকম ব্যত্যয় দেখা গেছে। তবে এখন ভালো চর্চা শুরু হয়েছে। তবে আশঙ্কা থাকে যে ভালো চর্চাগুলো সামনে নির্বাচিত সরকার চলমান করবে কি না। সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা চলমান রাখাই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য একটা অবজেকটিভ (উদ্দেশ্য) হওয়া উচিত”

মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ মাহবুবুর রহমান বলেন, “ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্সের দর আগের চেয়ে অনেক বেশি। তাই খোলাবাজার ও ব্যাংকিং চ্যানলের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। তাছাড়া আগে এলসি (ঋণপত্র) খোলা হলে হুন্ডির মাধ্যেম বিল পরিশোধ করা হত। সেই চর্চা এখন নেই। তাই ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বাড়ছে”

এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. তৌহিদুল আলম খান বলেন, “নতুন অন্তর্বতীকালীন সরকার গঠনের পর প্রবাসী কর্মীরা বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠাতে আরও বেশি আস্থাশীল হয়েছেন। কর্মী প্রেরণকারী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স পাঠানোর প্রণোদনাও বহাল রাখা হয়েছে।

“এছাড়া কঠোর নজরদারির কারণে অবৈধ হুন্ডি লেনদেন কমে এসেছে। অন্যদিকে ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো দ্রুত ও সুবিধাজনক সেবার পাশাপাশি ভালো বিনিময় হার দেওয়ায় কর্মীরা বৈধ পথে টাকা পাঠাতে উৎসাহিত হচ্ছেন”

তিনি আরও বলেন, “বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সচেতনতামূলক প্রচারণা বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোকে আরও উৎসাহিত করেছে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আস্থা বাড়িয়েছে এবং ডিজিটাল ব্যাংকিং টাকা পাঠানোকে আরও নিরাপদ ও সহজ করেছে”

বাংলাদেশ থেকে পোশাক আমদানির

১০ পৃষ্ঠার পর

দশমিক ৩৬ শতাংশ, আর ভিয়েতনাম ও ভারতের রপ্তানি বেড়েছে যথাক্রমে ৩২ দশমিক ৯৬ ও ৩৪ দশমিক ১৩ শতাংশ। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে ১৯ দশমিক ৮২ শতাংশ, আর কম্বোডিয়ার রপ্তানি বেড়েছে ১০ দশমিক ৭৮ শতাংশ। “টেক্সার তথ্য আরও জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির ইউনিট মূল্য সামগ্রিকভাবে ১ দশমিক ৭১ শতাংশ কমেছে। চীন ও ভারতের ইউনিট মূল্য যথাক্রমে ৩৩ দশমিক ৮০ এবং ৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ কমলেও, বাংলাদেশের ইউনিট মূল্য বেড়েছে ৭ দশমিক ৩০ শতাংশ।

এছাড়া ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার ইউনিট মূল্য বেড়েছে যথাক্রমে ৬ দশমিক ৬৪ এবং ৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ, আর কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি ৩৮ দশমিক ৩১ শতাংশ।

শিল্পসংশ্লিষ্টরা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ এখন এমন একটি ইউনিট মূল্য ধরে রাখতে পেরেছে, যা বৈশ্বিক গড় মূল্যের কাছাকাছি। এটি বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত বহন করে।

বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহে ১৪.৩

১০ পৃষ্ঠার পর

ছয় দিনেই প্রবাসীরা পাঠিয়েছেন ৫৫২ মিলিয়ন ডলার। ধারাবাহিক এই প্রবৃদ্ধি রেমিট্যান্স খাতে স্থিতিশীলতা ও প্রবাসী আয়ের ইতিবাচক প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান, বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ দেওয়ার উদ্যোগ এবং প্রণোদনা সুবিধা বৃদ্ধির ফলে এ প্রবৃদ্ধি এসেছে।

কেন জরুরি প্রশ্ন করার অধিকার?

১৮ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধবিমান কেনার সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে বিতর্কের জন্ম দেয়। যখন দেশের শিক্ষায় যথেষ্ট বাজেট নেই, স্বাস্থ্যখাত নড়বড়ে, মানুষ ফুটপাতে ঘুমায়, এবং কর্মসংস্থান খাত ধুঁকছেড় তখন এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সামরিক প্রদর্শনে ব্যয় করার যৌক্তিকতা কী? এই যুদ্ধবিমান দিয়ে বাংলাদেশ কার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? আঞ্চলিক সামরিক পরাশক্তি, যেমন ভারতের সামরিক সক্ষমতার সঙ্গে কি এই পদক্ষেপ তুলনীয়?

ভারত সামরিক শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বের চতুর্থ স্থানে। তাদের সঙ্গে সামরিক প্রতিযোগিতার কোনো বাস্তব ভিত্তি বাংলাদেশের নেই। তাহলে কেন এই সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়? এটি কি নিছকই জাতীয় ফুটানি বা রাজনৈতিক প্রেস্টিজ রক্ষার একটি চেষ্টা?

অন্যদিকে, যখন মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন, যেমন আরকান আর্মি বা আরসা, বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবহার করে নিজেদের যুদ্ধ চালাচ্ছে, আমাদের ভূমি ব্যবহার করে চিকিৎসা কেন্দ্র বানাচ্ছেড়তখন এই আকাশ থেকে আক্রমণকারী যুদ্ধবিমানের ভূমিকা কোথায়? সবার আগে প্রয়োজন ছিল সীমান্ত সুরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, যেখানে সরকার প্রায়শই নীরব। এই পরিস্থিতিতে ‘গরিবের টাকায় ফুটানি’ দেখানোর এই প্রবণতা কি গুরুতর অন্যায় নয়?

যখনই সরকার বা ক্ষমতাশীলদের এই প্রশ্নগুলো করা হয়, তখনই একটি সুপরিচিত কৌশল ব্যবহার করা হয়: ‘হোয়াটএবাউটজম’ (ডযধঃধনড়ঁঃরংস) বা ‘আগের সরকার কী করেছিল?’ এর মাধ্যমে প্রশ্নকর্তার মনোযোগ বর্তমান সমস্যা থেকে অতীতের লুটপাট বা ব্যর্থতার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষমতাশীলরা সোজা উত্তর দেন না। তাঁরা বরং প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তাঁরা যা করছেন সেটাই অনেক; তাঁরা যেন দেশবাসীর উপর দয়া করছেন। যুক্তি সাজাতে গেলে তাঁরা আগের সরকারের সঙ্গে তুলনা টানেন এবং বলেন, “আগে ওদের জিজ্ঞেস করে এসো, তখন দেশে অবাধ লুটপাট কেন হয়েছিল?”

কিন্তু এই কৌশল গণতন্ত্রে অচল। প্রশ্ন করতে হবে তাঁকেই, যিনি বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন। এই মুহূর্তে দেশের প্রজাতন্ত্রের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অন্তর্বর্তী সরকারের হাতে। প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মূল ফারাক এখানেই। প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ককে সাধারণ মানুষ নির্বাচিত করে। গণতন্ত্রে আমজনতাই শেষ কথা। তারাই শাসক, তারাই পরিচালক। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী, আমাদের রাষ্ট্র হল একটি ‘ডেমোক্র্যাটিক-রিপাবলিক’ বা সাধারণতান্ত্রিক গণতন্ত্র। অর্থাৎ, জনতা যেমন রাষ্ট্রনায়ক বাছবে, তেমনি তাঁর থেকে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকারও জনতাকেই দিয়েছে সংবিধান। প্রজাতন্ত্রের কোনও সরকার কোনও একনায়কের তল্পিবাহক নয়; তাঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি ও সেবক।

অতএব, যখন জনগণ আওয়ামী লীগের ওপর বিরক্ত হয়েই পরিবর্তন চেয়েছিল, তখন নতুন সরকারের কাছে প্রত্যাশা ছিল ভিন্ন। জনগণের সমর্থন মানে অতীতের ব্যর্থতার অজুহাত দেখিয়ে চোখ উল্টে থাকা নয়। যদি লুটপাট বন্ধ করতে না পারার জন্য অতীতের সরকার দায়ী হয়, তাহলে বর্তমান সরকারেরও হাত গুটিয়ে বসে থাকার কোনো অধিকার নেই। প্রশ্ন তো বর্তমান সরকারকেই করতে হবে, কারণ ক্ষমতায় তাঁরাই আছেন।

অথচ, এতকিছুর পরেও যখন প্রশ্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে আন্তর্জাতিক সূচকে আমাদের দেশকে নিচের দিকে থাকতে হয়। বাক্স্বাধীনতায় কেন আমাদের স্থান পেছনের সারিতে? এর উত্তর কি আমরা সরকারের কাছে চাইতে পারব না?

আইনের ফাঁক বা রাজরোষ হয়তো কিছুদিনের জন্য আমজনতাকে থামিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গতি প্রমাণ করেড়এই নীরবতা স্থায়ী হয় না। আজ না হয় কাল, মানুষ প্রশ্ন করবেই। সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে, তা প্রয়োগ না করাটাই বরং অসাংবিধানিক।

বিদুর হওয়ার জন্য যোদ্ধা হওয়ার প্রয়োজন নেই। দরকার শুধু সাহস বা ‘বুকের খাঁচাটুকু’। অন্যায়কে সমর্থন না করে যা সঠিক, তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য। সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখানোর চেয়ে সত্যের প্রতি আনুগত্য দেখানো অধিক জরুরি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের প্রথম কর্তব্য হলো প্রশ্ন করা। প্রশ্নই হল জবাবদিহিতার ভিত্তি, আর জবাবদিহিতাই সুশাসনের চাবিকাঠি। যেদিন দেশের প্রতিটি নাগরিক ভয়কে জয় করে বিদুরের মতো প্রশ্ন করতে শিখবে, সেদিনই প্রকৃত অর্থে দেশে সুশাসন ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে। প্রশ্ন করার এই সংস্কৃতিই আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের একমাত্র সুরক্ষা কবচ।

উপদেষ্টারা কীভাবে ‘আখের

১৬ পৃষ্ঠার পর

এলাকাবাসী তেমনটাই ধারণা করছেন। এর ফলে এই বরাদ্দের সঙ্গে তাঁদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট। উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদের ক্ষেত্রে এটা শুধু ‘আখের গোছানো’, নাকি একই সঙ্গে তা ‘কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট’ (স্বার্থের সংঘাত)ড়এই প্রশ্নও তুলেছেন কেউ কেউ।

‘আখের গোছানোর’ আরেকটি উদাহরণ হতে পারে, সম্প্রতি দুটি বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশনের (টিভি) লাইসেন্স পাওয়ার ঘটনাটি। অন্তর্বতী সরকারের দেওয়া নতুন দুটি টিভির একটির অনুমোদন পেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মো. আরিফুর রহমান (তুহিন)। আরেকটি টিভির লাইসেন্স পেয়েছেন আরিফুর রহমান; তিনি এনসিপির পূর্বতন সংগঠন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য ছিলেন।

টিভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা ও চালানোর মতো আর্থিক সক্ষমতা আরিফুর রহমান (তুহিন) ও আরিফুর রহমানের আছে কি না, সে প্রশ্ন রয়েছে। কী বিবেচনায় তাঁদের লাইসেন্স দেওয়া হলো, সে বিষয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে প্রশ্ন পাঠানো হয়েছিল। তবে উত্তর পাওয়া যায়নি। (‘পুরোনো প্রক্রিয়ায় নতুন দুটি টিভি চ্যানেলের লাইসেন্স’, প্রথম আলো, ৭ অক্টোবর ২০২৫)

ওই দুই ব্যক্তির নতুন দুটি টেলিভিশন চ্যানেলের লাইসেন্স পাওয়ার ঘটনা নিয়ে গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, ‘এটার মধ্য দিয়ে এ সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে অস্বচ্ছতা ও পক্ষপাতমূলক মনোভাব রয়েছে, সেগুলো বোধ হয় প্রকাশ পেয়েছে। ...এই সরকারের সময় আমরা দেখেছ পুরোনো স্টাইলে ভাগ-বাঁটোয়ারা, নিয়ন্ত্রণ, লোকজন বসানো ও প্রতিষ্ঠান দখলড়এগুলো চলছে।’ (‘এনসিপি নেতাদের টিভি মালিকানা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য নুরের’, কালের কণ্ঠ অনলাইন, ৮ অক্টোবর ২০২৫)

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে অনেক উপদেষ্টার ‘আগের গোছানো’ নিয়ে কথা বললেও সাম্প্রতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেই তালিকায় তাঁর সাবেক সহকর্মী (আসিফ মাহমুদ) এবং তাঁর দলের নেতার নামও এসেছে। এদের ‘আখের গোছানোর’ দায় কি তিনি এড়াতে পারেন?

৪.

উপদেষ্টাদের সম্পর্কে নাহিদ ইসলামের আরেকটি ‘অভিযোগ’ ছিল, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সমঝোতা করে তাঁরা নির্বাচনের পর নিজেদের ‘সেফ এক্সিটের’ কথা ভাবছেন। বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে অভিযোগটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সেই কারণে এটা নিয়ে আলোচনাও হচ্ছে বেশি। উপদেষ্টাদের ‘সেফ এক্সিট’ প্রসঙ্গে নাহিদ ইসলামের বক্তব্যকে ‘রাজনৈতিক’ বলে মন্তব্য করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। (‘উপদেষ্টাদের “সেফ এক্সিট” নিয়ে যা বললেন শারমীন এস মুরশিদ’, ৭১ টিভি অনলাইন, ৬ অক্টোবর ২০২৫)

‘রাজনৈতিক’ বলে নাহিদ ইসলামের এ বক্তব্যকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ, নাহিদ ইসলামের ওই বক্তব্যের পর তাঁর দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা সারজিস আলম উপদেষ্টাদের সম্পর্কে আরও ‘আক্রমণাত্মক’ মন্তব্য করেন। এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম উপদেষ্টাদের সম্পর্কে বলেন, ‘...আমরা মনে করি দেশের মানুষের সামনে তাঁরা মুখ দেখাতে পারবেন না। কোথায় সেফ এক্সিট নেবেন, পৃথিবীতে সেফ এক্সিট নামের একটাই জায়গা, সেটা হচ্ছে মৃত্যু। এ ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই। আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তে যান, সেখানে বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ধরবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, সামনাসামনি হোক।’ (‘মৃত্যু ছাড়া কোনো সেফ এক্সিট নেই: সারজিস আলম’, প্রথম আলো অনলাইন, ৮ অক্টোবর ২০২৫)

নাহিদ ইসলাম ও সারজিস আলমের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, এনসিপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে তত বেশি অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। এ কারণেই কি উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করছেন? উপদেষ্টারা কি এনসিপির নেতাদের বিশেষ কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? বর্তমান বাস্তবতায় অন্তর্বতী সরকারের পক্ষে কি সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না?

৫.

উপদেষ্টাদের মধ্যে কারা ‘নিজেদের আখের গুছিয়েছেন’ এবং কারা ‘সেফ এক্সিটের’ কথা ভাবছেন, নাহিদ ইসলাম সেটা স্পষ্ট করেননি। এর ফলে বিষয়টি নিয়ে ধোঁয়াশা বা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ তৈরি হওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তর্বতী সরকারের উপদেষ্টাদের মধ্যে কারা ‘সেফ এক্সিট’ নিতে চান, সেটা নাহিদ ইসলামকে পরিষ্কার করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। (‘নাহিদকে পরিষ্কার করতে হবে, কারা সেফ এক্সিট চায়: রিজওয়ানা হাসান’, যুগান্তর অনলাইন, ৮ অক্টোবর ২০২৫)

নাহিদ ইসলাম কি ‘নিজেদের আখের গোছানো’ এবং ‘সেফ এক্সিট’ নিতে চাওয়া উপদেষ্টাদের নাম প্রকাশ করবেন? লক্ষণীয় হলো, এটা এখন শুধু নাহিদ ইসলাম-সারজিস আলম অর্থাৎ এনসিপির আর উপদেষ্টাদের মধ্যকার ‘দ্বিপক্ষীয়’ কোনো বিষয় নয়; দেশের রাজনীতিসচেতন মানুষেরাও এতে ইনভলভ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা আসল ঘটনাটা জানতে চান। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির স্বার্থে ‘নিজেদের আখের গোছানো’ এবং ‘সেফ এক্সিট’ নিতে চাওয়া সবার নাম দ্রুতই প্রকাশ করা হবেড়এটাই আমাদের প্রত্যাশা। মনজুরুল ইসলাম প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি

১০ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, সামগ্রিক তথ্য অনুযায়ী পুরো অর্থবছরের (২০২৪২৫) প্রবৃদ্ধির হার সাম্প্রতিক বছরগুলোর তুলনায় কম হবে বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে। তিনি বলেন, “বার্ষিক প্রবৃদ্ধির প্রাথমিক অনুমান ছিল ৩.৯৭ শতাংশ, কিন্তু সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সেটিতে পৌঁছানো এখন আর সম্ভব বলে মনে হয় না।চ তিনি আরও যোগ করেন, “এটি হবে কোভিড-পরবর্তী সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি, যদিও ২০২০ সালের মহামারি বছরের তুলনায় সামান্য ভালো।চ ড. জাহিদ হোসেন অর্থবছর ২০২৪২৫-কে অর্থনীতির জন্য “বিপর্যয়কর বছরচ হিসেবে বর্ণনা করেন।

তার ভাষায়, “রাজনৈতিক অস্থিরতা, সহিংসতা, আন্দোলন ও অনিশ্চয়তা সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে আঘাত হেনেছে। যেমনভাবে কোভিড স্বাস্থ্যের ঝুঁকি ও চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি এ বছর রাজপথের সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা ব্যবসা, বাণিজ্য, পরিবহন ও সেবাখাতকে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে।চ

তিনি জানান, ধারাবাহিক রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে পরিবহন, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

“শিল্পখাতের দুর্বলতা মূলত রপ্তানিমুখী শিল্পে মন্দার কারণেই দেখা গেছে। অন্যদিকে কৃষিখাত তুলনামূলকভাবে ভালো করেছে, বিশেষ করে বোরো মৌসুমের ভালো ফলনে কৃষিতে ৩.০১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে,চ বলেন তিনি।

ড. জাহিদ আরও বলেন, “সামগ্রিকভাবে, এ বছরের মন্থর জিডিপি প্রবৃদ্ধি রাজনৈতিক অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিঘ্নের সম্মিলিত প্রভাবের প্রতিফলন।চ

অনুদানে ট্রাম্পের কোপ,

৬ পৃষ্ঠার পর

চাকরি থেকে ছাঁটাই হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। যদিও মে মাসে জারি করা ওই নির্দেশিকার আমেরিকার অনুদান কমানোকে ‘কর্মী ছাঁটাইয়ের কারণ’ বলে চিহ্নিত করা হয়নি।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের সবচেয়ে বড় আর্থিক মদতদাতা আমেরিকা। এ ক্ষেত্রে মোট বাজেটের ২৬ শতাংশ ওয়াশিংটন বহন করে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে চিন। চলতি অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার আগেই আমেরিকার কাছে শান্তিরক্ষা মিশন বাবদ ১৫০ কোটি ডলার বকেয়া ছিল জাতিসংঘের। এখন আরও ১৩০ কোটি ডলার যোগ হওয়ায় মোট বকেয়া দাঁড়িয়েছে ২৮০ কোটি ডলারেরও বেশি। গত অগস্টে ট্রাম্প মার্কিন কংগ্রেসে পাঠানো এক বার্তায় ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের জন্য বরাদ্দ করা প্রায় ৮০ কোটি ডলারের শান্তিরক্ষা তহবিল একতরফা ভাবে বাতিল করার কথা জানিয়েছিলেন। হোয়াইট হাউসের বাজেট অফিস সম্প্রতি ২০২৬ সালের জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অর্থসাহায্য সম্পূর্ণ ভাবে বন্ধ করার প্রস্তাবও দিয়েছে! তাদের যুক্তি, মালি, লেবানন ও গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (ডিআর কঙ্গো) শান্তিরক্ষা মিশন সফল হয়নি।

বাংলাদেশে পিআর ভোট

৩২ পৃষ্ঠার পর

পার্টির সংবিধানে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। পার্টির লিডারশিপ এবং পাওয়ার প্লে, জেন্ডার/মাইনরিটি কোটার কার্যকর প্রয়োগ করতে হবে।

ঙ পিআর পদ্ধতির একটা টেস্ট বা পাইলট প্রজেক্ট ১২টি সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/জেলা পর্যায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে এই পদ্ধতির সুবিধা-আসুবিধাগুলি যাচাই করে নিতে হবে।

বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা

ঙ জার্মানি: জার্মানিতে গরীবফ গবসনবৎ চৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হধষ (গগচ) পদ্ধতিতে ভোট হয়। ভোটার দুটি ভোট দেয়: একটি এলাকার প্রার্থীকে (ঋচঞচ) এবং অন্যটি দলীয় তালিকাকে (চজ) । ঋচঞচ আর চজ মিলিয়ে মোট আসন দলীয় ভোটের অনুপাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়। ফলে প্রতিনিধিত্ব ন্যায্য হয়, ছোট দলও সংসদে আসতে পারে। আবার বড় দলগুলোকেও আসন বাড়তি মেলে না এবং এককভাবে আধিপত্য থাকে না।

ঙ ইসরায়েল: ইসরাইলে চঁৎব চজ (শুদ্ধ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব) অনুযায়ী ভোট হয়। যেমন, পুরো দেশকে একটিমাত্র আসনএলাকা ধরা হয়। দলগুলো জাতীয় ভোট পায়, আর ১%ু৩% ভোট পেলেই সংসদে ঢুকতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দল সংসদে ঢোকে। কোনো দল কখনো এককভাবে সরকার গঠন করতে পারে না।

ঙ নেদারল্যান্ডস ও সুইডেন: ভোটাররা কেবল একটি দলকে ভোট দেয়। দল জাতীয়/আঞ্চলিক তালিকা দেয়, সেই তালিকা অনুযায়ী আসন বণ্টন হয়। ফলে, ছোট দলও সংসদে যায়, তবে ঞযৎবংযড়ষফ (ন্যূনতম ভোটসীমা) থাকায় ভাঙন খুব বেশি হয় না। এখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুব উন্নত, দলগুলো দায়িত্বশীল। তাই বহুদলীয় জোট সরকার হলেও স্থিতিশীল থাকে।

ঙ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটঃ ক) ভারতঃ ভারতে পুরোপুরি ঋচঞচ। এর ফলে বড় দল (ইঔচ বা কংগ্রেস) বিপুল আসন পায়, যদিও জাতীয় ভোট ৩৫ু৪০% এর বেশি হয় না। ছোট দলগুলোর ভোট অপচয় হয়। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের সমস্যা দেখা দেয়। খ) পাকিস্তান : জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে ঋচঞচ, তবে সংরক্ষিত আসনে দলীয় ভোট অনুযায়ী চজ বণ্টন হয় (নারী ও সংখ্যালঘু আসন) । এর ফলে আংশিক অন্তর্ভুক্তি এলেও মূল কাঠামো একচেটিয়া থাকে। গ) শ্রীলঙ্কাঃ ঋচঞচ এবং চজ মিশ্র পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় (প্রতিটি জেলার ভেতরে ভোটের অনুপাতে আসন বণ্টন)। এর ফলে ছোট দল কিছু আসন পায়, তবে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রবল। দক্ষিণ এশিয়ায় চজ নিয়ে আলোচনা থাকলেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি দুর্বল হওয়ায় পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি।

বাংলাদেশে পিআর পদ্ধতির সম্ভাব্য প্রয়োগ এবং সুপারিশ

ঙ বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচন পুরোপুরি FPTP (First Past the Post) পদ্ধতিতে হয়। হঠাৎ পুরো দেশকে চজ (Proportional Representation)–এ নেওয়া রাজনৈতিকভাবে কঠিন, কারণ বড় দলগুলো এতে আপত্তি তুলবে এবং প্রশাসনিক জটিলতাও থাকবে। তাই বাস্তবসম্মত প্রস্তাবনা হলো আংশিক চজ বা গরীবফ ঝুংঃবস চালু করা। যেমন, মোট ৩০০ আসনের মধ্যে হয়তো ২০০ আসন ঋচঞচ-তে থাকবে, আর ১০০ আসন চজ-এ যাবে। এতে বড় দলের আধিপত্য কিছুটা থাকবে, আবার ছোট দল ও নতুন শক্তিও সুযোগ পাবে। তবে এটি হবে ধাপে ধাপে- প্রথমে আংশিক, পরে ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ চজ এর দিকে যাওয়া যেতে পারে। তবে মডেলটির টেকসই কিনা সেটা অবশ্যই যাচাই করতে হবে।

ঙ পি আর পদ্ধতিতে অনেক ছোট দলও সংসদে ঢুকতে পারবে- এতে অন্তর্ভুক্তি (রহপষঁংরড়হ) বাড়বে। কিন্তু যদি খুব বেশি দল আসে, তাহলে সরকার চালানো কঠিন হবে (অস্থিরতা আসবে) ফলে স্থিতিশীলতা (ংঃধনরষরঃু) কমে যাবে। এই ভারসাম্য রাখতে কয়েকটি নিয়ম ব্যবহার করা যায়। যেমন, ক) ন্যূনতম ভোটসীমা- যদি কোনো দল জাতীয়ভাবে কমপক্ষে ৫% ভোট না পায়, তাহলে তারা সংসদে ঢুকতে পারবে না। এতে একেবারে ক্ষুদ্র দল বাদ পড়বে, সংসদে দল কম থাকবে এবং স্থিতিশীলতা থাকবে। খ) চজ আসনে সিট-সাইজ চজ আসন যদি খুব বড় হয় (যেমন ১৫ আসনের তালিকা), তাহলে ছোট দল সহজে ঢুকবে। আর যদি ছোট হয় (যেমন ৩ু৪ আসনের তালিকা), তবে বড় দলের সুবিধা থাকবে। ধরা যাক, ঢাকা বিভাগে ১০টি চজ আসন রাখা হলো। ভোট গণনায় দেখা গেল লাল দল পেয়েছে ৫০% ভোট, সবুজ দল পেয়েছে ৩০% ভোট, নীল দল পেয়েছে ১৫% ভোট এবন সাদা দল পেয়েছে ৫% ভোট। এখন মোট আসন বণ্টন হবে (মোট আসন ১০)ঃ লাল দল ৫০% ভোট = ৫ আসন, সবুজ দল ৩০% ভোট = ৩ আসন, নীল দল ১৫% ভোট = ১.৫ ≈ ২ আসন এবং সাদা দল ৫% ভোট = ০.৫ ≈ আসন পাবে না (যদি ৫% ঃযৎবংযড়ষফ-এর নিচে ধরা হয়, অথবা ৎড়ঁহফরহম নিয়মে বাদ যায়)। এখন তালিকা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচিত হবে। যেমন- লাল দল তাদের জমা দেওয়া তালিকার প্রথম ৫ জনকে সংসদ সদস্য বানাবে। একই ভাবে সবুজ দল তালিকার প্রথম ৩ জনকে এবং নীল দল তাদের তালিকার প্রথম ২ জনকে সংসদ সদস্য বানাবে। বাংলাদেশে বিভাগভিত্তিক ৮ু১০ আসনের তালিকা মাঝামাঝি একটি ভালো সমাধান হতে পারে যেটা অন্তর্ভুক্তি ও স্থিতিশীলতার ভারসাম্য রাখতে পারে। গ) আসন বণ্টন ফরমুলাঃ উ'ঐড়হফঃ ফর্মুলা হতে পারে যেখানে বড় দলকে একটু বাড়তি সুবিধা দিয়ে সংসদে স্থিতিশীলতা বাড়ানো যাবে। ঘ) Sainte-Laguë ফর্মুলাঃ যেখানে ছোট দলকে বেশি সুযোগ দিবে এবং অন্তর্ভুক্তি বেশী হবে। বাংলাদেশে শুরুতে উ'ঐড়হফঃ ব্যবহার করা যেতে, পরে চাইলে ঝধরহঃব-খধমঁল্ট- ফর্মুলাতে যাওয়া যেতে পারে।

ঙ বর্তমানে বাংলাদেশে নারী আসন সংরক্ষিত (৫০ আসন), যা দলীয় আসনের অনুপাতে বণ্টিত হয়। এতে নারীরা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয় না, বরং দলীয় মনোনয়নের মাধ্যমে আসে এটিকে অনেকেই "টোকেন প্রতিনিধিত্ব" বলে মনে করেন। পিআর তালিকা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলকে ন্যূনতম ৩০ু৪০% নারী রাখতে বাধ্য করা যায়। এতে নারীরা সরাসরি ভোটের ভিত্তিতে সংসদে আসতে পারবেন, সংরক্ষণের প্রয়োজন কমবে। এর ফলে নারীর নেতৃত্ব ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ও মূলধারায় পরিণত হবে। রাজনীতিতে প্রকৃত নারীর ক্ষমতায়ন দৃশ্যমান হবে।

ঙ কোনো নির্বাচনি ব্যবস্থা একা সফল হয় নাড়রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিপক্ক না হলে চজ ব্যর্থ হতে পারে। কারণ দলীয় নেতৃত্বে একনায়কতান্ত্রিক মানসিকতা, পার্টির ভেতরে গণতন্ত্রের অভাব, প্রতিপক্ষকে দমন করার সংস্কৃতি ইত্যাদি। যদি অভ্যন্তরীণ দলীয় গণতন্ত্র চালু করা যায়, ভিন্নমতকে সহনশীলভাবে গ্রহণ করা এবং নির্বাচনকে ইঞ্জিনিয়ারিং না করে "অংশগ্রহণমূলক প্রতিযোগিতা" হিসেবে দেখা হয় তাহলে এই নির্বাচন ফলপ্রসু হতে পারে বলে অনুমেয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যত পরিপক্ব হবে, চজ তত বেশি কার্যকর হবে।

ঙ সংসদ ভাঙতে চাইলে শুধু "সরকার ফেলে দাও" বলা যাবে না এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সেটিও একসাথে বলতে হবে। এতে হুটহাট সরকার পতন হবে না ফলে স্থিতিশীলতা থাকবে।

বাংলাদেশের জন্য উপযোগী পদ্ধতি: সহজ কথায় অতিরিক্ত ছোট দল বাদ দিতে ঞযৎবংযড়ষফ বা সর্বনিম্ন সীমা, বড় দলকে সামান্য বাড়তি সুবিধা দিতে উ'ঐড়হফঃ, আর সরকার গঠনে স্বচ্ছ নিয়ম দিতে ওহাবংঃরঁৎব জঁষব(নতুন সরকার গঠনের আগে সংসদে সরাসরি আস্থা ভোট নিতে হবেড় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা যে দল বা জোটকে সমর্থন করছে, কেবল তারাই সরকার গঠন করতে পারবে। এতে স্বচ্ছতা তৈরি হয়, জনগণ ও সংসদ উভয়ের কাছেই পরিষ্কার থাকে কে সরকার গঠন করছে, এবং দুর্বল বা অস্থিতিশীল সরকার হবার সম্ভাবনা কমে যায়।) এই তিন মিলিয়ে বাংলাদেশে পিআর চালু করলে অন্তর্ভুক্তি আর স্থিতিশীলতার মধ্যে ভালো ভারসাম্য পাওয়া যাবে। তবে যে পদ্ধতিই হোক না কেন সেটা যেন সবার জন্য উপযোগী হয় সেটা দেখতে হবে। সব কিছু মিলিয়ে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং জনগণের জন্য সর্বাধিক কল্যাণকর পদ্ধতি বেছে নিতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনে পাইলট প্রজেক্ট বা গবেষণার মাধ্যমে সার্বজনীন টেকসই পদ্ধতি বের করতে হবে।

চজ বা মিশ্র ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হলে নির্বাচন কমিশনের (ঊঈ) সক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য কমিশনের স্বাধীনতা সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা। ব্যালট ডিজাইন, ভোট গণনা, আসন বণ্টনড়এসব প্রযুক্তিগত দক্ষতা তৈরি করা। ফলাফল ঘোষণায় স্বচ্ছ সফ্টওয়্যার ও ডেটা-সিস্টেম ব্যবহার। পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবল দেওয়া। সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নিয়োগ ও পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে। স্বার্থপর এবং অসৎ ব্যক্তিকে নিয়োগ পরিহার করতে হবে। যদি ঊঈ শক্তিশালী ও স্বচ্ছ না হয়, তবে চজ সিস্টেম সহজেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে।

আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভোট পদ্ধতি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অধিক অন্তর্ভুক্তিমূলক করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও আঞ্চলিক দলগুলোও তাদের যথাযথ অবস্থান পাবে, যা রাজনৈতিক বহুমতকে সম্মান জানাবে এবং সংসদকে প্রকৃত অর্থে জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল করে তুলবে। তবে এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন, আইনি কাঠামোর সংস্কার, নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের আস্থা অর্জন অপরিহার্য শর্ত।

বিশ্বের নানা দেশে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব সফলভাবে কার্যকর হলেও প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও সামাজিক বাস্তবতা আলাদা। তাই বাংলাদেশে এ পদ্ধতির বাস্তবায়নে সরল নকলের পরিবর্তে একটি গবেষণাভিত্তিক, ধাপে ধাপে এবং দেশীয় বাস্তবতানির্ভর রূপান্তর প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভোট পদ্ধতি বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে আরও মজবুত, কার্যকর ও টেকসই করতে পারে।

রেফারেন্স

• Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State. Methuen.
• Norris, P. (2004). Electoral Engineering. Cambridge University Press.
• IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2021). Electoral Szstem Design Database.
• Rahman, T. (2019). Parliamentary Democracy in Bangladesh. Dhaka University Press.
• Reilly, B. (2001). Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management. Cambridge University Press.
• DÔHondt, V. (1882). Szstème pratique et raisonné de représentation proportionnelle. Bruxelles.
• Sainte-Laguë, A. (1910). La représentation proportionnelle et la méthode des moindres carrés. Paris.
• IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance). (2005). Electoral Szstem Design: The New International IDEA Handbook. Stockholm.
• Bundeswahlleiter (Federal Returning Officer, Germany). Official resources on the German Bundestag electoral system.
• Israeli Knesset. Electoral Szstem Information. knesset.gov.il.
• Election Commission of India. Handbook on FPTP Electoral Szstem in India.
• Election Commission of Pakistan. Reserved Seats and Proportional Representation Rules.

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা।

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

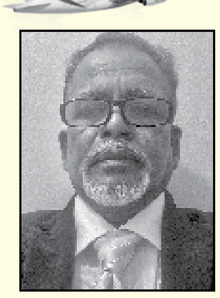

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0064
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0116
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlem Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY
DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে

১০ পৃষ্ঠার পর

করতে গিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাও বহুজাতিক এ কোম্পানির ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

বাংলাদেশের বাজারে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের বিক্রি করা উল্লেখযোগ্য পণ্যগুলো হচ্ছে জিলেট ব্র্যান্ডের রেজর ও গ্রুমিং পণ্য, ওরাল-বি ব্র্যান্ডের পণ্য, প্যাম্পারস বেবি ডায়াপার, হুইসপার স্যানিটারি ন্যাপকিন, হেড অ্যান্ড শোল্ডার ও প্যান্টিন শ্যাম্পু, ওলে ফেস অ্যান্ড স্কিন কেয়ার পণ্য, এরিয়াল ও টাইড ডিটারজেন্ট, মি. ক্লিন ব্র্যান্ডের ক্লিনার ও ভিক্স ব্র্যান্ডের পণ্য।

বাংলাদেশ থেকে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জিলেট ইন্ডিয়ার সঙ্গে পরিবেশক চুক্তি বাতিলের ঘোষণা আসে। গত ৩১ ডিসেম্বর চুক্তি বাতিলের এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে। জিলেট ইন্ডিয়ার সঙ্গে চুক্তি বাতিলের পর বাংলাদেশের স্থানীয় পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের (পিঅ্যান্ডজি) পণ্যের একক পরিবেশক এমজিএইচ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস লিমিটেড (আইবিএল)। এরই মধ্যে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশ। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটি আইবিএলকে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা আর চুক্তি নবায়ন করবে না। তবে স্থানীয় পরিবেশক প্রতিষ্ঠানটি চাইলে নিজ উদ্যোগে বিদেশ থেকে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের পণ্য আমদানি করে বাংলাদেশের বাজারে বিক্রি করতে পারে।

এ বিষয়ে এমজিএইচ গ্রুপের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বণিক বার্তাকে বলেন, 'কয়েক মাস আগেই প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পরিবেশক চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত আমাদেরকে জানানো হয়েছে।'

এদিকে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে চুক্তি বাতিলের প্রভাব বাজারে পড়তে শুরু করেছে। এরই মধ্যে বাজারে কমছে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল পণ্যের মজুদ। যাদের কাছে আগের পণ্য মজুদ ছিল তারা এখনো বিক্রি করতে পারছেন। কিন্তু মজুদ ফুরিয়ে গেলে তারা আর নতুন করে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পণ্য পাচ্ছেন না। এক্ষেত্রে পরিবেশক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণে পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানানো হচ্ছে। রাজধানীর বেশ কয়েকটি সুপারশপ ও বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে দেখা যায় যে তাদের কাছে মজুদ থাকা প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের পণ্যও শেষের পথে। রেজর ও স্যানিটারি প্যাডের মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর নতুন করে আর পণ্যের সরবরাহ আসছে না।

ভারতসহ অন্যান্য দেশে উৎপাদিত পণ্য আমদানি করে বাজারজাত করার পাশাপাশি ২০২১ সালে বাংলাদেশে যৌথ বিনিয়োগে কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের পণ্য উৎপাদন শুরু করে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশ। হবিগঞ্জের অলিপুরে প্রাণ গ্রুপের শিল্প পার্কে এ কারখানা স্থাপন করা হয়। প্রাণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান অ্যাডভান্সড পারসোনাল কেয়ার লিমিটেডের (এপিসিএল) সঙ্গে এজন্য যৌথভাবে পণ্য উৎপাদনের চুক্তি করে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশ। এখানে কোম্পানিটির জিলেট ব্র্যান্ডের রেজর উৎপাদন হয়। চুক্তি অনুসারে এ কারখানায় বাংলাদেশের বাজারে বিক্রির জন্য রেজর উৎপাদনের কথা। প্রাণ গ্রুপ ও প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল যৌথভাবে এ কারখানায় ১০ লাখ ডলার বিনিয়োগ করেছে। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কারখানাটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু কারখানা স্থাপনের চার বছর পরই বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার এ সিদ্ধান্ত এল। এরই মধ্যে প্রাণ গ্রুপকে তাদের কারখানায় উৎপাদন বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশ। নতুন করে উৎপাদন শুরুর বিষয়েও এখনো কিছু জানায়নি বহুজাতিক কোম্পানিটি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাণ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইলিয়াছ মৃধা বণিক বার্তাকে বলেন, 'প্রাণ গ্রুপ প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের (পিঅ্যান্ডজি) কন্ট্রাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং করত। চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানটির পণ্য প্রাণ উৎপাদন করে দিত। জানুয়ারি থেকে সেই উৎপাদন প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটির পণ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের স্থাপিত কারখানা ও কারখানার যন্ত্রপাতি একই অবস্থায় আছে। পিঅ্যান্ডজি যখন আবার অনুমতি দেবে আমরা উৎপাদন শুরু করব।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল ১ বিলিয়ন ডলার ব্যয় বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করেছে। এ অবস্থায় ব্যয় কমাতে দুই বছরের মধ্যে সাত হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বহুজাতিক এ প্রতিষ্ঠান। চলতি বছরের জুনে কোম্পানিটি ব্যয় সংকোচনের এ নীতি ঘোষণা করে। এর এক মাস পরই জুলাইতে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার ঘোষণা আসে। যদিও এর প্রস্তুতি চলছিল আরো আগে থেকেই।

চলতি বছরের ২৯ জুলাই কোম্পানিটির আর্থিক ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে (আর্নিংস কল) প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বলের প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা (সিএফও) আন্দ্রে শুলটেন বিনিয়োগকারীদের কাছে ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি বলেন, 'আমরা বাংলাদেশে ব্যবসা কার্যক্রম বন্ধ করতে যাচ্ছি। এসব পোর্টফোলিও পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সরবরাহ শৃঙ্খলে বিনিয়োগ, উৎপাদনের সঠিক আকার নির্ধারণ ও সঠিক স্থানে স্থানান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি, দ্রুত উদ্ভাবন, খরচ হ্রাস এবং আরো নির্ভরযোগ্য ও স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারব।'

সম্প্রতি প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল আরো বেশ কয়েকটি দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছে। সর্বশেষ এ মাসের শুরুতে পাকিস্তান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার ঘোষণা দেয় প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল। পাকিস্তানে ১৯৯১ সাল থেকে ব্যবসা করে আসছিল বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটি। পাকিস্তানের বাজার থেকে সরে আসার অংশ হিসেবে গত বছর প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল তাদের সাবান উৎপাদন কারখানা পাকিস্তানের নিমির ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যালের কাছে বিক্রি করে দেয়। পাকিস্তান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিলেও তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পণ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছে কোম্পানিটি। পাশাপাশি সেখানকার কর্মীদের অন্যান্য দেশে পদায়ন কিংবা ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের আওতায় আনা হবে বলে জানিয়েছে। এর আগে গত বছর আর্জেন্টিনার এবং ২০২৩ সালে নাইজেরিয়ার ব্যবসায়িক কার্যক্রম গুটিয়ে নেয় প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল।

বাংলাদেশে ব্যবসা করা বিদেশী কোম্পানিগুলোর সংগঠন হিসেবে তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট নানা বিষয় নিয়ে কাজ করে দ্য ফরেন ইনভেস্টরস' চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ফিকি)। সম্প্রতি প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল আবেদন করে সংগঠনটি থেকে নিজেদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। ফিকির প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিন মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছেন বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রূপালী হক চৌধুরী। তিনি বণিক বার্তাকে বলেন, 'অনেকেই মনে করেন যে কোম্পানিগুলো এখান থেকে অনেক মুনাফা করছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন। আমরা একটি ডিস্ট্রেসড (দুর্দশাগ্রস্ত) বাজার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কভিডের পর থেকে আমরা সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারিনি। সবকিছু মিলিয়ে আমাদের অবস্থান বেশ নড়বড়ে। কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি না থাকার পাশাপাশি বিদেশী কোম্পানিগুলোকে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যেও পড়তে হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের এখানে কাঠামোগত সমস্যা এবং প্রশাসনিক জটিলতাও বিদ্যমান। প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বাংলাদেশ থেকে কেন ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছে সেটি তারাই ভালো বলতে পারবেন। তবে হয়তো তারা এখান থেকে প্রত্যাশিত রিটার্ন পাচ্ছে না, তাই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে হয়।'

২০২৪ এর জুলাই থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত এক বছরে প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল বৈশ্বিকভাবে ৮৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। এর মধ্যে উত্তর আমেরিকায় ৫২ শতাংশ, ইউরোপে ২২, দক্ষিণ আমেরিকায় ৭, চীনে ৭, এশিয়া প্যাসিফিকে ৭ এবং ভারত, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় ৫ শতাংশ পণ্য বিক্রি হয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (এফডিআই)। আশির দশকের পরবর্তী সময়ে ভিয়েতনাম, চীন, মেক্সিকো ও ভারতের মতো দেশগুলোর অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বড় অবদান রেখেছে এফডিআই। বিশেষ করে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তি স্থানান্তর ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে থাকে এফডিআই। যদিও বাংলাদেশ বরাবরই কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এফডিআই আকর্ষণে পিছিয়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুসারে, ২০২১ সালে দেশে এফডিআই স্টকের পরিমাণ ছিল ১৮ দশমিক ৪৩ বিলিয়ন ডলার। এর পরের দুই বছরে স্টকের পরিমাণ ধারাবাহিকভাবে কমেছে। এর মধ্যে ২০২২ সালে ১৭ দশমিক ৮৭ ও ২০২৩ সালে এফডিআই স্টক ছিল ১৭ দশমিক ৮৩ বিলিয়ন ডলার। সর্বশেষ ২০২৪ সালে এফডিআই স্টক কিছুটা বেড়ে ১৮ দশমিক ২৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এফডিআই বৃদ্ধিতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ অবস্থায় বাংলাদেশ থেকে একটি বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি বিদেশী বিনিয়োগকারীদের নেতিবাচক বার্তা দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা। সুত্র দৈনিক বণিকবার্তা

প্রবাসী ভোটে বাংলাদেশ কি প্রস্তুত

১৬ পৃষ্ঠার পর

একই ঠিকানায় অনেক প্রবাসী ভোটার থাকলে ভোট কিনে নেওয়া, জোর করে প্রভাবিত করা বা কূটনৈতিক মিশনে রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে যেখানে শ্রমিকেরা স্পনসর বা 'কাফালা' সিস্টেমের আওতায় থাকেন, সেখানে স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করা আরও কঠিন হবে। যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ ভোটদান একটি ফেডারেল অপরাধ ও এর জন্য সাত বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

অবৈধ ভোটদানে সহায়তাও এখানে একটি ফেডারেল অপরাধ, এমনকি অনেক স্টেটে অন্যকে বৈধ পোস্টাল ভোট দেওয়াতে সহায়তায়ও অপরাধ। কারণ, মনে করা হয় এর মাধ্যমে মানসিকভাবে দুর্বল লোকদের ভোট একপক্ষে নিয়ে আসা যাবে। এই অপরাধকে বলা হয় 'ব্যালট হার্ভেস্টিং'। ভোট জালিয়াতি রোধে এ ধরনের কঠোর আইনি পদক্ষেপ ও একটি 'চেক অ্যান্ড ব্যালান্সের' ব্যবস্থা অপরিহার্য।

ভোটের ফলাফল নিয়ে কোনো ধরনের প্রভাব বা দুর্নীতির অভিযোগ এলে তা পুরো নির্বাচনপ্রক্রিয়ার ওপরই মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে।

বাংলাদেশে এখনো প্রবাসী ভোটসংক্রান্ত স্পষ্ট আইন প্রণয়ন হয়নি। সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোটাধিকার নাগরিকত্ব নির্ভর হলেও বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের আইনি অবস্থান স্পষ্ট নয়। তাই 'প্রবাসী ভোট আইন ২০২৫' নামে একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যেখানে ভুয়া নিবন্ধন বা অনৈতিক প্রভাবের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান থাকবে।

প্রবাসী ভোট গ্রহণে কোন পদ্ধতি নেওয়া হবে, তা একটি বড় প্রশ্ন। উন্নত দেশগুলো ও আমাদের প্রতিবেশী গণতন্ত্রগুলো কীভাবে প্রবাসী ভোট তত্ত্বাবধান করছে, তা আমাদের দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে।

দূতাবাস/কনস্যুলেটে ভোট

যুক্তরাজ্যে প্রবাসী কমিউনিটির বেশির ভাগই দূতাবাস ও কনস্যুলেটে সরাসরি ভোট দেওয়ার পক্ষে মত দেন। অনেক উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। আমাদের প্রবাসীদের জন্যও এই ব্যবস্থা ভালো হতে পারে।

ব্যালট/অনলাইন ভোটিং

পোস্টাল বা অনলাইন ব্যালটে ভোটদানের সুযোগ থাকলেও এর সুরক্ষা ও বিশ্বাসযোগ্যতা একটি বড় উদ্বেগের বিষয়।

শুধু নিবন্ধনই নয়, নিবন্ধনের পর ভোটারদের কাছে নির্বাচনের সময়মতো ব্যালট পৌঁছানোও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আবার সমস্যা দেখা যায়, যখন ব্যালট চ্যালেঞ্জ করা হয়, যেমন পেনসিলভানিয়ায় ৪ হাজারের বেশি প্রবাসী ভোটারের ব্যালট প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল। উন্নত দেশগুলোয় ও অনলাইন ব্যালট পুরোপুরি নিখুঁত হয়নি। বাংলাদেশে যদি দুর্বল সার্ভার বা তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা হুমকিতে পড়বে।

স্বচ্ছ রেজিস্ট্রেশন ও ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া

যুক্তরাজ্যের মতো কঠোর যাচাই ও বছরে একবার নবায়নের নিয়ম থাকা উচিত। যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ফেডারেল পোস্ট কার্ড অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম কাজ করে, ভারতে ফরম ৬ এ-এর অনলাইন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশকেও অবশ্যই একটি সহজ, অনলাইনভিত্তিক নিবন্ধন ও ভোটিং প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যেখানে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত হয়।

নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধান

প্রবাসী ভোটিং প্রক্রিয়া তদারকির জন্য স্বাধীন ও নিরপেক্ষ কমিটি গঠন ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের অন্তর্ভুক্ত করা।

সচেতনতা বৃদ্ধি

প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে ভোটার শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা।

প্রবাসী ভোটদান প্রকল্পকে সফল করতে হলে কেবল আইন পাস করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের এমন একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়া তৈরি করতে হবে, যেখানে ভোটারদের যোগ্যতা নির্ধারণ, নিবন্ধনপদ্ধতি এবং ভোট গণনাপদ্ধতির একটি স্পষ্ট কাঠামো থাকবে। ভারতের 'বাধামূলক' নীতির মতো জটিলতা পরিহার করে তুরস্ক বা ডোমিনিকান রিপাবলিকের মতো 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' নীতি অনুসরণ করতে হবে (তাদের প্রবাসীদের জন্য সরাসরি সংসদীয় আসন সংরক্ষিত)।

এ তো গেল দেশের বাইরের সমস্যা। দেশে কি সমস্যা হচ্ছে না? যাঁরা বিদেশে রেজিস্ট্রেশন করবেন, দেশে তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় থাকবে কি না, এই প্রশ্নেরও এখনো কোনো উত্তর নেই।

এই কাজ যদি না করা হয়, তাহলে এই ভোটগুলো দিয়ে কারচুপি হওয়ার সুযোগ থাকে। এরই মধ্যে একটি রাজনৈতিক দল ঘরে ঘরে গিয়ে কারা কারা নির্দিষ্ট ঠিকানায় নেই, তার তালিকা করছে।

এটা দুভাবে কাজে লাগানো হতে পারে: জাল ভোট ঠেকাতে অথবা জাল ভোট দিতে। আমাদের তাই সতর্ক থাকা উচিত।

এ ছাড়া দেশের অনেকে বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের পাসপোর্ট ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু দেশে তাঁদের ভোটার নম্বর আছে। তাদের ব্যাপারে কি কোনো সিদ্ধান্ত আছে?

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বাংলাদেশে পিআর ভোট পদ্ধতি:

১৮ পৃষ্ঠার পর

ভোট দেন। একটি প্রার্থী নির্বাচিত হতে হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোট (য়ঁড়ঃধ) পেতে হয়। যদি কোনো প্রার্থী প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ভোট পায়, তাহলে অতিরিক্ত ভোট অন্য প্রার্থীর কাছে স্থানান্তরিত হয়। ইউরোপের আয়ারল্যান্ড এবং মাল্টায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তবে ভোটগণনা অনেক জটিল। ঘ) মিশ্র নির্বাচনি ব্যবস্থা বা গরীবফ গবসনবৎ চৎড়ঢ়ড়ৎঃরড়হধষ (গগচ)ঃ এটি একটি মিশ্র ব্যবস্থাড়এখানে ঋচঞচ এবং চজ উভয়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়। সংসদের অর্ধেক আসন নির্ধারিত হয় সরাসরি ভোটে (FPTP)। বাকি অর্ধেক আসন দেওয়া হয় চজ পদ্ধতিতে, জাতীয়ভাবে মোট ভোটের অনুপাতে। তবে কোন কোন আসনে কি পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সেটা আগে থেকেই বলা হয়। এর ফলে বড় দল যেমন সরাসরি আসন জেতে, ছোট দলগুলোও চজ আসনের মাধ্যমে সংসদে প্রবেশের সুযোগ পায়। জার্মানি এবং নিউজিল্যান্ড এই পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর ফলে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা হয়।

ঙআসন বণ্টনের গাণিতিক সূত্র: পিআর পদ্ধতিতে ভোটকে আসনে রূপান্তর করতে বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র (seat allocation formulas) ব্যবহার করা হয়। এগুলির কারণে সংসদের গঠন সামান্য ভিন্ন হতে পারে। যেমন- ১) DÕHondt পদ্ধতি ২) Sainte-Laguë পদ্ধতি ৩) Largest Remainder পদ্ধতি (Hare ev Droop Quota) ।

বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচনি প্রেক্ষাপট

ঙ বাংলাদেশে বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থায় FPTP-এর প্রভাব বিদ্যমান। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে মোট ৩০০টি সাধারণ আসনে ভোট হয়। এখানে ব্যবহার করা হয় First Past the Post (FPTP) বা সর্বাধিক ভোটে জয়ী হওয়ার পদ্ধতি। কোনো প্রার্থী নির্দিষ্ট আসনে অন্য সবার চেয়ে বেশি ভোট পেলেই জয়ী হবে, এমনকি তার ভোট মোট ভোটের অর্ধেকেরও কম হলেও। এতে বড় দলগুলো ব্যাপকভাবে সুবিধা পায়, কারণ তারা সারা দেশে প্রার্থীদের দাঁড় করাতে পারে এবং ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ভোটেও আসন জয় করে।

ঙ বড় দলগুলি জাতীয় পর্যায়ে বিস্তৃত সংগঠন রাখে। ভোট যদি সমানভাবে কিছুটা বেশি পায়, FPTP পদ্ধতিতে বিপুল আসন পেয়ে যায়। ফলে তারা এককভাবে সরকার গঠন করতে পারে। ছোট দলগুলি যদিও তারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে ভোট পায়, কিন্তু সারা দেশে ছড়িয়ে না থাকায় আসনে রূপান্তরিত করতে পারে না। অনেক সময় বড় দলের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে টিকে থাকতে হয়। FPTP তাদের প্রতিনিধিত্ব সীমিত করে, ফলে নীতিনির্ধারণে প্রভাবও কমে যায়। এই কারণে বাংলাদেশের রাজনীতি কার্যত দ্বিদলীয় কাঠামো (AL vs BNP) তে আটকে আছে। তবে অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতির পরিবর্তন হতে পারে।

ঙ ঋচঞচ-এর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো "ভোট অপচয়" । কোনো আসনে যদি জয়ী প্রার্থী ৪০% ভোট পান, তবে বাকি ৬০% ভোট কার্যত হারিয়ে যায়। সেই আসনের নির্বাচিত এমপি শুধু নিজের ভোটারদের নয়, পুরো এলাকার প্রতিনিধি, কিন্তু বাস্তবে অর্ধেকেরও বেশি মানুষের ভোট অপ্রতিনিধিত্বশীল হয়ে পড়ে। এতে ভোটারদের মধ্যে হতাশা ও বিমুখতা জন্মায়ড়"আমাদের ভোট দিলেও লাভ নেই।"

পি আর পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

ঙ সুবিধা- ১) ন্যায্য প্রতিনিধিত্বঃ FPTP পদ্ধতিতে একজন প্রার্থী ৩৫ু৪০% ভোট পেলেও বাকিদের ভোট "অপচয়" হয়ে যায়। পি আর পদ্ধতিতে প্রতিটি দলের মোট প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন ভাগ হয়। এতে ভোটারদের প্রকৃত মতামত সংসদে প্রতিফলিত হয়। একটি দল যদি জাতীয় ভোটে ২০% পায়, সংসদেও প্রায় ২০% আসন পাবে। ২) ভোট অপচয় হ্রাসঃ FPTP–তে হেরে যাওয়া প্রার্থীর সব ভোট বাদ পড়ে যায়। পিআরুএ হেরে গেলেও সেই ভোট দলীয় মোট ভোটে যোগ হয় এবং তালিকুআসনের মাধ্যমে সংসদে প্রভাব ফেলে। এতে ভোটাররা মনে করেনড়"আমার ভোট হারাল না"ড়ফলে ভোটদানে উৎসাহ বাড়ে। ৩) ছোট দল ও নতুন রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ- বড় দলগুলো এককভাবে আসন দখল করতে পারে না। ছোট দলগুলোও জাতীয় ভোটের ভিত্তিতে সংসদে প্রবেশ করতে পারে। এতে নতুন রাজনৈতিক শক্তি, বিকল্প নেতৃত্ব ও তরুণদের রাজনীতিতে প্রবেশের সুযোগ বাড়ে। যেমন নেপালে পি আর চালুর ফলে বিভিন্ন নতুন দল সংসদে জায়গা পায়। ৪) রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি : বিভিন্ন মতাদর্শ, অঞ্চল, সংখ্যালঘু, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীড়সবাই সংসদে কণ্ঠ পায়। তালিকুভিত্তিক আসনে কোটা দিয়ে নারী ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা সহজ হয়। এতে গণতন্ত্র আরও অংশগ্রহণমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।

ঙ অসুবিধা- ১) বহুদলীয় সংসদ বা জোট-রাজনীতির অস্থিরতা : পি আরুএ বেশি দল সংসদে প্রবেশ করে, এককভাবে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় না। ফলে সরকার গঠনের জন্য জোট দরকার হয়। এতে জোট ভাঙা-গড়া চলতে থাকে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে।২) দলীয় নেতৃত্বের আধিপত্য : তালিকুভিত্তিক আসন বণ্টন অনেকাংশে দলীয় প্রধান বা কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করে। এতে স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ কমে যায়। দলীয় প্রধান চাইলে নিজের ঘনিষ্ঠদের তালিকায় বসাতে পারেন, "পৃষ্ঠপোষকতা" রাজনীতি বাড়তে পারে। ৩) এলাকা-ভিত্তিক জবাবদিহিতা দুর্বল হওয়া- ঋচঞচুতে এমপি নির্বাচিত হন সরাসরি এলাকার ভোটারদের দ্বারা এবং তাদের কাছে তিনি জবাবদিহি করেন। চজুএ যদি কেবল তালিকুভিত্তিক এমপি আসেন, তবে তারা স্থানীয় ভোটারের কাছে দায়বদ্ধতা অনুভব নাও করতে পারেন। এতে এলাকায় সরাসরি যোগাযোগ ও সমস্যা সমাধানের চাপ কমতে পারে। ৪) ভোটগণনা ও ব্যবস্থাপনার জটিলতা : FPTP বেশী সহজ অর্থাৎ যে বেশি ভোট পেল- সেই জয়ী। চজুএ আসন বণ্টন করতে হয় জটিল গাণিতিক সূত্রে (উ'ঐড়হফঃ, ঝধরহঃব-খধমঁল্ট, ঐধৎব য়ঁড়ঃধ ইত্যাদি)। এতে সময় বেশি লাগে, নির্বাচন কমিশনের ওপর প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক চাপ বাড়ে। বাংলাদেশে যদি পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে বিভ্রান্তি বা অনিয়মের ঝুঁকি থাকতে পারে।

পিআর পদ্ধতি গ্রহণে প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি পিআরুএর সাফল্য কাগজে নয়ড়ব্যবস্থাপনায়। তাই প্রয়োগের পূর্বেই কয়েকটি প্রশাসনিক এবং আইনগত বিষয় নিশ্চিত করতে হবে। যেমন:

ঙ আইনে বা সংবিধানে মিশ্র পদ্ধতির স্বীকৃতি (চজ বা গগচ/চধৎধষষবষ) করতে হবে। নির্বাচন আইনে তালিকুজমা, থ্রেশহোল্ড, আসন-ফর্মুলা, কোয়ালিশন রুলস ইত্যাদি লিখিত করে নিতে হবে।

ঙ নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা (Election Management Capacity) বাড়াতে হবে। ফল গণনা, ফর্মুলা প্রয়োগ, হিসাবড়অটোমেশন করতে হবে । সব পর্যায়ে ট্রেনিং দিতে হবে যেমন, রিটার্নিং অফিসার, পোলিং অফিসারদেরড়ঋচঞচুর পাশাপাশি চজ গণনার মডিউল জানা থাকতে হবে। এ সংক্রান্ত তালিকা/ফর্মুলা/বণ্টন ইত্যাদি যাচাইযোগ্য ডেটুরিলিজের প্রযুক্তি ঠিক করতে হবে।

ঙ ব্যালট ডিজাইন ও ভোটার শিক্ষা দিতে হবে যেমন, দুটি ভোট: ক) এলাকাভিত্তিক প্রার্থী (ঋচঞচ), খ) দলীয় তালিকা (চজ)। ব্যালট স্পষ্ট, প্রতীকে সামঞ্জস্য করতে হবে যেন গ্রামের ভোটারও বুঝতে পারে। প্রয়োজনে মক ব্যালট দিয়ে নাগরিক শিক্ষা ক্যাম্পেইন করতে হবে। মিডিয়া এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে এইগুলি ব্যাপক প্রচার করতে হবে যেমন-কেন দুটো ভোট? এতে আপনার লাভ কী? ইত্যাদি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জনগণকে দিতে হবেনগণ।

ঙ পার্টির অভ্যন্তরীণ গঠনতন্ত্র সংস্কার করতে হবে। যেমন, তালিকা কারা করবে? একই সাথে

বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

‘সাত যুদ্ধ থামিয়েও’ ট্রাম্পের ‘শান্তি’

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্যাখ্যা দিয়েছে নরওয়ের নোবেল কমিটি। নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ীর নাম ঘোষণা হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠকে কমিটির প্রধান ইয়োর্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস জানান, আলফ্রেড নোবেলের কাজ এবং আদর্শের কথা মাথায় রেখেই পুরস্কার দেওয়া হয়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ট্রাম্পের নাম না-করে ইয়োর্গেন বলেন, “এই কমিটির (নোবেল কমিটি) সদস্যেরা এই ঘরে যখন বসেন, তখন কেবল পুরস্কারজয়ীদের ছবিই আশপাশে থাকে না, থাকে সাহস এবং সততাও। তাই আমরা আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র (উইল) এবং কাজ অনুসরণ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি।” ট্রাম্পের নাম না-করলেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাজ নোবেলের আদর্শবিরোধীড় প্রকারান্তরে এমন ব্যাখ্যাই তিনি দিতে চেয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

আলফ্রেড নোবেলের ইচ্ছাপত্র (উইল) অনুসারে নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকের নাম ঘোষণা করে থাকে নরওয়ের নোবেল কমিটি। পাঁচ জনের একটি কমিটি গত সোমবারই (৬ অক্টোবর) বেছে নিয়েছেন এ বার নোবেল শান্তি পুরস্কারবিজয়ীর নাম। ট্রাম্প যে শান্তি পুরস্কার পাচ্ছেন না, শুক্রবার সকালেই এমন ইঙ্গিত মিলেছিল। অসলোর ‘পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট’-এর প্রধান নীনা গ্রেগের জানান, যুদ্ধ থামানোর পাশাপাশি ট্রাম্প বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নিয়েছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন বন্ধু দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সংঘাতে জড়িয়েছেন। নোবেলের ইচ্ছাপত্রে যে আদর্শের কথা বলা হয়েছে, এই কাজ সেগুলির সঙ্গে খাপ খায় না বলে জানান নীনা।

সাত যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব বেশ কয়েক মাস ধরেই দাবি করে আসছেন ট্রাম্প। সেই তালিকায় রয়েছে ভারত-পাকিস্তান সামরিক সংঘাতও। তার সঙ্গে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে গাজায় শান্তি ফেরানোর উদ্যোগ। আসলে নোবেল পুরস্কারের জন্য গত ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত মনোনয়ন জমা নেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে বসেছেন তার ঠিক ১১ দিন আগে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর যুদ্ধ থামানোর যাবতীয় ‘কৃতিত্ব’ এ ক্ষেত্রে বিচার্য না-হওয়ারই কথা ছিল। নরওয়ের সরকার এর আগে বহু বার জানিয়েছে যে, নোবেলবিজয়ীর নাম বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের কোনও হাত নেই। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে সে দেশের নোবেল কমিটিই। কিন্তু পুরস্কার না-পেয়ে ট্রাম্প নরওয়ের উপর শাস্তির খাঁড়া নামাতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন সে দেশের অনেকেই। বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চলছে নরওয়ের। চলতি সপ্তাহেই ওয়াশিংটনে গিয়ে আমেরিকার কয়েক জন উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন নরওয়ের বাণিজ্যমন্ত্রী সিসিলি মিরসেথ। এই পরিস্থিতিতে নোবেল না-পেয়ে ট্রাম্প বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে আলোচনা স্থগিত করে দিতে পারেন বলে মনে করছে নরওয়ে। তা ছাড়া কড়া শুল্ক আরোপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না অনেকে।

নোবেল কমিটি ‘শান্তির চেয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

সাবেক প্রেসিডেন্টের নোবেল পুরস্কার জয় নিয়ে ট্রাম্পের কটাক্ষ

ট্রাম্প বলেন, ‘ওবামা কিছুই না করে নোবেল পেয়েছিলেন। তিনি জানতেনই না, কী কারণে এটা পেলেন। তিনি শুধু নির্বাচিত হয়েছিলেন।’

নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মরিয়া হয়ে আছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শান্তিতে নোবেল পাওয়ার সমালোচনা করলেন তিনি। তিনি অভিযোগ করেন, ওবামা কিছুই করেননি বরং আমাদের দেশ ধ্বংস করেছেন।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, তিনি গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ও আটটি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। তবে তিনি দাবি করেন, এসব কাজ তিনি কোনো পুরস্কারের আশায় করেননি।

পুরস্কার ঘোষণার আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। কিন্তু তার আগেই ট্রাম্প অভিযোগ করেন, ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই নোবেল পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, ওবামা কিছুই না করে নোবেল পেয়েছিলেন। তিনি জানতেনই না, কী কারণে এটা পেলেন। তিনি শুধু নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবং তারা ওবামাকে এটি দিয়েছে আমাদের দেশকে ধ্বংস করা ছাড়া একেবারে কিছুই না করার জন্য।

২০০৯ সালে প্রেসিডেন্ট হওয়ার মাত্র আট মাস পরই বারাক ওবামা মর্যাদাপূর্ণ নোবেল শান্তি পুরস্কার পান। এই সিদ্ধান্তে অনেকেই বিস্মিত হন। উদারপন্থি মার্কিন দৈনিক নিউইয়র্ক টাইমস সে সময় জানায়, এই স্বীকৃতি ছিল অত্যন্ত আগাম এবং মন্তব্য করে যে নোবেল পুরস্কারের জন্য আরও কঠোর মানদণ্ড থাকা উচিত। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে ঐতিহাসিক মার্কিন মধ্যস্থতায় শান্তি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তারা ওবামা কিছুই না করেই শুধু আমাদের দেশ ধ্বংস করার জন্য তাকে পুরস্কার দিল। তিনি আরও বলেন, আমি আটটি যুদ্ধ বন্ধ করেছি, যা এর আগে কখনো হয়নি। কিন্তু তারা যা করুক, সেটা তাদের ব্যাপার। আমি জানি, আমি এটা পুরস্কারের জন্য করিনি, আমি করেছি অনেক জীবন বাঁচানোর জন্য। নোবেল শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা পূর্বাঞ্চলীয় মান সময় (ইএসটি) অনুসারে বৃহস্পতিবার ভোর ৫টায় নরওয়ের অস্লোতে ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে। জানুয়ারিতে ওভাল অফিসে ফিরে আসার পর থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্প নরওয়ের পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অস্লোকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, যা নোবেল কমিটিকে শান্তি পুরস্কারের প্রার্থী মূল্যায়নে সহায়তা করে। তার এই প্রচেষ্টা মোটেও লুকানো বা ক্ষুদ্র ছিল না।

ট্রাম্প বিভিন্ন ঘটনা ও অর্জনের জন্য প্রায়শই নিজের কৃতিত্ব দাবি করেছেন এবং অনেক সময় তার ব্যক্তিগত প্রভাব অতিরঞ্জিত করেছেন। গত মাসে, তিনি প্রায় নিজেকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছিলেন, জাতিসংঘে তার ভাষণে তিনি দাবি করেছেন, তিনি সাতটি প্রবল যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। যদিও কিছু দীর্ঘস্থায়ী শত্রুর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ট্রাম্পের অবদান নিশ্চিতভাবে ছিল। কিন্তু তিনি যে অন্যান্য সংঘাতের অবসানের কথা গর্ব করে বলেছেন, তার মধ্যে যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে তার ভূমিকা জড়িত দেশগুলোর কারণে বিতর্কিত হয়েছে।

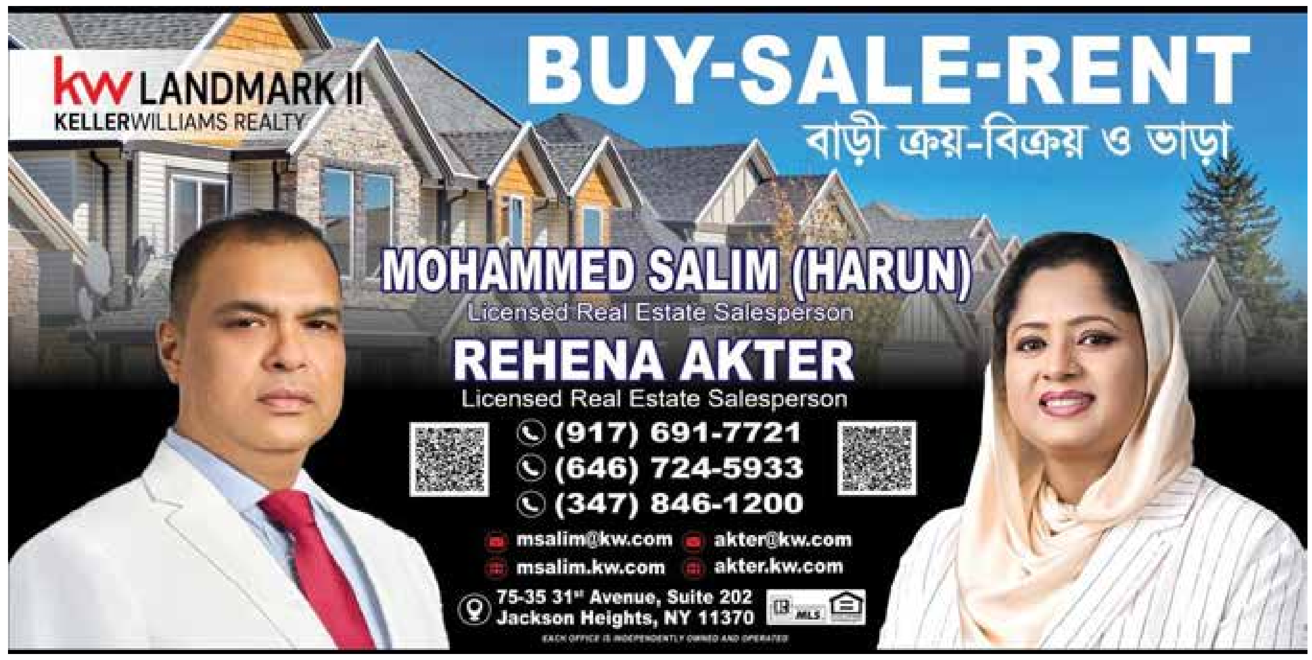

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

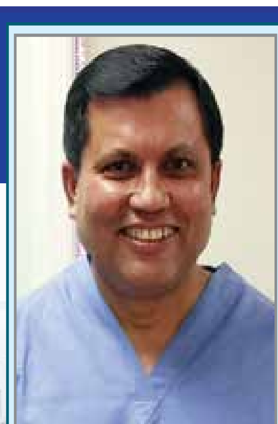

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা

৮ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের জানান, ২০১৮ সালের ডিজিটাল সিকিউরিটি আইনের অধীনে হওয়া সব মামলা বাতিল করা হয়েছে। এর ফলে ওই আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও মামলায় অভিযুক্ত সবাই মুক্তি পেয়েছেন।

এছাড়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের পাশাপাশি ব্যক্তিগত ডাটা সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং জাতীয় উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫-ও অনুমোদন করেছে উপদেষ্টা পরিষদ।

সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয়, এসব নতুন অধ্যাদেশের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিগত তথ্য আরও সুরক্ষিত হবে।

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে

৫ পৃষ্ঠার পর

আমরা রোববার রওনা হওয়ার পরিকল্পনা করেছি এবং আমি সেই সফরের অপেক্ষায় আছি।' ট্রাম্প জানান, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় আটক ইসরায়েলি বন্দীদের সোমবার বা মঙ্গলবার মুক্তি দেওয়া হবে এবং তিনি মিসরে আয়োজিত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আশা করছেন। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ট্রাম্প গাজার জন্য একটি ২০ দফা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। এতে রয়েছেড়সব ইসরায়েলি বন্দীর মুক্তির বিনিময়ে প্রায় ২ হাজার ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তি দেওয়া, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং ধাপে ধাপে ইসরায়েলি সেনাদের ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড থেকে প্রত্যাহার।

পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে হামাসবিহীন নতুন গাজা প্রশাসন গঠন, একটি ফিলিস্তিনি-আরব নিরাপত্তা বাহিনী গঠন এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণ অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে হামাসের এক প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ফিলিস্তিনিরা নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তিনি বলেন, 'আমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র দরকার এবং প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে।'

ট্রাম্প বলেন, হামাসের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি শান্তি পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপে সমাধান করা হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'নিরস্ত্রীকরণ হবে।' পাশাপাশি ইসরায়েলি বাহিনীরও 'পিছু হটা'র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে জানান তিনি।

ইসরায়েল সরকার জানায়, নিরাপত্তা মন্ত্রিসভার বৈঠকের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে। ওই বৈঠকের পর ইসরায়েলের পূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠকে চুক্তিটি অনুমোদন দেওয়া হয়, যার অধীনে ইসরায়েলি সেনাদের গাজা থেকে সরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

সরকারের মুখপাত্র শোশ বেদরোসিয়ান সাংবাদিকদের বলেন, 'প্রথম ধাপের চূড়ান্ত খসড়ায় আজ সকালে মিসরে সব পক্ষ সই করেছে, যাতে সব বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়।' তিনি আরও জানান, 'আমাদের সব বন্দীড় জীবিত ও মৃতড়৭২ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি পাবে। অর্থাৎ সোমবারের মধ্যেই।' ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিদিয়ন সা'র বলেন, বন্দীদের মুক্তিই 'এই যুদ্ধের অবসান ঘটাবে।'

অবৈধ পথে ইউরোপগামীদের শীর্ষে

৫ পৃষ্ঠার পর

ফ্রনটেক্সের প্রাথমিক তথ্যানুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৩৩ হাজার ৪০০ জন অবৈধভাবে ইউরোপে প্রবেশ করেছেন। কঠোর নজরদারি ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার কারণে সামগ্রিকভাবে অবৈধ অনুপ্রবেশ কমেছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। অবৈধ পথে ইউরোপে প্রবেশে শীর্ষ তিনটি অবস্থানে থাকা নাগরিকরা হলেন- বাংলাদেশি, মিসরীয় এবং আফগান।

মধ্য ভূমধ্যসাগরীয় সাগর পথকে এখনও ইউরোপে অনিয়মিত প্রবেশের প্রধান রুট হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। পুরো ইউরোপে মোট অবৈধ প্রবেশকারীদের প্রায় ৪০ শতাংশই এই রুট দিয়ে ইতালিতে প্রবেশ করেছে।

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের

৫ পৃষ্ঠার পর

দাবি জানানো এবং মানবাধিকার রক্ষা ও রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করার জন্য কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করা উচিত। প্রতিবেদনে বলা হয়, টানা তিন সপ্তাহ ধরে চলা বিক্ষোভে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৪ সালের আগস্টে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। ওই বিক্ষোভে নিহত হয় প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ। সংশোধিত সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন ব্যবহার করে নতুন কর্তৃপক্ষ ২০২৫ সালের ১২ মে অন্তর্বর্তী সরকার আওয়ামী লীগকে সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) করে। দলটির সমর্থনে যেকোনো সভা, প্রকাশনা ও অনলাইনে দেয়া বক্তব্য এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। আওয়ামী লীগ নেতারা ও শান্তিপূর্ণ অধিকারকর্মীদের গ্রেফতারে আইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া অঞ্চলের উপপরিচালক মীনাক্ষী গাঙ্গুলি বলেন, 'রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কারাগারে পুরে দেয়া হোক কিংবা শান্তিপূর্ণ মতপ্রকাশে বাধা দেয়া হোক-অন্তর্বতী সরকারের এমন কোনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করা উচিত নয়, যা শেখ হাসিনার সরকারের সময় বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে করা হয়েছে। সরকার জাতিসংঘের মানবাধিকার দপ্তরকে বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষায় সহায়তার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাদের উচিত সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজরদারি করা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত গ্রেফতারের ঘটনাগুলোয় জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করা।'

এইচআরডব্লিউ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, 'অন্তর্বতী সরকারের অধীনে হাজারো মানুষকে গ্রেফতার করা হয়েছে, যাদের অনেকের বিরুদ্ধেই শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। অসংখ্য ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে আটক রাখা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অভিযোগ করেছেন, চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত করাসহ পুলিশ হেফাজতে তাদের সঙ্গে অনেক দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযোগ শেখ হাসিনার শাসনামলের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।'

সরকার রক্ষণশীল মুসলিমদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। গোষ্ঠীগুলো তাদের দাবি আদায় করতে গিয়ে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের আইন সহায়তা ও মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জনতার (মব) হামলায় অন্তত ১৫২ জন নিহত হয়েছেন।

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে

৫ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিবিদ নাজমুস সাদাত খান। স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর জঁ পেমে। সংবাদ সম্মেলনে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের অর্থনীতির ওপর হালনাগাদ প্রতিবেদন 'সাউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট' উপস্থাপন করেন সংস্থার দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান অর্থনীতিবিদ ফ্রান্সিসকা অং সরগ। সিনিয়র এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তা মেহরীন আহমেদ মাহমুদ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাসহ ছয়টি প্রধান ঝুঁকি দেখছে বিশ্বব্যাংক। অন্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতা, রাজস্ব আয়ে সংস্কারে ঘাটতি, ভর্তুকি ব্যয় বৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয়ে অদক্ষতা, বিশ্ব বাণিজ্যে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং এলডিজি উত্তরণ-পরবর্তী অনিশ্চয়তা, অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক সরবরাহ চেইনে অস্থিরতা ও অভ্যন্তরীণ সরবরাহে বাধা এবং দীর্ঘ মেয়াদে উচ্চ সুদহার রাখা।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, চলতি অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি প্রবৃদ্ধি গত দুটি অর্থবছরকে ছাড়িয়ে যাবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৪ দশমিক ৮ শতাংশ হতে পারে। বিবিএসের সাময়িক হিসাবে গত অর্থবছর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক মনে করছে, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ৩ শতাংশে উন্নীত হতে পারে। তবে এ ধারা ধরে রাখতে সাহসী ও সময়োপযোগী সংস্কার এখন খুব অপরিহার্য।

রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগের মন্থর গতি কাটছে না। উদ্যোক্তারা এ পরিস্থিতিতে অপেক্ষার নীতি নিয়েছেন। রপ্তানি খাতে তৈরি পোশাক কিছুটা ভালো করলেও পোশাকবহির্ভূত খাত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও ব্যবসা পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে সংকুচিত হয়ে আসতে পারে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, কম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শ্রমবাজারের দুর্বল পরিস্থিতিতে গত অর্থবছর বাংলাদেশে দারিদ্র্য বেড়েছে। বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন হলো জাতীয় দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ২ শতাংশ হয়েছে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২০ দশমিক ৫ শতাংশ। ৩০ লাখ কর্মক্ষম মানুষ শ্রমবাজারের বাইরে ছিলেন, যার একটা বড় অংশই নারী। ২৪ লাখই নারী, যারা শ্রমবাজারে যুক্ত হতে পারেননি।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেটে বলা হয়, মূলত মূল্যস্ফীতি হ্রাস ও বেসরকারি ভোগব্যয়ের জোরদার হওয়ার ফলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে। তবে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং ব্যাংকিং খাতের দুর্বলতার কারণে বিনিয়োগ মন্থর থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদিকে বৈশ্বিক বাণিজ্য উত্তেজনা অব্যাহত থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক কাঠামোর অধীনে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় থেকে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী থাকার পূর্বাভাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক।

প্রতিবেদনে বলা হয়, আমদানি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসায় বৈদেশিক লেনদেনে চলতি হিসাবের ভারসাম্য ফের ঘাটতিতে পরিণত হতে পারে। রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে সংস্কারমূলক পদক্ষেপে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫ শতাংশের নিচে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সংস্কারের ফলে ভর্তুকি ধীরে ধীরে কমে এলেও সুদ পরিশোধের সঙ্গে মিলিয়ে এটি মোট চলতি ব্যয়ের ৫০ শতাংশের বেশি থেকে যেতে পারে। সরকারের ঋণ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে জিডিপির ৪১ দশমিক ৭ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) মূল্যায়ন অনুযায়ী, বাংলাদেশের ঋণ সংকটের ঝুঁকি 'নিম্ন' থেকে বেড়ে এখন 'মধ্যম' পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে 'দক্ষিণ এশিয়ার ডেভেলপমেন্ট আপডেট' নামে পৃথক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, এ অঞ্চলে প্রবৃদ্ধি এ বছর ৬ দশমিক ৬ শতাংশে পৌঁছাবে। তবে সামনে বড় ঝুঁকি রয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বাণিজ্য উন্মুক্ততার সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগে নতুন গতি আনতে পারবে।

মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদনে বলেছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি কমার প্রবণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। গত বছরের নভেম্বরে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি ছিল ১৩ দশমিক ৮ শতাংশ। গেল আগস্টে তা ৭ দশমিক ৬ শতাংশে নেমে আসে। ডলারের বিপরীতে টাকার স্থিতিশীল বিনিময় হার এবং খাদ্য সরবরাহ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়েছে। তবে মূল্যস্ফীতি এখনও বেশি। আগস্টে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, যা নিম্ন আয়ের মানুষের মজুরি বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি।

এলডিসি থেকে উত্তরণ রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনবে

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৬ সালের নভেম্বরে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ রপ্তানি খাতে তাৎক্ষণিক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না বলে আশা করা হচ্ছে। এর কারণ, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) ২০২৯ সাল পর্যন্ত অগ্রাধিকারমূলক শুল্কহার অব্যাহত রাখবে। এলডিসি উত্তরণ বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্যায়নের জন্য ব্যাপক সংস্কার বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ তৈরি করবে। নির্বাচন-পরবর্তী নীতির স্বচ্ছতা ও সংস্কার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হলে প্রত্যাশার চেয়ে দ্রুত প্রবৃদ্ধি পুনরুদ্ধার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব হবে। এ-সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেন, উত্তরণের ফলে কমপ্লায়েন্স মানার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এর মাধ্যমে বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বাড়বে। যার ফলে প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি নতুন বাজারে অনুপ্রবেশও সহজ হবে। তবে ঝুঁকি হ্রাসে দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।

ব্যাংক খাত রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে

ব্যাংক খাতের সংস্কার অব্যাহত রাখতে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার সুপারিশ করা হয় প্রতিবেদনে। এতে বলা হয়, ব্যাংক গত অর্থবছরে খেলাপি ঋণ শনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পদক্ষেপ নিয়েছে। এর ফলে গত মার্চ নাগাদ ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার বেড়ে ২৪ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছায়, যা দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাংকগুলোর গড় হার ৭ দশমিক ৯ শতাংশের তুলনায় অনেক বেশি।

এ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছে, যার মধ্যে তারল্য সহায়তা অন্যতম। বর্তমানে নিয়ন্ত্রক কাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলছে, যার লক্ষ্য বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর শাসন ব্যবস্থা ও স্বচ্ছতা জোরদার করা। উদ্যোগগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের জন্য উচ্চস্তরের কৌশল প্রণয়ন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাসন ব্যবস্থা ও কার্যকর স্বাধীনতা বাড়াতে আইনি কাঠামোর সংশোধনী প্রস্তুত করা।

বাহ্যিক খাত

বাহ্যিক খাতের বিষয়ে প্রতিবেদনে বিশ্বব্যাংক বলেছে, প্রবাসী আয় গত অর্থবছরে ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে। রপ্তানি আয় ৮ দশমিক ৮ শতাংশ বেড়েছে; যা মূলত তৈরি পোশাক, চামড়া, প্লাস্টিক, কৃষিপণ্য ও জুতা শিল্পের রপ্তানিকে ভর করে হয়েছে। অন্যদিকে আমদানি ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেড়েছে, যা প্রধানত চাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির কারণে। তবে মূলধনি পণ্য ও যন্ত্রপাতির আমদানি কমেছে, যা বেসরকারি ও সরকারি বিনিয়োগের মন্থরতার ইঙ্গিত দেয়।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, উন্নয়ন সহযোগীদের উল্লেখযোগ্য সহায়তা গত অর্থবছরে আর্থিক হিসাবকে শক্তিশালী করেছে। নিট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ২০ দশমিক ১ শতাংশ বেড়ে ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যদিও এটি মোট জিডিপির মাত্র শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ। এর ফলে সামগ্রিক পরিশোধ ভারসাম্যের উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নতি হয়েছে। আগের বছরের ৪ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ঘাটতি থেকে ৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলারের উদ্বৃত্তে পরিণত হয়েছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে সহায়তা করেছে।

কর-জিডিপি অনুপাত কমেছে

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজস্ব ঘাটতি গত অর্থবছরে কিছুটা বেড়েছে, যার প্রধান কারণ ছিল কর আয়ের মন্থর প্রবৃদ্ধি এবং ভর্তুকি ও সুদ পরিশোধজনিত বর্তমান ব্যয় বৃদ্ধি। তবে আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপির অনুপাতে করের হার ৭ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা প্রথম প্রান্তিকে দুর্বল অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং অর্থবছরের শেষ দিকে কর আদায়ে বিঘ্নতার প্রতিফলন। অন্যদিকে চলতি ব্যয় জিডিপির ৯ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছেছে, যা মূলত জ্বালানি ও কৃষি খাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি এবং উচ্চ সুদ পরিশোধের কারণে।

রাজস্ব ও ব্যাংকিং খাতে বাকি সংস্কারে গুরুত্ব দিতে হবে

সংস্কার প্রসঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে (এনবিআর) কর প্রশাসন থেকে করনীতি পৃথক করা খুব ভালো পদক্ষেপ। এ ছাড়া কর ব্যয়নীতি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গ্রহণের সাম্প্রতিক সংস্কার পদক্ষেপগুলোও সঠিক ছিল। তবে এসব সংস্কারের সুফল নির্ভর করবে ধারাবাহিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ওপর। কিছু নীতি সংস্কার এখনও বাকি রয়েছে, বিশেষ করে ভ্যাট আদায় পদ্ধতি সহজ করা এবং ভ্যাট অব্যাহতির ঘটনা কমানো। এটি সম্ভব হবে রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। করদাতাদের মধ্যে ন্যায্যতাও সৃষ্টি হবে এতে।

একইভাবে ব্যাংকিং খাতে ও প্রস্তাবিত নতুন আমানত সুরক্ষা অধ্যাদেশ আমানত বীমা আদেশকে প্রসারিত করবে। এর ফলে দুর্বল ব্যাংকগুলো দ্রুততার সঙ্গে গ্রাহক আমানত পরিশোধ করতে পারবে এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে পারবে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্যাংকিং খাতে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো আমানত সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে সচল করা এবং জরুরি তহবিলের সংস্থান রাখা। খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং দেউলিয়াত্ব ঠেকাতে আইনি কাঠামো উন্নত করা।

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তিন বিজ্ঞানী

১৪ পৃষ্ঠার পর

এই তিন বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করে। দ্য নোবেল প্রাইজের ওয়েবসাইটে বলা হয়, মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হলেও এটি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত না থাকলে শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ওপর আক্রমণ করতে পারে। মেরি ই. ব্রাঙ্কো, ফ্রেড রামসডেল এবং শিমন সাকাগুচি এমন এক প্রক্রিয়া উদঘাটন করেছেন, যা রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে নিজের শরীরের ক্ষতি করা থেকে বিরত রাখে।

তাদের এই গবেষণা মানবদেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষার মৌলিক ধারণা দিয়েছে, যা ক্যানসার ও অটোইমিউন রোগের নতুন চিকিৎসা উদ্ভাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে জানিয়েছে নোবেল কমিটি।

মেরি ই. ব্রাঙ্কো যুক্তরাষ্ট্রের সিয়াটলের ইনস্টিটিউট ফর সিস্টেমস বায়োলজির সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফ্রেড রামসডেল সান ফ্রান্সিসকোর সোনোমা বায়োথেরাপিউটিকসের বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা এবং শিমন সাকাগুচি জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটির ইমিউনোলজি ফ্রন্টিয়ার রিসার্চ সেন্টারের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

উল্লেখ্য, গত বছর চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ভিক্টর অ্যামব্রোস ও গ্যারি রাভকুন, যাঁরা মাইক্রোআরএনএ এবং জিন নিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার জন্য পুরস্কৃত হন।

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM
ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
ইন্টারেস্ট রেট কম
রি-ফাইন্যান্সিং
ইনভেস্টমেন্ট
প্রি এপ্রোভাল
ফাস্ট ক্লোজিং
মর্টগেজ পরামর্শ
DIRECT LENDER
এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799
MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644
139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

আমার সম্মানেই নোবেল পুরস্কার

৭ পৃষ্ঠার পর

লাখ লাখ জীবন বাঁচিয়েছি.৷, যোগ করেন ট্রাম্প।

এর আগে নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, নোবেল কমিটি শান্তির চেয়ে রাজনীতিকে বেছে নিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র স্টিভেন চুং বলেন,প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শান্তিচুক্তি করে যাবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন এবং প্রাণ বাঁচাবেন। তার হৃদয় একজন মানবতাবাদীর মতো এবং তার মতো আর কেউ কখনো হবে না, যিনি নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরে পাহাড়ও নড়িয়ে দিতে পারেন৷

তিনি আরও বলেন,নোবেল কমিটি প্রমাণ করেছে, তারা শান্তির চেয়ে রাজনীতিকেই বেশি প্রাধান্য দেয়৷

আমি আটটি যুদ্ধ থামিয়েছি

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। মাত্র এক সপ্তাহ আগেই তিনি গাজা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তির ঘোষণা দেন।

তার দাবি, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে তিনি আটটি যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং এজন্য তিনিই শান্তিতে নোবেলের যোগ্য। তবে সম্প্রতি তিনি বলেছিলেন, এবারও হয়তো তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে না।

গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তাদের এক বৈঠকে ট্রাম্প বলেছিলেন,আমি কি নোবেল পুরস্কার পাব? একেবারেই না। ওরা সেটা এমন একজনকে দেবে, যে কিছুই করেনি৷

তিনি আরও বলেন,আমাকে যদি এই পুরস্কার না দেওয়া হয়, তবে সেটা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় অপমান হবে৷

নরওয়ের নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ভেনিজুয়েলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের জন্য সংগ্রামের স্বীকৃতি হিসেবে মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে ২০২৫ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি

৬ পৃষ্ঠার পর

নারীদের টাইলেনল গ্রহণ না করার আহ্বান জানানোর পর বড় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। তাঁদের দাবি ছিল, টাইলেনলের সক্রিয় উপাদান অ্যাসিটামিনোফেন অটিজমের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যদিও এই ঝুঁকির সপক্ষে কোনো প্রমাণিত তথ্য নেই। এর আগে গত ২২ সেপ্টেম্বর কেনেডি ও ট্রাম্প মিলে গর্ভবতী নারীদের টাইলেনল গ্রহণ না করার আহ্বান জানানোর পর বড় রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়। তাঁদের দাবি ছিল, টাইলেনলের সক্রিয় উপাদান অ্যাসিটামিনোফেন অটিজমের ঝুঁকি বাড়াতে পারে, যদিও এই ঝুঁকির সপক্ষে কোনো প্রমাণিত তথ্য নেই।

নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসছে, প্রশাসন

৯ পৃষ্ঠার পর

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। গোলাম পরওয়ার বলেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় গেলে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে এমন ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সবার শিক্ষা নিশ্চিত হয়। দ্বিতীয় কাজ হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠন। তিনি আরও বলেন, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কুরআনের আইনকে সংসদে পাঠাতে হবে এবং কোরআনের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে হবে। এজন্য তিনি 'দাঁড়িপাল্লায়' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

চীনের তৈরি ২০টি জে-১০ সিই

৮ পৃষ্ঠার পর

যুদ্ধবিমানের মূল্য ২০৩৫-২০৩৬ অর্থবছর পর্যন্ত ১০ বছরে পরিশোধ করতে হবে। এই ৪.৫ প্রজন্মের মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট কেনা, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য খরচসহ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ২২০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৭,০৬০ কোটি টাকা।

জে-১০ সিই জঙ্গিবিমান মূলত চীনের বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত জে-১০সি-এর রপ্তানি সংস্করণ। প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় থেকে তৈরি করা সম্ভাব্য খরচের হিসাব অনুযায়ী, প্রতিটি ফাইটার জেটের মূল্য ৬ কোটি ডলার প্রাক্কলন করা হয়েছে, এতে ২০টি বিমানের মোট মূল্য দাঁড়ায় ১২০ কোটি ডলার বা প্রায় ১৪,৭৬০ কোটি টাকা।

স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি কেনা এবং পরিবহন খরচ বাবদ আরও ৮২ কোটি ডলার বা ১০ হাজার ৮৬ কোটি টাকা যোগ হবে। এর সঙ্গে বীমা, ভ্যাট, এজেন্সি কমিশন, পূর্ত কাজসহ অন্যান্য খরচ যোগ করলে মোট ব্যয় হবে ২২০ কোটি ডলার।

উল্লেখ্য, গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে পাকিস্তান এই যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ফ্রান্সের তৈরি ভারতের একাধিক রাফায়েল যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করেছিল (যদিও তা স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি), যার ফলে জে-১০ সিই বিশ্বজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে আসে।

'জুলাই জাতীয় সনদ' সই ১৫-র

৯ পৃষ্ঠার পর

এটি সাপ্তাহিক ছুটির দিনে আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

বৈঠকে জানানো হয়, জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের প্রতিনিধি ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা আমন্ত্রিত থাকবেন। এ সময় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

এর আগেগত ৯ অক্টোবরবৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদ ভবনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কার্যালয়ের সভাকক্ষে কমিশনের এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সভায় জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশনের পাঁচটি বৈঠকে উঠে আসা মতামত বিশ্লেষণ করা হয়।

বৈঠকে আশা প্রকাশ করা হয়, বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলগুলো থেকে আসা অভিমতগুলো বিশ্লেষণ করে শিগগির বাস্তবায়নের উপায় সংক্রান্ত সুপারিশ এবং চূড়ান্ত করা জুলাই সনদ সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

বৈঠকে কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও বৈঠকে অংশ নেন।

উপদেষ্টাদের 'সেফ এক্সিট' প্রসঙ্গ

৯ পৃষ্ঠার পর

পালিয়ে বাঁচতে চান। নাহিদ কিংবা সারজিস সেই বিষয়টিই বলেছেন৷

তবেসেফ এক্সিট-এর প্রসঙ্গ তুললেও নাহিদ বা সারজিস কেউই সুনির্দিষ্ট কোনো উপদেষ্টার নাম উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে মন্তব্যের জন্য বিবিসি বাংলা তাদের দুজনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তারা কেউ ফোন ধরেননি।

এদিকে, উপদেষ্টাদের কেউ কেউ সত্যিই কিসেফ এক্সিট খুঁজছেন- বুধবার (৮ অক্টোবর) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মুখোমুখি হন পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন,নাহিদ ইসলামের বক্তব্যটা স্পেসিফিক হলে হয়তো সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলা যেত। এখানে তো সরকারের বক্তব্য দেওয়ার তো সুযোগ নেই৷

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উপদেষ্টাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা নিশ্চয়ই একটি বিষয়, তবেসেফ এক্সিট-এর প্রসঙ্গ আসলে সেটি মূলত এক ধরনের অনিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

সমুদ্রপথে ইতালিতে আসা

৮ পৃষ্ঠার পর

এসেছে ইরিত্রিয়া ও মিশর থেকে। এই সংখ্যা যথাক্রমে সাত হাজার ৯০ জন ও ছয় হাজার ৫৫৮ জন।

পাকিস্তান, সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও টিউনিশিয়া থেকেও কয়েক হাজার মানুষ এ সময় ইতালিতে পাড়ি জমিয়েছেন। অন্যান্য দেশের মধ্যে রয়েছে ইরান, সিরিয়া, গিনি, আলজেরিয়া, নাইজেরিয়া, মালি ও আফগানিস্তান। আরও কিছু অভিবাসীর পরিচয় যাচাইয়ের কাজ এখনো চলমান।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০২৫ সালের মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়টিই ছিল অভিবাসনের প্রধান মৌসুম। মে মাসে সাত হাজার ১৭৮ জন, জুনে সাত হাজার ৮৯ জন, জুলাইয়ে ছয় হাজার ৪৮৭ জন, আগস্টে ছয় হাজার ১৪৬ জন এবং সেপ্টেম্বর মাসে সর্বোচ্চ আট হাজার ৩১৫ জন অভিবাসী ইতালিতে পৌঁছান। অক্টোবরের প্রথম দিক পর্যন্ত আগমন প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, অভিভাবকহীন অপ্রাপ্তবয়স্ক একক অভিবাসীর সংখ্যাও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট নয় হাজার ১৫৬ জন শিশু ইতালিতে পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সামান্য বেশি হলেও ২০২৩ সালের উল্লিখিত সময়ের তুলনায় অনেক কম। ২০২৪ সালের এই সময়ে আট হাজার ৭৫২ শিশু এবং ২০২৩ সালে ১৮ হাজার ৮২০ শিশু ইতালিতে পৌঁছেছিল।

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, ইউরোপীয় সীমান্তে নিয়ন্ত্রণ আরোপ আরও কঠোর হলেও বাংলাদেশিদের আগমনের ক্ষেত্রে তার প্রভাব তেমন পড়েনি। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

টাইমের শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনের তালিকায়

৮ পৃষ্ঠার পর

করতে পারে, যা শরীর নিজে থেকে করতে পারে না। বাংলাদেশী শিশুদের নিয়ে পরিচালিত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে দেখা গেছে, এমডিসিএফ-২ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম পুনর্গঠনে সক্ষম এবং এর প্রভাব অন্ত্রের বাইরেও বিস্তৃত।'

ড. তাহমিদ আহমেদ বলেন, 'এ স্বীকৃতি আমাদের জন্য গভীর অনুপ্রেরণার উৎস। এটি প্রমাণ করে, বিজ্ঞান ও মানবিক সহমর্মিতা একত্র হলে বিশ্বের জটিল স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব। স্থানীয়ভাবে তৈরি, সাশ্রয়ী এ সমাধান কোটি কোটি অপুষ্টিগ্রস্ত শিশুকে শুধু বাঁচিয়ে রাখতেই নয়, বরং পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে পারে।'

বিগত বছরগুলোতে কিছু অগ্রগতি হলেও বিশ্বজুড়ে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুর প্রায় অর্ধেকের জন্য দায়ী অপুষ্টি। যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এ সমস্যা আরো ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, ফলে কোটি কোটি শিশু খর্বতা ও কৃশতার ঝুঁকিতে রয়েছে। এমডিসিএফ-২ পুষ্টি কর্মসূচিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে বিশ্বজুড়ে অপুষ্টি রোধ ও চিকিৎসার পদ্ধতিকে আমূল বদলে দেয়ার সম্ভাবনা রাখে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান, মালি ও তানজানিয়ায় এ খাবার নিয়ে বৃহৎ পরিসরে গবেষণা চলছে।

চীনা পণ্যে আরও ১০০ শতাংশ শুল্কের ঘোষণা ট্রাম্পের, অস্থির বিশ্ববাজার

৫ পৃষ্ঠার পর

মতো শত শত কোটি ডলারের চীনা পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নির্ভরতা রয়েছে। অন্যদিকে চীনও যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ রপ্তানি বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম।

গত বছর শুল্কের হার যখন ১৪৫ শতাংশে পৌঁছেছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়ায় ট্রাম্প প্রশাসন ইলেকট্রনিকস পণ্যের ওপর এই শুল্কের হার কমিয়ে ২০ শতাংশ করেছিল। সেই পদক্ষেপ ছিল প্রকারান্তরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিজেদের আরোপিত শুল্কের অর্থনৈতিক যন্ত্রণা স্বীকার করে নেওয়া। এরপর গত মে মাসে উভয় দেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে সম্মত হয়েছিলচীন মার্কিন পণ্যে শুল্ক ১২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশে এবং যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে শুল্ক ১৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে নামিয়ে এনেছিল। এই চুক্তিকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের পুঁজিবাজারে উল্লম্ফন দেখা গিয়েছিল।

ট্রাম্প দাবি করেছেন, চীনের বাণিজ্যিক শত্রুতা 'আকস্মিকভাবে' শুরু হয়েছে। তবে কয়েক মাস ধরে উত্তেজনা ধীরে ধীরে বাড়ছিল। চুক্তি অনুযায়ী চীন বিরল খনিজের সরবরাহ বাড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় ট্রাম্প একাধিকবার তাদের চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত করেন।

পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে চীনের কাছে এনভিডিয়ার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপসহ কিছু আমেরিকান প্রযুক্তি পণ্যের বিক্রি সীমিত করেছিল। যদিও পরে এর অনেকগুলোতে ছাড় দেওয়া হয়। সর্বশেষ উত্তেজনা শুরু হয় যখন ট্রাম্প প্রশাসন ঘোষণা করে যে চীনা মালিকানাধীন বা পরিচালিত জাহাজে পরিবাহিত পণ্যের ওপর মাশুল আরোপ করা হবে। চীনও সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন জাহাজের ওপর একই ধরনের পাল্টা মাশুল কার্যকর করে।

তবে ট্রাম্পের এই ধরনের শুল্ক আরোপের ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টে একটি ঐতিহাসিক মামলার রায়ের ওপর নির্ভর করছে। শিগগির এই রায় ঘোষণা করা হতে পারে। বিষয়টি আদালতে গড়ানোয় এই বাণিজ্যযুদ্ধের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

হোম কেয়ার
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো
যোগাযোগ
নিম্মি নাহার
মোবাইলঃ 646-982-9938

আমরা প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া হোম কেয়ারের ব্যবস্থা করে থাকি
87 47 164th Street, Jamaica, NY 11432
nimmeusa@gmail.com
+1 (646) 982-9938
www.shahabsagor.com

মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক তৎপরতায় দুই

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ও অর্থ না পেলে ইসরায়েল গাজায় গণহত্যার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত না, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করতে পারত না কিংবা ইয়েমেনে বারবার বিমান হামলা চালাতেও সক্ষম হতো না। এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করেছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞও। তাঁদের মতে, গাজা এবং পুরো অঞ্চলে ইসরায়েলের যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে পারত না যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক ও কূটনৈতিক সহায়তা ছাড়া।

মধ্যপ্রাচ্য কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ফেলো ওমর এইচ রহমান আল জাজিরাকে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ইসরায়েল গাজা কিংবা অঞ্চলের অন্য কোথাও যুদ্ধ চালাতে পারত না। এ সহায়তা সব দিক থেকেই অপরিহার্য।'

শুধু গাজাতেই ইসরায়েলের হামলায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৭ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৯ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অগণিত মানুষ চাপা পড়ে আছে। এ ছাড়া ইয়েমেনে বিমান হামলায় ইসরায়েল কয়েক শ মানুষকে হত্যা করেছে। গত জুনে ইরানে হামলায় নিহত হয় হাজারের বেশি মানুষ।

মধ্যপ্রাচ্য কাউন্সিল অন গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্সের ফেলো ওমর এইচ রহমান আল জাজিরাকে বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ইসরায়েল গাজা কিংবা অঞ্চলের অন্য কোথাও যুদ্ধ চালাতে পারত না। এ সহায়তা সব দিক থেকেই অপরিহার্য।'

শুধু গাজাতেই ইসরায়েলের হামলায় ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৭ হাজার ১৬০ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১ লাখ ৬৯ হাজার ৬৭৯ জন। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনো অগণিত মানুষ চাপা পড়ে আছে। এ ছাড়া ইয়েমেনে বিমান হামলায় ইসরায়েল কয়েক শ মানুষকে হত্যা করেছে। গত জুনে ইরানে হামলায় নিহত হয় হাজারের বেশি মানুষ।

দুই বছর আগে হামাসের নেতৃত্বে ইসরায়েলে হামলায় ১ হাজার ১৩৯ জন নিহত হয়। বন্দী হন দুই শতাধিক। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজা ধ্বংস করে দেয়। একই সঙ্গে অঞ্চলের যেকোনো বিরোধী শক্তিকে লক্ষ্য করে বৃহত্তর যুদ্ধ শুরু করে। তারা পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমে হামলা বাড়ায়, লেবাননে ৪ হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দেয়। লেবানন ও সিরিয়ার ভূমি দখল করে। দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে বোমা মারে এবং ইরানের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইয়েমেনের হুতিদের সঙ্গেও সংঘাতে নামে। গবেষকেরা বলছেন, এসব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইসরায়েলের স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার প্রয়োজন হয়েছিল।

'ইউএস মিলিটারি এইড অ্যান্ড আর্মস ট্রান্সফার্স টু ইসরায়েল, অক্টোবর ২০২৩সেপ্টেম্বর ২০২৫' শিরোনামের প্রতিবেদনে কুইন্সি ইনস্টিটিউটের সিনিয়র গবেষক উইলিয়াম ডি হার্টাং লিখেছেন, 'বর্তমান ও ভবিষ্যতের বিপুল ব্যয় বিবেচনায় পরিষ্কার, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ, অস্ত্র আর রাজনৈতিক সহায়তা ছাড়া ইসরায়েল গাজায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে কিংবা অন্যত্র সামরিক কর্মকাণ্ড বাড়িয়েছে, তা সম্ভব হতো না।'

এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে 'কস্ট অব ওয়ার প্রজেক্ট' ও কুইন্সি ইনস্টিটিউট। কুইন্সি নিজেদের পরিচয় দেয় এমন এক প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যারা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে অবিরাম যুদ্ধ থেকে কূটনীতি ও সংযমের দিকে নিয়ে যেতে চায়। হার্টাংয়ের প্রতিবেদন এবং হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের বাজেট বিশেষজ্ঞ লিন্ডা জে বিলমেসের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা এবং অঞ্চলে নিজেদের সামরিক কর্মকাণ্ডে মোট ৩১ দশমিক ৩৫ থেকে ৩৩ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করেছে।

এতে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া ইসরায়েল একাধিক ফ্রন্টে দুই বছর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারত না। বিশ্লেষকেরাও এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। ওমর এইচ রহমান বলেন, 'ইসরায়েল যা কিছু ঘটিয়েছে, তা যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ছাড়া সম্ভব নয়। ইসরায়েল বিপুল পরিমাণ বোমা ফেলেছে। কিছু অস্ত্র তারা নিজেরা বানালেও বোমা তৈরি করে না। তাই যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া তাদের এসব ফেলার উপায় নেই।'

ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় সমর্থক সব সময়ই যুক্তরাষ্ট্র। বিদেশি সাহায্যের ক্ষেত্রে ইসরায়েল সবচেয়ে বড় বার্ষিক প্রাপক (প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার) এবং সবচেয়ে বড় মোট প্রাপকও (২০২২ পর্যন্ত ১৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি)। প্রশাসন বদলালেও এই সমর্থনে পরিবর্তন আসেনি। হার্টাংয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং তাঁর উত্তরসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনই বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি করেছেন। এসব অস্ত্র ও সেবা আগামী বছরগুলোতে টাকার বিনিময়ে সরবরাহ করা হবে।

ওমর এইচ রহমান বলেন, 'এটাই হলো আসল চিত্রড়একটি দেশ যেটি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ধারাবাহিকভাবে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে আসছে, তাকে গণতান্ত্রিক পশ্চিমা বিশ্ব কোনো প্রশ্ন ছাড়াই সমর্থন দিয়েছে।'

তবে যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলকে সমর্থনের প্রবাহ ধীরে ধীরে বদলাচ্ছে। গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে যখন গবেষকেরা গণহত্যা বলছেন, তখন মার্কিন জনগণের বড় অংশ ইসরায়েলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। আমেরিকান ইহুদিদের মধ্যেও এ বিরূপতা বাড়ছে। ওয়াশিংটন পোস্টের এক জরিপ অনুযায়ী, ১০ জনের মধ্যে চারজন ইহুদি বিশ্বাস করেন, ইসরায়েল গণহত্যা চালাচ্ছে। ৬০ শতাংশের বেশি মনে করেন, গাজায় যুদ্ধাপরাধ করেছে ইসরায়েল।

বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রবণতা ভবিষ্যতে মার্কিন রাজনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসির নির্বাহী সহসভাপতি ম্যাট ডাস বলেন, 'কিছু সাবেক বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তা হয়তো ভাবছেন, বিষয়টি তাঁদের মোকাবিলা করতে হবে না। কিন্তু তারা ভুল করছেন। ২০২৮ সালের নির্বাচনে কোনো ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এড়িয়ে যেতে পারবে না যে, বাইডেন প্রশাসন গণহত্যা ঘটিয়েছে এবং এতে সহায়তা করেছে।'

যুক্তরাষ্ট্রে সমালোচকেরা বলছেন, এই বিপুল অর্থসাহায্যের কারণে সাধারণ আমেরিকানরা হতাশ। কারণ, তাঁদের করের টাকা ইসরায়েলের যুদ্ধে ব্যয় হচ্ছে। ম্যাট ডাস বলেন, 'বাজেট আসলে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বিষয়। অথচ আমেরিকানদের সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা সবচেয়ে দুর্বল। তবু ইসরায়েলের যুদ্ধে সহায়তা দিতে বিলিয়ন ডলার বের করা হয়। যে কেউ পারিবারিক বাজেট বোঝে, সে বুঝতে পারবে, বিষয়টি কতটা অন্তঃসারশূন্য।'

তিনি যোগ করেন, 'এ শুধু ইসরায়েলের স্বার্থ নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শিল্প জটিলতার স্বার্থও বটে। কারণ এই সহায়তার বড় অংশ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো পাচ্ছে। তারা বিপুল মুনাফা করছে, হাতিয়ে নিচ্ছে অস্ত্র বিক্রির বাজার।'

টেনেসিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত

৬ পৃষ্ঠার পর

অবস্থিত 'অ্যাকিউরেট অ্যানার্জেটিক সিস্টেমস' নামের একটি প্রতিষ্ঠানে। ন্যাশভিল শহর থেকে ওই স্থান প্রায় ৯৭ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এটি আটটি ভবনে বিস্তৃত একটি স্থাপনা। এখানে সামরিক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক তৈরি ও পরীক্ষা করা হয়।

স্থানীয় শেরিফ ক্রিস ডেভিস এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, 'আমাদের বেশ কয়েকজন কর্মী এখনো নিখোঁজ। আমরা পরিবারগুলোর প্রতি সহানুভূতিশীল থাকার চেষ্টা করছি। কয়েকজনের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে।' তবে কতজন মারা গেছে, তা তিনি প্রকাশ করেননি। বিস্ফোরণের কারণও এখনো নির্ধারণ করা যায়নি। তদন্তে কয়েক দিন সময় লাগতে পারে বলে জানিয়েছেন শেরিফ।

স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেল ডব্লিউটিভিএফের আকাশ থেকে তোলা ফুটেজে দেখা গেছে, পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত কারখানাটির একটি ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। চারপাশে শুধু ছাই হয়ে যাওয়া ধ্বংসাবশেষ ও পোড়া গাড়ির খোলস পড়ে রয়েছে। শেরিফ ডেভিস জানান, বড় ধরনের বিস্ফোরণের ঝুঁকি না থাকলেও ছোট ছোট বিস্ফোরণ এখনো শোনা যেতে পারে।

হিকম্যান কাউন্টির জরুরি বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, অব্যাহত বিস্ফোরণের কারণে উদ্ধারকর্মীরা প্রাথমিকভাবে ভবনের ভেতরে ঢুকতে পারেননি। আহতদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

নিকটবর্তী শহর ম্যাকইওয়েনের মেয়র ব্র্যাড র্যাচফোর্ড এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এটি আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য একটি বড় ট্র্যাজেডি।'

লবেলভিল এলাকার বাসিন্দারা জানান, বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই জোরালো ছিল, তাঁদের বাড়িঘর কেঁপে ওঠে। কেউ কেউ বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরায় সেই শব্দ রেকর্ডও করেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা জেন্ট্রি স্টোভার বলেন, 'আমি ঘুম থেকে উঠে ভাবলাম আমার ঘর ভেঙে পড়েছে। কয়েক সেকেন্ড পর বুঝলাম, নিশ্চয়ই শব্দটি অ্যাকিউরেট অ্যানার্জেটিকের দিক থেকেই এসেছে।'

টেনেসির জরুরি ব্যবস্থাপনা এজেন্সি জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে আহতের খবর পাওয়া গেছে। তবে সঠিক সংখ্যা এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। তদন্ত এবং উদ্ধার অভিযান চলছে।

ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কার উৎসর্গ করলেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো

৭ পৃষ্ঠার পর

করেছে। নোবেল প্রাপ্তির সংবাদ জানার পর প্রতিক্রিয়ায় মাচাদো বলেন, আমি মর্মাহত। আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না। এটি ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রাপ্য। আমি কেবল একটি বৃহৎ আন্দোলনের অংশ। এই স্বীকৃতি আমাকে কৃতজ্ঞ ও সম্মানিত করেছে।

তিনি বলেন, ভেনেজুয়েলা এখন স্বাধীনতা এবং এই অঞ্চলের শান্তি অর্জনের একেবারে কাছাকাছি, যদিও এই পথে আমরা সবচেয়ে নৃশংস সহিংসতা দেখেছি।

চলতি বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ৩৩৮টি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৯৪টি সংগঠনের সম্মাননার জন্য। মনোনয়নের তালিকায় ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম। শেষ পর্যন্ত ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলনেত্রী মারিয়াকেই এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কার দিচ্ছে নোবেল কমিটি।

কেন তাঁকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান জর্জেন ওয়াটনে ফ্রাইডনেস জানান, ভেনেজুয়েলার বিরোধীদল এক কালে দ্বিধাবিভক্ত ছিল। তাদের একত্রিত করার কৃতিত্ব মারিয়ার। বিরোধীদলগুলিকে একত্রিত করে অবাধ নির্বাচন এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের দাবি তুলে ধরেছেন তিনি। তাঁর এই কৃতিত্বকে সম্মান জানাতেই তাঁকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে বলে জানায় নোবেল কমিটি।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস
একটি অভিজ্ঞ ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান • IRS E-file Provider

একাউন্টিং
- ইনকামট্যাক্স, ব্যক্তিগত (All States) কর্পোরেশন
- পার্টনারশীপ ট্যাক্স দক্ষতার সহিত নির্ভূলভ ও
- আইন সংগতভাবে প্রস্তুত করা হয়।
- বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন করা হয়।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এফিডেভিট অব সাপোর্ট সহ যাবতীয় ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে কাজ করা হয়। এছাড়াও নোটারী পাবলিক, ফ্যাক্স সার্ভিস, দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন ষ্টেটের কাষ্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

আমাদের রয়েছে ২২ বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং কাষ্টমারদের অভিযোগমুক্ত সন্তুবজনক সেবা

যোগাযোগ: এম.এ.কাইয়ুম
আমরা সপ্তাহে ৫ দিন সোম থেকে শুক্রবার পুরো বছর সার্ভিস দিয়ে থাকি
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০
ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১, Email: snsmaq@aol.com

ট্রাম্প নন, শান্তিতে নোবেল জিতলেন মারিয়া কোরিনা

৭ পৃষ্ঠার পর

অবিরাম সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পেলেন তিনি।

এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনিজুয়েলার বিরোধীদলীয় নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, ভেনিজুয়েলার জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার প্রচার এবং স্বৈরশাসন থেকে ন্যায়ভিত্তিক ও শান্তিপূর্ণ গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামের জন্য তার অবিরাম সংগ্রামের স্বীকৃতিস্বরূপ এই সম্মাননা পেয়েছেন তিনি।

আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ও বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টায় নরওয়ের রাজধানী অসলোর নোবেল ইনস্টিটিউট থেকে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয়। নোবেল কমিটির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব লাইভে এই ঘোষণা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

তবে এবারের পুরস্কারকে ঘিরে আলোচনার কেন্দ্রে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করে আসছেন যে তিনি একাই বিশ্বের আটটি যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে এ বছরের নোবেল পুরস্কারটি তারই প্রাপ্য এবং তিনি এ পুরস্কার না পেলে তা আমেরিকার জন্য বড় অপমান হবে।

নরওয়ের নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভেনিজুয়েলা একসময় অপেক্ষাকৃত গণতান্ত্রিক ও সমৃদ্ধ দেশ ছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি এক নিষ্ঠুর, কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যা ভয়াবহ মানবিক ও অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে। সাধারণ মানুষ যখন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তখন মুষ্টিমেয় শাসক নিজেদের সম্পদ বাড়াচ্ছে। রাষ্ট্রের সহিংস দমনযন্ত্র দেশের নাগরিকদের ওপর প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রায় ৮০ লাখ মানুষ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

এই কঠিন পরিস্থিতিতে বিরোধী দলকে পরিকল্পিতভাবে দমন করা হয়েছে—নির্বাচনী কারচুপি, আইনি হয়রানি এবং কারাবরণের মাধ্যমে।

গণতান্ত্রিক উন্নয়নের জন্য নিবেদিত সংগঠন সুমাতে-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মারিয়া করিনা মাচাদো ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে কাজ করেছেন। তিনি একবার বলেছিলেন, “এটা ছিল বুলেটের বদলে ব্যালটের লড়াই।” এরপর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক পদ এবং সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও জনগণের প্রতিনিধিত্বের পক্ষে সর্বদা সোচ্চার থেকেছেন।

২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল জাপানি সংগঠন নিহন হিদানকিয়ো। পরমাণু অস্ত্র হামলায় বেঁচে যাওয়া মানুষদের নিয়ে গঠিত এই সংগঠন বিশ্বকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তার স্বীকৃতি হিসেবে তাদের নোবেল দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, নোবেল পুরস্কারের যাত্রা শুরু হয় সুইডিশ রসায়নবিদ ও উদ্যোক্তা আলফ্রেড নোবেলের হাত ধরে। ডিনামাইট আবিষ্কার করে তিনি বিপুল সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন, তার অর্জিত সম্পদ মানবকল্যাণে অসাধারণ অবদান রাখা ব্যক্তিদের স্বীকৃতির জন্য ব্যয় হবে।

প্রতিবছর চিকিৎসা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে অসামান্য অবদানের জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, সাহিত্যে নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

আলফ্রেড নোবেলের উইল অনুসারে, প্রতি বছর নরওয়ের সংসদ দ্বারা নির্বাচিত পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে। জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন, সামরিক বাহিনীর বিলুপ্তি বা হ্রাস এবং শান্তি সম্মেলনের আয়োজন ও প্রসারে যিনি সবচেয়ে বেশি বা সেরা কাজ করেছেন, তাকেই এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

অর্থনীতিতে বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হবে ১৩ অক্টোবর।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হবে ১০ ডিসেম্বর, আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে। বিজয়ীরা পাবেন ১ কোটি ১০ লাখ সুইডিশ ক্রোনর (প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ ডলার সমমূল্য) অর্থ, সঙ্গে থাকবে ১৮ ক্যারেটের সোনার পদক ও একটি সম্মাননাপত্র। প্রতিটি শাখায় সর্বোচ্চ তিনজনকে যৌথভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে।

নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকায় কুরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলার্স এর যাত্রা শুরু

পরিচয় ডেস্ক: পবিত্র কোরআনের আলোকে জীবন গড়ায় উত্তর আমেরিকায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা। সংগঠনটি মনে করছে উত্তর আমেরিকায় মুসলিম কমিউনটির সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটিতে ইসলামিক স্কলারের বড় অভাব। পাশাপাশি নানা কারনে ইসলামিক নেতৃত্বও গড়ে উঠছে না। মুসলিম কমিউনিটির সেই প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে মুনা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এজন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'কুরআন একাডেমী ফর ইয়ং স্কলার্স' (কাফিস)।

ইতিমধ্যেই কাপিস-এর জন্য নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের জামাইকায় (১৬৬-১৫ ৮৯ এভিনিউ) বিশালাকারের একটি ভবন সহ জায়গা ক্রয় করা হয়েছে। আগামীতে পুরতন ভবনটি ভেঙ্গে সুবিশাল ভবন তৈরীর মাধ্যমে একটি আধুনিক একাডেমী ভবন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই উদ্যোগে ইমিধ্যেই যারা আর্থিক

অনুদান দিয়ে বা কর্জে হাসানা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সেইসব দাতাদের সম্মানে গত ৪ অক্টোবর শনিবার সন্ধ্যায় একাডেমী ভবনে 'ডোনার অ্যাপ্রিসিয়েশন ডিনার' পার্টিও আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে কাফিস প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, পরিকল্পনা আর ভবিষ্যত কর্মসূচী স্লাইড শো'র মাধ্যমে তুলে ধরেন মুনা'র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও কাফিস-এর জ্যামাইকা শাখার ট্রাষ্টিবোর্ডের চেয়ারম্যান হারুন-অর রশীদ। একাডেমীটি প্রতিষ্ঠায় সবার অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করে বক্তব্য রাখেন মুনা'র ন্যাশনাল সেক্রেটারী আরমান চৌধুরী, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন, ইকনা মার্কাস মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি আব্দুল জব্বার, মুনা'র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও কাফিস-এর চেয়াম্যান মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, ইকনা মসজিদের ইমাম মওলানা সাইদুর রহমান, পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টারের ট্রাষ্টিবোর্ড মেম্বার মাহমুদুল হাসান, মুনা নিউইয়র্ক নর্থ জোনের সভাপতি রাশেদুজ্জামান, মুনা নিউইয়র্ক সাউথ জোনের সভাপতি মোহাম্মাদ এমদাদ উল্লাহ, মুনা লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের সভাপতি আফজালুর নূর মুন, মুনা জ্যামাইকা ইস্ট চ্যাপ্টারের সভাপতি মাসুদ খান, মুনা জ্যামাইকা ওয়েস্ট চ্যাপ্টারের সেক্রেটারী শহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

মুনা নর্থ জোনের সেক্রেটারী মমিনুল ইসলাম মজুমদারের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা তোহা আমীন খান এবং ইসলামী সঙ্গীত পরিবেশন করেন আরাফাত রহমান। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে উপস্থিত একজন নারী কাফিস প্রতিষ্ঠায় দেয়া তার ২০ হাজার ডলারের কর্জে হাসানা পুরোপুরি অনুদান হিসেবে ঘোষণা দেন। অপর একজন নারী তার সোনার গহনা দান করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। খবর ইউএনএ'র।

বাংলাদেশে তরল গ্যাস আনা জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের

৪৮ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কাতেও জ্বালানি পণ্য সরবরাহ করা হয়েছিল। মার্কিন অর্থ বিভাগীয় সংস্থা অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (ওএফএসি) বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এই নতুন পদক্ষেপের ঘোষণা করে। ওএফএসি-এর মতে, ইরানের 'আর্থিক প্রবাহ কমানো' এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃক সন্ত্রাসী হিসেবে মনোনীত গোষ্ঠীগুলোর অর্থায়ন বন্ধ করার নীতির অংশ হিসেবে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসা জাহাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলো ইরানের এলপিজি-র দুটি চালান বাংলাদেশে সরবরাহ করেছে। এছাড়া, বর্তমানে চলমান অন্যান্য পরিবহন কার্যক্রমের বিষয়টিও জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'এই চক্রের সহায়তায় ইরান বিলিয়ন ডলারের পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য রপ্তানি করছে, যা দেশটির সরকারের জন্য একটি বড় রাজস্ব উৎস।'

মিশরে 'শান্তি সম্মেলন', যোগ দিচ্ছেন ট্রাম্প, থাকছেন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

অক্টোবর) মিশরের শারম আল-শেখ শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে পারে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি আয়োজিত এই সম্মেলনে জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, সৌদি আরব ও কাতারসহ ইউরোপ ও আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতারা অংশ নেবেন। তবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এতে যোগ দেবেন না বলে জানা গেছে।

এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য হলোড়্ট্রাম্পের গাজা শান্তি পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন তৈরি করা, বিশেষ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজার ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও পুনর্গঠন নিয়ে আলোচনা করা।

হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গেছে, ট্রাম্প আগামী সোমবার ইসরায়েল সফর করবেন। সেখানে তিনি দেশটির পার্লামেন্ট 'নেসেটে' ভাষণ দেবেন এবং জিম্মি থাকা ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। এরপরই তিনি মিশরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট সিসির সঙ্গে বৈঠক এবং শান্তি সম্মেলনের স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গাজা যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব

৪৮ পৃষ্ঠার পর

'দ্য সোর্স' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক কাইটলান কলিন্সকে জোহরান বলেন, যুদ্ধবিরতির খবর তাঁকে আশাবাদী করেছে। জোহরান আরও বলেন, 'হোক হামাসের ৭ অক্টোবরের হামলা বা ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েল সরকারের জাতিগত নিধনড়এই চুক্তি কখনোই গত কয়েক বছরের দুর্দশা মুছতে পারবে না। আমরা যা বলার চেষ্টা করছি, তা হলো কোনো চুক্তিই ধ্বংসস্তূপকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবে না বা সবকিছু স্বাভাবিক করতে পারবে না।' গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনকে প্রায়ই জাতিগত নিধন বলে উল্লেখ করেছেন জোহরান মামদানি; যদিও এ ধরনের অভিযোগ বারবারই অস্বীকার করেছে ইসরায়েল। ৭ অক্টোবরের হামলার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে দেওয়া বিবৃতিতে জোহরান হামাস, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিন্দা করেন। তিনি গাজা যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলের সহযোগী বলেও আখ্যা দিয়েছেন। জোহরান সিএনএনকে বলেন, 'জাতিগত নিধন বন্ধ হলে এবং জিম্মিরা মুক্তি পেলে এটি (ট্রাম্পের ভূমিকা) প্রশংসার যোগ্য বলে আমি মনে করি। এই দুটি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে।'

প্রচারে নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল গাজা যুদ্ধ। সাম্প্রতিক মাসগুলোয় নির্বাচনী এলাকায় তাঁর প্রতি ইহুদিদের সমর্থন বেড়েছে। তিনি ইহুদি বিদ্বেষের বিরুদ্ধের লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

এনআইডি নিলে প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রয়োজন

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান ও আতোয়ারুল আলমসহ অধিকাংশ ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মোজাম্মেল হক বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের পাসপোর্টধারী এবং যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী তাদের সন্তানের বয়স ১৮ বছর হলে এনআইডি

কার্ড পাবেন। এনআইডির জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় হচ্ছে, বাংলাদেশের সরকারী ভাবে ইস্যু করা জন্ম সনদ, মেয়াদ আছে কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ বাংলাদেশের পাসপোর্ট, নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পুরণ করা এনআইডি আবেদন পত্র, ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ও বায়োমেট্রিকস এর জন্য কনসুলেটের এপয়েন্টমেন্ট। কন্সাল জেনারেল আরো বলেন শুরুতে তাঁরা দিনে ১৫টির মত আবেদন প্রসেস করলেও বর্তমানে দিনে গড়ে ৭০-৭৫টি আবেদন প্রসেস করা সম্ভব। প্রয়োজনে উইকএন্ড এবং অন্যান্য ছুটির দিনেও প্রবাসীদের জন্য এনআইডি সেবা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে বলেরও তিনি জানান। তবে যারা আসন্ন নির্বাচনে ভোট প্রদান করতর চান তাঁদের আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে এনআইডি ও ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার কাজ সম্পন্ন করতে হবে ।

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে স্বর্ণের দাম, আন্তর্জাতিক

৪৮ পৃষ্ঠার পর

রাখে। যদি একটি বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২০ হাজার ডলারের বেশি হতে পারে, তবে স্বর্ণের দাম ৫ হাজার ডলার ছোঁয়া অস্বাভাবিক নয়।'

ওজকারদেস্কায়ার মতে, চীনের গোল্ডেন উইক ও ভারতের বিয়ের মৌসুমে খুচরা চাহিদা থাকলেও, স্বর্ণের উত্থানের মূল কারণ বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তা।

এদিকে বাংলাদেশের বাজারেও প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের স্বর্ণের দাম পড়বে ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা। এছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৯৯ হাজার ৫৯৪ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ১ লাখ ৭১ হাজার ৮৮ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ লাখ ৪২ হাজার ৩০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৯৮১ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৪ হাজার ৭৪৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৪ হাজার ৭১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ হাজার ৫৬ টাকা।

কেন বাড়ছে সোনার মূল্য এবং এর পেছনের আসল কারণ

আমাদের সমাজে এমন খুব কম জিনিস আছে যেটার প্রতি মানুষের আগ্রহ যুগের পর যুগ ধরে একই রকম রয়ে গেছে, স্বর্ণ তার মধ্যে অন্যতম। বাড়িতে কোনো বিয়ে বা উৎসব মানেই স্বর্ণ কেনার ধুম। মা বা খালার স্বর্ণের গয়নার বাক্স যেন একেকটা ঐতিহাসিক স্মৃতির পাত্র। শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, স্বর্ণকে বরাবরই ধরা হয় নিরাপদ সম্পদ হিসেবে।

স্বর্ণের প্রতি এই ভালোবাসা শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর প্রায় সব সংস্কৃতিতেই সোনার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। হিন্দু বিয়ে হোক কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের উপহার সংস্কৃতি, সবখানেই সোনা এক সম্মানের প্রতীক। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় মানুষ যখন ব্যাংকে টাকা রাখতে ভয় পায়, তখন তারা ভরসা রাখে সোনার উপর। এটাই সোনাকে অন্য যেকোনো পণ্য থেকে আলাদা করে।

স্বর্ণ কখনো শুধু ধাতু ছিল নাড়এটা ছিল রাজপ্রাসাদের গর্ব, যুদ্ধের লুট, কিংবা প্রেমের প্রতীক। ইতিহাস ঘাটলেই দেখা যায়, রোমান সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে মোগল দরবারড়সবখানে স্বর্ণের ছিল অবিসংবাদিত আধিপত্য।

স্বর্ণের দাম নিয়ে মানুষের মধ্যে প্রশ্ন, উদ্বেগ, আর জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন, "স্বর্ণের দাম এত বাড়ছে কেন?", "এখন কিনবো, না আরও কমার অপেক্ষা করবো?", "২১ ক্যারেট না ২২ ক্যারেট, কোনটা লাভজনক?"এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে পারেন বিস্তারিত, তথ্যভিত্তিক এবং অভিজ্ঞতানির্ভর আজকের লেখায়।

এই লেখাটি আপনাকে স্বর্ণ সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে এবং আপনি নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

স্বর্ণের দাম এত বেশি কেন?

স্বর্ণের দাম কেন এত বেশি, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কেবল সৌন্দর্য বা ঐতিহ্যের দিক থেকে নয়, অর্থনীতির দিক থেকেও বিষয়টি দেখতে হয়।

শান্তিতে নোবেলজয়ী কে এই মারিয়া

১৪ পৃষ্ঠার পর

জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মাচাদোর নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং একনায়কতন্ত্র থেকে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করার সংগ্রামের জন্য তাকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৫৮ বছর বয়সী মাচাদো বর্তমানে আত্মগোপনে আছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে তার সমর্থিত প্রার্থী অ্যাডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়া প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর কাছে পরাজিত হন। নির্বাচনটি ব্যাপকভাবেকারচুপিপূর্ণ বলে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচিত হয়েছিল।

মাচাদো ভেনিজুয়েলার প্রভাবশালী একটি ইস্পাত শিল্প পরিবারের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তিনি কারাকাসের একটি নামকরা ক্যাথলিক বালিকা স্কুল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসের ওয়েলেসলি বোর্ডিং স্কুলে পড়াশোনা করেন। প্রকৌশল ও অর্থনীতিতে ডিগ্রি অর্জনের পর পারিবারিক কোম্পানি সিভেনসায় (ঝরাবহংধ) কাজ করেন তিনি।

১৯৯২ সালে তিনি আতেনেয়া ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। এটি কারাকাসের দরিদ্র শিশুদের সহায়তা প্রদান করে। এক দশক পর তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় হন এবং গড়ে তোলেনওসুমাতে (ঝঁসধঃব) নামের একটি ভোটাধিকার সংগঠন। এটি প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুগো শাভেজের বিরুদ্ধে গণভোট আয়োজনের একটি উদ্যোগ নিলেও তা ব্যর্থ হয়েছিল।

২০১০ সালে মাচাদো জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং সর্বাধিক ভোট পেয়ে রেকর্ড গড়েন। তিনি বর্তমানে বিরোধী দলভেনতে ভেনিজুয়েলার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ২০২৩ সালে তিনি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন।

তবে জাতীয় সংসদ সদস্য থাকার সময় আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তাকে প্রার্থীতা থেকে বাদ দেয় সরকার। পরবর্তীতে তিনি অ্যাডমান্ডো গঞ্জালেস উরুতিয়াকে সমর্থন জানান। উরুতিয়া ২০১৩ সাল থেকে ক্ষমতাসীন মাদুরোর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিরোধীরা দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে গঞ্জালেসই জয়ী হয়েছেন এবং তারা এসংক্রান্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান ইয়র্গেন ওয়াটনে ফ্রিডনেস পুরস্কার ঘোষণার পর সাংবাদিকদের বলেন,ওপ্রতিবছর আমরা বিজয়ীর নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখি, বিশেষ করে যখন তিনি জীবনসংকটের কারণে আত্মগোপনে থাকেন৷

তিনি আরও বলেন,ওআমরা বিশ্বাস করি, এই পুরস্কার মাচাদোর সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে৷

ফ্রিডনেস আশা প্রকাশ করেন, নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে মাচাদো ডিসেম্বর মাসে নোবেল পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারবেন।

অসহায় মানুষের গভীর জীবনচিত্র

১৪ পৃষ্ঠার পর

ঘটনা এক ধরণের ধ্যান। তিনি এক দার্শনিক গল্পকার, যিনি মানুষের ব্যর্থতার সৌন্দর্যেটুকু সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চান। মানবসভ্যতার আত্মপর্যালোচনার ধারায় ফিরে যেতে চাইলে, তার মতো একজন লেখক দিকচিহ্ন হয়ে উঠতে পারেন আমাদের জন্য।

তার এই উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৯৪ সালে একই নামে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পরিচালক বেলা টার। সাদাকালো এই সিনেমাটির ব্যাপ্তি প্রায় ৭ ঘণ্টা।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করে সুইডিশ একাডেমি। পুরস্কারের অর্থমূল্য হিসেবে বিজয়ীরা পাবেন ১১ মিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার। এ অর্থ তারা তাদের ভবিষ্যতের গবেষণায় কাজে লাগানোর সুযোগ পাবেন।

সুইডিশ একাডেমি এক বিবৃতিতে জানায়, "লাসজলো ক্রাসনাহোরকাইয়ের রচনাবলি বৈশ্বিক ভয়াবহতার মধ্যেও শিল্পের শক্তিকে পুনর্নির্মাণ করেছে। তিনি মধ্য ইউরোপীয় সাহিত্যের এক মহাকাব্যিক কণ্ঠস্বর, যার কাজ কাফকা ও থমাস বার্নহার্ডের মতো লেখকদের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করছে।"

লেখকের জীবনী ও সাহিত্যজগতে অবদান : লাসজলো ক্রাসনাহোরকাই জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৪ সালের ৫ জানুয়ারি হাঙ্গেরির গিউলায়। দীর্ঘ সাহিত্যজীবনে তিনি হাঙ্গেরি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান ও সুইডিশসহ একাধিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। গভীর দার্শনিক ভাবনা, বিমূর্ত গদ্য ও অস্তিত্ববাদী বয়ানে তার লেখনী বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

গত বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার লেখক হান কাং। হান কাং ছিলেন প্রথম দক্ষিণ কোরিয়ান ও ১৮তম নারী নোবেল সাহিত্য বিজয়ী। উল্লেখ্য, ১৯০১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে ১১৭ বার। সাম্প্রতিক বিজয়ীদের মধ্যে রয়েছেন, অ্যানি এরনো, বব ডিলান, আবদুল রাজাক গুরনাহ, লুইজ গ্লিক, পিটার হান্ডকে, ওলগা তোকারচুক ও হান কাং

শরণার্থী শিবিরে জন্ম রসায়নে

১৪ পৃষ্ঠার পর

বলেন, "আমি খুব সাধারণ একটি বাড়িতে বড় হয়েছি। একটি ছোট কক্ষে আমরা অনেকে গবাদিপশুর সঙ্গেই থাকতাম। আমার মা-বাবা খুব একটা লেখাপড়া জানতেন না।"

জর্ডানের রাজধানী আম্মানের সেই শরণার্থীশিবির থেকে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। নিজের এই দীর্ঘ যাত্রার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, "বিজ্ঞান আপনাকে সুযোগ করে দেবে। পৃথিবীতে যেসব ক্ষেত্র সবাইকে সমান সুযোগ দেয়, তার মধ্যে বিজ্ঞান অন্যতম।"

ফিলিস্তিনি শরণার্থী পরিবারের এক সন্তান থেকে বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মাননা জয়ের এই যাত্রাকে তিনি বিজ্ঞানের শক্তি হিসেবেই দেখছেন। তার এই সাফল্য বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ও সুবিধাবঞ্চিত তরুণদের জন্য এক নতুন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

ভারতকে বন্ধু বলে পাকিস্তানকে

১২ পৃষ্ঠার পর

সাম্প্রতিক কাবুল বিস্ফোরণের জন্য সরাসরি পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। তিনি কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যারা আফগানদের সাহস পরীক্ষা করতে চায়, তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের পরিণতি দেখে নিক। আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলা ভালো কিছু বয়ে আনবে না।"

অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ককে 'ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "পারস্পরিক সম্মান ও বাণিজ্যের ভিত্তিতে আমরা সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে চাই।"

মুত্তাকির এই ঐতিহাসিক সফরের মধ্য দিয়ে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়েছে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, কাবুলে ভারতের টেকনিক্যাল মিশনকে আবারও পূর্ণাঙ্গ দূতাবাসে উন্নীত করা হবে।

চীনা নারীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে

১২ পৃষ্ঠার পর

বলে উল্লেখ করে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা গুও জিয়াকুন নিয়মিত ব্রিফিংয়ে বার্তা সংস্থা এপিকে বলেন, 'আমরা মতাদর্শের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি ও চীনকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কলঙ্কিত করার বিরোধিতা করি।'

জো বাইডেনের শাসনামলের শেষ দিকে এ ধরনের সম্পর্কের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এতে বলা হয়েছে, চীনে অবস্থানরত মার্কিন কর্মকর্তা, তাঁদের পরিবার ও চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা কোনো চীনা নাগরিকের সঙ্গে প্রেম বা দৈহিক সম্পর্কে জড়াতে পারবেন না।

গাজা যুদ্ধবিরতি তদারকিতে

১২ পৃষ্ঠার পর

বাহিনীর সঙ্গে মিলে যুদ্ধবিরতি তদারকির জন্য একটি যৌথ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র (ঔড়রহঃ ঙঢ়বৎধঃরড়হং ঈবহঃবৎ) গঠন করবে। এছাড়া তারা মিশর, কাতার, তুরস্ক এবং সম্ভাব্যভাবে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সামরিক বাহিনীর সঙ্গেও সমন্বয় করবে। নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রটি মিশর থেকে পরিচালিত হবে। তবে মার্কিন কর্মকর্তারা স্পষ্ট করেছেন, কোনো মার্কিন সেনা গাজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না।

এদিকে একই সময়ের মধ্যে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরাইলে একটি সংক্ষিপ্ত সফরে যাবেন বলে জানা গেছে, যদিও তার সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই উদ্যোগ ইসরায়েল-হামাস বিরতি বাস্তবায়নের একটি কৌশলগত অংশ, যেখানে একাধিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পক্ষ একত্রে কাজ করছে।

ভারতের ৯ প্রতিষ্ঠান ও ৮ ব্যক্তির

১২ পৃষ্ঠার পর

কেমোভিক, মোডি কেম, পারিকেম রিসোর্সেস, ইনডিসল মার্কেটিং, হরেশ পেট্রোকেম, শিভ টেক্সকেম এবং দিল্লিভিত্তিক বিকে সেলস করপোরেশন।

পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, গত কয়েক বছরে এসব প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাধীন ইরানি উৎস থেকে শত শত মিলিয়ন ডলার মূল্যের পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানি করেছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের এ তালিকায় আরও রয়েছেন পাঁচ ভারতীয় নাগরিকড় কেমোভিকের পরিচালক পিযূষ মাগনলাল জাভিয়া, ইনডিসল মার্কেটিংয়ের পরিচালক নীতি উনমেশ ভাট এবং হরেশ পেট্রোকেমের পরিচালক কমলা কাসাত, কুনাল কাসাত ও পুনম কাসাত।

ওএফএসির তালিকায় আরও তিন ভারতীয়ড়বরুণ পুলা, আয়াপ্পান রাজা ও সোনিয়া শ্রেষ্ঠার নাম রয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা ইরানি এলপিজি পরিবহনকারী জাহাজগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ওএফএসি জানিয়েছে, মুম্বাইভিত্তিক শিপিং প্রতিষ্ঠান 'ভেগা স্টার শিপ ম্যানেজমেন্ট' সোনিয়া শ্রেষ্ঠার মালিকানাধীন। এটির মালিকানাধীন কমোরোস পতাকাবাহী 'নেপটা' নামের জাহাজ ইরানি উৎসের এলপিজি পাকিস্তানে পরিবহন করেছে।

ওএফএসির পদক্ষেপ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় ইরানের জ্বালানি রপ্তানি কাঠামো ভেঙে দিয়ে দেশটির নগদ অর্থের প্রবাহ দুর্বল করছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে এই প্রশাসন ইরানি শাসনের সেই ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে, যার মাধ্যমে তারা যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দেওয়া 'সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে' অর্থায়ন করে থাকে।

বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

ফলে এক গভীর মানসিক স্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি হয়েছে।

৩২৭ পৃষ্ঠার অভিযোগ সম্বলিতএই মামলায় বলা হয়, এসব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এমন সব ফিচার তৈরি করেছে যা ব্যবহারকারীদের নিরবচ্ছিন্নভাবে স্ক্রল করতে বাধ্য করে এবং এর ফলে তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, একাকীত্ব ও আত্মসম্মানহীনতা বাড়ছে।

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রযুক্তি জায়ান্টরা জানে যে শিশুরা এসব আসক্তিমূলক ফিচারের প্রতি বিশেষভাবে সংবেদনশীল ।এসব জেনেও তারা মুনাফার স্বার্থে অ্যালগরিদম এবং নোটিফিকেশন ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, এসব কোম্পানি বহুদিন ধরে জানত যে তাদের অ্যাপ ব্যবহারের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতির সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তারা বিষয়টি উপেক্ষা করেছে।

ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে দায়ের করা এই মামলায় ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে এবং কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে গুরুতর অবহেলা ও জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ আনা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে তরুণদের ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। সম্প্রতি ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসন ১৫ বছরের নিচে শিশুদের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছেনড় ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশও একই পদক্ষেপ বিবেচনা করছে।

বাসমতি চাল কার? পাকিস্তান না

৪৮ পৃষ্ঠার পর

দীর্ঘ দানাদার, সুগন্ধি বাসমতির উৎপত্তি স্থল নিয়ে। ভারত তাদের চাপ দিচ্ছে বাসমতিকে ভারতীয় বলে স্বীকৃতি দিতে। অপরদিকে ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশন চায় পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে।

১২ সেপ্টেম্বর নিউ দিল্লিতে আলোচনার একটি পর্ব শেষ করে ফেরার পথে শেফচোভিচ স্বীকার করেন, 'অবশ্যই এটি সেই বিষয়গুলির একটি, যা তালিকায় আছে।'

এই সপ্তাহে ব্রাসেলসে নতুন আলোচনা চলছে, কারণ ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দু'পক্ষই বছর শেষ হওয়ার আগেই একটি বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্ক নীতি উভয় পক্ষকেই নতুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ার চাপের মধ্যে রেখেছে।

অবশ্যই, শেফচোভিচ এবং তার ভারতীয় প্রতিপক্ষের মধ্যে আলোচনার বিষয়গুলির মধ্যে বাসমতি চাল থাকবে, কারণ ভারত ইউরোপে তার ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সুরক্ষিত রাখতে চায়।

কিন্তু এই স্বীকৃতি সহজে পাওয়া যাবে না। কারণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিবেশী পাকিস্তান□যারা ১৯৪৭ সালে দুই দেশের বিভাজনের পর থেকে বিতর্কিত কাশ্মীর অঞ্চল নিয়ে ভারতের সাথে বিরোধে লিপ্ত। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বাসমতিকে পাকিস্তানে উৎপত্তি বলে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে।

ভৌগোলিক নির্দেশক (জিআই) সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং তার অংশীদারদের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনায় সাধারণত এর জন্য একটি পৃথক ধারা থাকে। সমৃদ্ধ কারুশিল্প ও রান্নার ঐতিহ্যের কারণে, প্রধানত ফ্রান্স, ইতালি ও স্পেনের কৃতিত্বে, ইউরোপের কাছে বিশ্বের সর্বাধিক জিআই রয়েছে।

বাণিজ্য আলোচনায়, ব্রাসেলস চেষ্টা করে যত বেশি সম্ভব তার পণ্যগুলোকে অন্য পক্ষের দেশে সংরক্ষিত করতে, যাতে সেই দেশে নকল প্রতিরোধ করা যায়। ফ্রান্সের শ্যাম্পেন এবং ইতালির বিখ্যাত পারমিজিয়ানো রেজিয়ানো চিজ সবচেয়ে বেশি নকল হওয়া পণ্যের মধ্যে অন্যতম।

এবং আলোচনার অন্য পক্ষ এটি মেনে নিতে পারে, তবে শর্ত হলো চুক্তিটি তাদের নিজস্ব স্বার্থ এবং জিআই গুলোকেও রক্ষা করবে।

যৌথ স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ

যদি কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়নের হাতে থাকত, তবে তারা অনেক আগেই বাসমতি চালকে ভারতীয় এবং পাকিস্তানির হিসেবে স্বীকৃতি দিতড়কিন্তু বিষয়টি এত সহজ নয়।

প্রথম দিকে পরিস্থিতি তত খারাপ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, ভারত এবং পাকিস্তান একসাথে যুক্ত হয়ে একটি মার্কিন কোম্পানি রাইসটেকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, যা ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে বাসমতি চালের পেটেন্ট পেয়েছিল। ২০০১ সালে, মার্কিন পেটেন্ট ও ট্রেডমার্ক অফিস সেই পেটেন্ট বাতিল করে।

কয়েক বছর পর, ইউরোপে বাসমতি চালের উৎপত্তি রক্ষা করতে পাকিস্তান (ইসলামাবাদ) এবং ভারত (নিউ দিল্লি) ২০০৪ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে যৌথভাবে কাজ করেছিল। তারা ইউরোপীয় কমিশনের কাছে একটি যৌথ আবেদন জমা দেয় যাতে উভয়ের সংযুক্ত ঐতিহ্য স্বীকৃতি পায়, বিশেষ করে সেই বাসমতি চালের জন্য যা পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত পাঞ্জাব অঞ্চল থেকে আসে।

কিন্তু ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলা ও ১৬০ জন নিহতের ঘটনায় ভারত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে দায়ী করেছিল। যার কারণে দুই দেশের এ যৌথ প্রচেষ্টা ভেস্তে যায় ও এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে পড়ে।

বছরের দীর্ঘ অচলাবস্থা এবং উত্তেজনার পর, ভারত ২০১৮ সালে ইউরোপীয় কমিশনের কাছে জিআই রেজিস্ট্রেশনের জন্য একপাক্ষিক আবেদন জমা দেয়।

আবেদনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই চালের বৈশিষ্ট্য হলো "অদ্ভুত সুগন্ধ, মিষ্টি স্বাদ, নরম টেক্সচার, সূক্ষ্ম বাঁক," এবং এটি ইন্দো-গঙ্গিয়ান সমভূমিতে উৎপাদিত হয়। অঞ্চলটি ভারত, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া এবং নেপালের মধ্যে বিভক্ত এবং এর মধ্যে পাঞ্জাব অঞ্চলও রয়েছে।

এর কয়েক মাস পর, পাকিস্তান ভারতের আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করে, একে "বাসমতি" শব্দের একচেটিয়া ব্যবহার নিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়।

উভয় পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে ব্যর্থ আলোচনার পর, পাকিস্তান ২০২৩ সালে নিজস্ব জিআই আবেদন জমা দেয়, যাতে শুধু ইন্দো-গঙ্গিয়ান সমভূমিই নয়, বরং বিতর্কিত কাশ্মীরের চারটি জেলাড়মিরপুর, ভিম্বার, পুনছ এবং বাগড়কেও বাসমতি চাল উৎপাদনের এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উভয় পক্ষই একচেটিয়া স্বীকৃতির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে। কয়েক বছরের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেশকে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে, ইইউ কাশ্মীরের ভৌগোলিক স্বীকৃতি সংক্রান্ত জটিল সমস্যায় ফেঁসে গেছে।

নোভাগ্রাফ আইন সংস্থার ট্রেডমার্ক বিশেষজ্ঞ মাত্তেও মারিয়ানো বলেন, 'কমিশন একটি ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত কমানোর চেষ্টা করছে।'

তিনি বলেন, 'তারা চাইলে "আগে আসলে আগে পাবেন" ভিত্তিতে স্বীকৃতি দিতে পারত। কিন্তু তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আঞ্চলিক সমস্যাগুলো তাদের উদ্বেগের বিষয় নয় বলে বিবেচনা করেনি।' ইউরোনিউজের সঙ্গে যোগাযোগ করা পাকিস্তান ও ভারতের উভয় পক্ষের সূত্র জানিয়েছে যে তাদের দেশ বাসমতি চালের উৎপত্তি একচেটিয়া স্বীকৃতি চাচ্ছে না।

জেবিবিএ'র বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সাথে জোহরান মামদানি

৪ নভেম্বরের নির্বাচন একজন মুসলিম মেয়র নির্বাচনের মাধ্যমে নিউ ইয়র্কে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৪ নভেম্বর নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন নিউ ইয়র্কে ইতিহাস করবে বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র পদে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জোহরান মামদানি গত ৮ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সাথে তিনি মত বিনিময় করেছেন জোহরান মামদানি। জ্যাকসন হাইটসের 'সানাই' পার্টি হলে 'জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন' (জেবিবিএ)-এর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে উপস্থিত সকলের প্রতি জোহরান মামদানী নির্বাচনের আগে বাংলাদেশি প্রবাসীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানিয়ে বলেছেন , ৪ নভেম্বর নির্বাচিত হতে পারেন নিউ ইয়র্ক সিটির প্রথম মুসলিম মেয়র। জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন - জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন জেবিবিএ'র চিফ এডভাইজার ও বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ,জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পরিচালক ইমাম শামসী আলী, জেবিবিএ'র সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান,জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ফাতেমা ব্রাদার্স এর আলহাজ্ব শামসুল ইসলাম, ১১৫তম পুলিশ প্রিসিঙ্কট এর ক্যাপ্টেন আব্বাস প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেস্বাগত বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশিস ফর জোহরান'-এর সদস্য-সচিব আব্দুস সোবহান। এ সময় অতিথি হিসেবে মঞ্চে আরো উপবিষ্ঠ ছিলেন ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এ্যাট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান,সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল এবং সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, অ্যাম্পায়ার কেয়ার এজেন্সির সিইও এবং রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম, রিয়েল এষ্টেট ব্যবসায়ী বিল্লাল চৌধুরী প্রমুখ।

ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী মামদানি বলেন, আমি এখন আর জরীপে বিশ্বাস করিনা। আগামী ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ের জন্য আমাদের বিভ্রান্তি বা অপপ্রচারে কান না দিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ভোটযুদ্ধে জয় ছিনিয়ে আনতে হবে। তিনি আরো বলেন, আমরা ডেমোক্র্যাট প্রাইমারীতে ১৩ পয়েন্টের ব্যবধানে সাবেক গভর্নর ও প্রয়াত গভর্নর ম্যারিও কুমোর পুত্র অ্যান্ড্র ক্যুমোকে পরাজিত করেছিলাম। তা সত্ত্বেও তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এবার আমাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে আমাদের লক্ষ্য অর্জন করব আশা কির। মামদানী আরো বলেন, সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে মুসলমান ও দক্ষিণ এশিয়ান ভোটারদেরকে দলে দলে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে হবে। নিউইয়র্ক সিটিকে সবার বসবাসযোগ্য একটি শহরে পরিণত করাই আমাদের স্বপ্ন।বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল এই নগরে কঠোর পরিশ্রমী অভিবাসীসহ সবার জন্য ন্যায়সঙ্গত সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

নিউইয়র্ক সিটির ইতিহাসে মেয়র নির্বাচনে প্রথম মুসলমান প্রার্থী হিসেবে মামদানি বলেন, এই শহরকে স্বপ্নের শহরে পরিণত করতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। মুসলমান ও দক্ষিণ এশীয় ভোটারদের দলে দলে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে হবে।

জেবিবিএ'র প্রেসিডেন্ট গিয়াস আহমেদ বলেন, এবারের সিটি মেয়র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী জোহরান মামদানির উত্থান দেখে আমাদের তরুণ প্রজন্ম রাজনীতির প্রতি আগ্রহি হয়ে উঠেছে।তিনি আরো বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ রয়েছি নিউইয়র্ক সিটিকে স্বপ্নের শহরে পরিণত করতে একযোগে কাজ করে জোহরান মামদানিকে বিজয়ী করবো।

জেবিবিএ'র চিফ এডভাইজার শাহ নেওয়াজ বলেন, আসুন সকলে মিলিতভাবে মামদানীকে বিপুল বিজয় দিতে পরস্পরের সহযোগী হয়ে কাজের বিষয়ে সংকল্প ব্যক্ত করি।

নিউইয়র্ক সিটিতে রেজিস্টার্ড মুসলিম ভোটারের সংখ্যা প্রায় দুই লাখ এবং দক্ষিণ এশীয় ভোটার তিন লাখের বেশি।

জোহরান মামদানি ১৯৯১ সালের ১৮ অক্টোবর উগান্ডায় জন্ম নেন। তার বাবা মাহমুদ মামদানি ভারতের গুজরাটের মুসলমান এবং বর্তমানে নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মা পাঞ্জাবি হিন্দু চলচ্চিত্র নির্মাতা মীরা নায়ার। মামদানির বয়স যখন ৫ বছর, তখন পরিবার দক্ষিণ আফ্রিকায় স্থায়ী হয় এবং ২ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হিসেবে আগমন করেন। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব

মুনা সিটি লাইন চ্যাপ্টার এর সিরাতুন্নবী (সাঃ) মাহফিল ও কুইজ পুরস্কার প্রদান সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: মুনা সিটি লাইন চ্যাপ্টার এর উদ্যোগে গত ১০ অক্টোবর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়েছে অনুষ্ঠান। নিউইয়র্ক এর কুইন্সের সাউথ ওজোন পার্কে অবস্থিত মুনা সেন্টার অফ নিউইয়র্কে বাদ আছর থেকে শুরু হয়ে এশার নামাজে আদায়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

উক্ত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন মুনা সিটি লাইন চ্যাপ্টার সভাপতি মাওলানা রুহুল আম্বিয়া সুমন। সিটি লাইন চ্যাপ্টার সেক্রেটারি জনাব আকরামুল হকের সার্বিক পরিচালনার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব গোলাম মোস্তফা।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে আলোচনা পেশ করেন মুনা"র ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট হারুন অর রশিদ। বিশেষ মেহমান হিসেবে আলোচনা পেশ করেন উডহেভেন জামে মসজিদের সাবেক খতিব মাওলানা আবু সাঈদ আমীন ও মুনা"র ন্যাশনাল সোস্যাল ডিরেক্টর মাওলানা শাফায়াত হোসেন সাফা। আলোচনা পর্ব শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

নাশীদ পরিবেশন করেন মুসলিম উম্মাহ কালচারাল গ্রুপের সহকারী পরিচালক সালাউদ্দিন মোঃ রাসেল। নৈশভোজ পরিবেশনের মাধ্যমে মাহফিলটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

মেয়র নির্বাচনে মুসলিম ভোটার ইতিহাস তৈরী করতে পারেন

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে জোহরান মামদানী

পরিচয় ডেস্ক: আগামী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটির মেয়র পদের নির্বাচন। এই নির্বাচনের আর মাত্র একমাস বাকী। ক্রমেই জমে উঠছে নির্বাচনী প্রচারণা। এই প্রচারণার অংশ হিসেবে ডেমোক্র্যাট দলীয় মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে গত ৩ অক্টোবর শুক্রবার জুম্মার নামাজ আদায় শেষে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। এ সময় জোরহরান মামদানী বলেন, আগামী নির্বাচনে সিটির এক মিলিয়ন মুসলিম ভোটার ইতিহাস তৈরী করতে পারেন। নির্বাচিত হতে পারেন প্রথম মুসলিম মেয়র। সময় এসেছে সেই ইতিহাস গড়ার। মেয়র নির্বাচিত হলে মুসলমানরা তাদের ধর্মের জন্য আরও বেশি গর্বিত হবেন বলে আশা করেন মামদানী।

জুম্মার নামাজের আগে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেএমসি'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ডা. নাজমুল এইচ খান ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. মাহমুদুর রহমান তুহিন। পরিচালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান। জুম্মার নামাজে ইমামতি করেন জেএমসি'র পরিচালক ইমাম শামসী আলী।

ইমাম শামসী আলী জুম্মার নামাজের খুৎবা পাঠের সময় মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানী জেএসিতে প্রবেশ করেন এবং জুম্মার জামাজ আদায় শেষে একজন নারীর নামাজে জানাজার পর উপস্থিত হাজার হাজার মুসল্লির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন।

এসময় জেএমসি'র বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

জেএমসি-তে মামদানী বলেন, মুসলিম পরিচয়ে সিটিতে চলা সহজ নয়। আমরা সিটি প্রশাসনকে নতুন করে সাজাতে চাই। তিনি বলেন, নিউইয়র্কবাসীর জন্য সমান সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি করতে চান। তিনি সবাইকে ভোটার রেজিস্ট্রেশন করার আহবান আহবান জানিয়ে বলেন, আমি সবার প্রতিনিধিত্ব করতে চাই।

মামদানী তার বক্তব্যের শুরুতে ফ্যামিলি ভ্যালুর উপর গুরুত্তারোপ করেন এবং তার দাদা-দাদীর কথা স্মরণ করেন। তিনি আরেক মেয়র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমোর মন্তব্যের সমালোচনা করেন মামদানী। ফিলিস্তিনীদের কথা তুলে ধরে মামদানী বলেন, তাদের পক্ষে কথা বলায় আমাকে টেরোরিস্ট বলেছেন এন্ড্রু কুমো। কিন্তু তার কথায় আমি ভয় পাইনা।

কড়া নিরাপত্তায় মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে এসে পৌছলে জেএমসি'র নেতৃবৃন্দ তাকে স্বাগত জানান এবং তার সমর্থকরা শ্লোগান তুলে জেএমসি প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলেন।

এদিকে জোহরান মামদানীর আগমন ঘিরে জ্যামাইকাবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। সিটি মেয়র পদের আগামী নির্বাচনে তারা মামদানীর জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। সিটি ও মুসলমানদের স্বার্থে আগামী মেয়র নির্বাচনে মামদানীকে জয়ী করার আহ্বান জানান তারা।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত ৫ বরোর মধ্যে কুইন্সের জ্যামাইকা অন্যতম। কয়েক হাজার বাংলাদেশী-আমেরিকান মুসলমানের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের ধর্মপ্রাণ নর-নারী জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের মসজিদ আল মামুরে জুমার নামাজ আদায় করেন। এদিকে মামদানীকে জয়ী করতে ফান্ড সংগ্রহ করছে বাংলাদেশী নানা সংগঠন।খবর ইউএনএ'র।

সব ভিসাতেই পালন করা যাবে ওমরাহ

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সৌদি গ্যাজেট জানায়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ইলেকট্রনিক ট্যুরিস্ট ভিসা, ওয়ার্ক ভিসা ও অন্য যেকোনো ধরনের ভিসাধারীরা সৌদি আরবে অবস্থানকালে ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

ওমরাহ পালন সহজ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মুসলমানদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তির সঙ্গে করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গত জুলাইয়ে ফেডারেল মন্ত্রিসভা ২০২৬ সালের হজ নীতি আনুষ্ঠানিক অনুমোদন করে।

এবার এক ভিসায় ভ্রমণ করা যাবে উপসাগরীয় ৬ দেশ

পরিচয় ডেস্ক: উপসাগরীয় দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিলের (জিসিসি) ছয়টি সদস্য দেশ চলতি বছরই যৌথ পর্যটন ভিসার পাইলট প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের অর্থনীতি ও পর্যটনমন্ত্রী এবং এমিরেটস ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ বিন তউক আল মারি। সদস্য দেশগুলো হচ্ছেসংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, ওমান, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন।

আবদুল্লাহ বিন তউক আল মারি জানান, 'জিসিসি গ্র্যান্ড ট্যুরিস্ট ভিসা' নামে এই একীভূত ভিসা হবে ইউরোপের শেনজেন ভিসা মডেলের মতো; যার মাধ্যমে পর্যটকরা এক ভিসায় ছয়টি দেশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। এটি উপসাগরীয় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ও পর্যটন একীভূতকরণের কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। ভিসার খরচ ও মেয়াদ এখনও নির্ধারিত হয়নি। প্রকল্পটি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের পর্যালোচনায় রয়েছে বলে জানিয়েছেন আল মারি।

পর্যটন খাতের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই একক ভিসা উপসাগরীয় পর্যটনশিল্পে বড় পরিবর্তন আনবে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি অঞ্চলটির জিডিপিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলেও আশা করছেন তারা। বিশেষ করে এই ভিসায় সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব সবচেয়ে বেশি পর্যটক আকর্ষণ করবে বলে ধারণা করছেন তারা।

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে অবশ্যই সিলেটের উন্নয়নে অবদান রাখব

নিউইয়র্কে মৌলভীবাজারবাসীর মতবিনিময় সভায় মাহিদুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্য বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মাহিদুর রহমান বলেছেন, আগামীতে জনগণের সমর্থন নিয়ে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে তবে মৌলভীবাজার সহ বৃহত্তর সিলেটের ন্যায্য দাবিগুলো আদয়ে সচেষ্ট থাকবো। যেহেতু দলীয় চেয়ারপার্সন সহ ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আমাকে অনেক ভালো জানেন, তাই তাদের নেতৃত্বে সিলেটের উন্নয়নে আমি অবদান রাখার চেষ্টা করব।

মৌলভীবাজার জেলার কৃতি সন্তান মাহিদুর রহমানের যুক্তরাষ্ট্রে আগমন উপলক্ষ্য প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীর পক্ষ থেকে সোমবার (৬ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এষ্টোরিয়ার একটি রেষ্টুরেন্টে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন। অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পক্ষ থেকে অতিথি মাহিদুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। দল-মত নির্বিশেষে বৃহত্তর সিলেটের বিপুল সংখ্যক মানুষ সভায় অংশ নেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন চৌধুরী সালেহ। মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ’র সহ সভাপতি ও এষ্টোরিয়ার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন ও বুরন রায় সভা পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জালাল চৌধুরী।

সভায় বক্তারা সততা, নিষ্ঠা ও তৃণমূলের নেতা, সিলেটের কৃতি সন্তান ও সাবেক মন্ত্রী মরহুম এম সাইফুর রহমানের প্রতিচ্ছবি হিসেবে মাহিদুর রহমান-কে দেখতে পান উল্লেখ করেন এবং আগামী নির্বাচনে জনগনের সমর্থন নিয়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাকে দেখতে চান।

সভায় টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আজমল হোসেন কুনু, জিল্লুর রহমান জিল্লু, জসিম ভুঁইয়া, সৈয়দ জুবায়ের আলী, হাজী আব্দুর রহমান, আবু সাঈদ আহমদ, ফয়েজ আহমদ চৌধুরী, সোহান আহমেদ (টুটুল), শাহ রকিব আলী, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, মাকসুদ চৌধুরী, সাইফুর খান হারুন, সৈয়দ এনাম আহমেদ, এবাদ চৌধুরী, খলিলুর রহমান, সাইদ তারেক, মনজুর চৌধুরী জগলু, মোহাম্মদ মাসুক মিয়া, এ কে কাইয়ুম, কয়েস আহমেদ, এমদাদ রহমান তরফদার, শফি আহমেদ, হেলাল তরফদার, সুরঞ্জিত কিশোর দাস চৌধুরী প্রমুখ। সভাটি আয়োজনে সার্বিক সহোযোগীতায় ছিলেন জিল্লুর খান, জুয়েল খান, মহসিন মিয়া লাল, টিটু চৌধুরী, টুকু চৌধুরী, গণি খান, সাপ্পি, এমাদ আহমেদ চৌধুরী, লায়েক হাসান, আকিব আহমেদ, এম ডি এ রহিম, জাহাঙ্গীর হাসান, মহসিন মিয়া লাল, খলিলুর রহমান, শাহবাজ আহমেদ, তোফায়েল আহমেদ, খালেদ আফসার সোহাগ, মোহাম্মদ এনায়েত, মির্জা আজম, মোহাম্মদ স্বপন, শহীদুল্লাহ শিকদার, তানিম আহমেদ, স্বপন, আলম খান, উত্তম বনিক, মোহাম্মদ সাবু মিয়া, জাবেদ আহমেদ, আহমেদ রুবেল, আবুল কাশেম, এস আলম, বেলাল চৌধুরী, তৌফিক আম্বিয়া টিপু, রায়হান পারভেজ, সৌয়স শাহিন, সোহেলুররহমান, এমডি নুরুল হক, মইনুল হক চৌধুরী। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ।

আমেরিকায় সঙ্গীতশিল্পী আসিফ আকবরকে সম্মাননা দিল ‘ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল’

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসিফ আকবরকে সম্মানজনক “Proclamation of Honor” প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্বনামধন্য মানবাধিকার ও অভিবাসী সংগঠন ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনাল ইনক।

সংগীতাঙ্গনে দীর্ঘ দুই দশকের সাফল্য, সাংস্কৃতিক অবদান এবং প্রবাসী বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও অনুপ্রেরণার প্রতীক হিসেবে আসিফ আকবরকে গত ৪ অক্টোবর নিউ জার্সির ম্যানচেস্টার রিজিওনাল হাই স্কুলে একটি কনসার্ট অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

সম্মাননাপত্রটি শিল্পীর হাতে তুলে দেন ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপারসন অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী, যিনি যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নি এ্যাট ল’ এবং আমেরিকার ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর তরিকুল ইসলাম মিঠু।

সম্মাননা প্রদানের সময় অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী বলেন, “শিল্পী আসিফ আকবর হাজারো মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর গান শুধু বিনোদন নয়, এটি মানুষের মননে দেশপ্রেম, ভালোবাসা ও অনুপ্রেরণার সঞ্চার ঘটায়। আমরা বিশ্বাস করি, সংগীতের পাশাপাশি জাতির নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও আসিফ ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন।”

সম্মাননা পেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিল্পী আসিফ আকবর বলেন, “বিদেশের মাটিতে এমন ভালোবাসা ও স্বীকৃতি পাওয়া আমার জন্য এক বিরাট প্রাপ্তি। ইমিগ্রান্টস ইন্টারন্যাশনালের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই সম্মাননা আমার ভবিষ্যৎ কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।”

একই দিনে অনুষ্ঠিত হয় বর্ণাঢ্য “মেগা কনসার্ট”, যেখানে উপস্থিত ছিলেন হাজারো প্রবাসী বাংলাদেশি। কনসার্টে জনপ্রিয় শিল্পী বাপ্পা মজুমদার, ডলচুত ব্যান্ড, আসিফ আকবর এবং আতিয়া আনিসা তাঁদের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনায় দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন।

অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল Event USA ও Microlynx Entertainment, যা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পরিণত হয়।

"নীল চক্র", বায়োস্কোপ ফিল্মস এর ৫২ তম পরিবেশনা নিউ ইয়র্কে মুক্তি পাচ্ছে ১৭ অক্টোবর

পরিচয় ডেস্ক: আগব ১৭ অক্টোবর শুক্রবার নিউ ইয়র্কে মুক্তি পাচ্ছে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর৫২তম পরিবেশনা নীল চক্র"। এ ছবিতে আছেন - সকলের প্রিয় এবং প্রশংসায় স্নাত - আরিফিন শুভ । বায়োস্কোপ ফিল্মস এর পরিবেশনায় আরিফিন শুভ-র এটা ৫ম ছবি । ঢাকা আট্যাক , শাপ্লুডু , মিশন এক্সট্রীম ১ এবং ২ - আর এখন - 'নীল চক্র" । "নীল চক্র" ছবিটি আরেকটি কারনে বিশেষ হয়ে আছে বায়োস্কোপ ফিল্মস এর জন্যে ।

এ ছবিতে আছেন - মন্দীরা চক্রবর্তী । বায়োস্কোপ ফিল্মস বিশ্বাস করে - বাংলা ছবি'র ভবিষ্যৎ তিনি । ইউরোপীয় গড়ন এবং Michelle Pfeiffer এর মত " high cheek-bones" এবং সৌন্দর্যের মাদকতা - সবই তাঁর আছে । দেশীয় এবং বি-দেশীয় যে কোন নারী চরিত্রে অনায়াসে মানিয়ে নিতে পারবেন তিনি । অনেকদিন পর - বাংলা ছবি'র ভিতে দাঁড়ানো এক আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে মানিয়ে নেয়া এক নায়িকার সন্ধান পাওয়া গেছে। বায়োস্কোপ ফিল্মস আশা করছি - আপনারা তাকে সাদরে সবাগতম জানাবেন । "নীল চক্রের" তরুন পরিচালক মিঠু খান এ ছবিতে একটা সুন্দর মেসেজ রেখেছেন । তাই কেবল ছবি নয় - "নীল চক্র" একটা শক্ত গল্পের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে । বায়োস্কোপ ফিল্মস এর নওশাবা রশিদ ও রাজ হামিদ বাংলা ছবির পাশে থাকার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, নিউ ইয়র্ক , লস আঞ্জেলেস , ড্যালাস , সান ফ্রান্সিস্কো , ওরল্যান্ডো , ডেট্রয়েট এ প্রদর্শনীর শুরু করে - পর্যায় ক্রমে চেষ্টা করা হবে সব খানে আসবার। Halloween, Diwali, Oscar Runs, Holiday Releases এর ঘূর্ণিপাকের মধ্যেও বায়োস্কোপ ফিল্মস চেষ্টা করছে উত্তর আমেরিকায় নিয়মিত বাংলা ছবি প্রদর্শনের।

ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা

৪৮ পৃষ্ঠার পর

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ঝেন জু গত দশকের শুরুতে গবেষণার সময় ঘটনাক্রমে আবিষ্কার করেন এক নতুন পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ‘হিস্টোট্রিপসি’ নামে পরিচত যা শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে অস্ত্রোপচার ছাড়াই ক্যানসার টিস্যু ধ্বংস করতে সক্ষম। ২০২৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এই প্রযুক্তি লিভার টিউমার চিকিৎসার জন্য অনুমোদন দেয়। পরের বছর যুক্তরাজ্য ইউরোপে প্রথম অনুমোদন দেয় এবং এনএইচএসে পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ শুরু হয়। হিস্টোট্রিপসি পদ্ধতিতে শক্তিশালী আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ টিউমারের নির্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এতে ক্ষুদ্র মাইক্রোবাবল তৈরি হয়ে বিস্ফোরিত হয়, যা ক্যান্সার কোষ ভেঙে ফেলে এবং শরীরের ইমিউন সিস্টেম সেই টিস্যু সরিয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, এই চিকিৎসা দ্রুত, ব্যথাহীন এবং বিষাক্ত নয়। এর ফলে রোগীরা সাধারণত একই দিনেই হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরতে পারেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আল্ট্রাসাউন্ড শুধু টিউমার ধ্বংসই নয়, বরং ইমিউনোথেরাপি ও রেডিওথেরাপির কার্যকারিতা বাড়াতেও সহায়ক হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল, ক্যানসার পুনরাবৃত্তি এবং কিছু নির্দিষ্ট অঙ্গের জন্য এর নিরাপত্তা বিষয়ে আরও গবেষণা প্রয়োজন। অধ্যাপক ঝেন জু বলেন, ক্যানসার যেমন ভয়ংকর, তেমনি এর চিকিৎসাও কষ্টকর। আমরা চাই এই প্রযুক্তি ভবিষ্যতে রোগীদের যন্ত্রণামুক্ত রাখুক। সুত্র বিবিসি

কবর ক্রয়ে বাংলাদেশ সোসাইটিকে প্রদত্ত ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার ফেরত দিলো বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি

পরিচয় ডেস্ক: কবর ক্রয়ে প্রদত্ত ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার বাংলাদেশ সোসাইটিকে ফেরত দিলো বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি গত ৩ অক্টোবর সন্ধ্যায় ব্রুকলিনস্থ বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কার্যালয়ে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য আতোয়ারুল আলম যান এর নিকট ২ লাখ ৪০ হাজার ডলারের চেক তুলে দেন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, নব নির্বাচিত সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু, নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মাঈন উদ্দিন পিন্টু, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য খোকন মোশাররফ, সহ-সভাপতি তাজু মিয়াসহ অন্য কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আব্দুর রব মিয়া এবং সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন কমিটি সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযী দায়িত্ব হস্তান্তরের আগে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির আওয়তাধীন বাংলাদেশ সেমিট্রি থেকে ২ লাখ ৪০ হাজার ডলারের কবর ক্রয় করেছিল। এরই মধ্যে বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে রুহুল- জাহিদ পরিষদ পরাজিত হয় এবং সেলিম-আলী পরিষদ জয়লাভ করে। সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বাধীন নতুন কার্যকরী কমিটি সে অর্থ ফেরত চান। নোয়াখালী সোসাইটির কার্যকরি কমিটি, ট্রাস্টি বোর্ড এবং উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, অর্থ ফেরত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তাদের কাছে থেকে আতাউর রহমান সেলিম মোট ১৮টি চেক গ্রহণ করেন। যার মধ্যে প্রথম চেক ৫০ হাজার ডলারের, যা জমা দেওয়া যাবে চলতি অক্টোবর মাসে। এরপর আগামী ২৯২৬ সালের জানুয়ারি থেকে প্রতি মাসে ১০ হাজার ডলারের চেক জমা দেওয়া যাবে। ২০২৭ সালের দুটো চেক ২০ হাজার ডলার করে জমা দেওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথসভায় নতুন ভবন ক্রয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন ভবন কেনার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অধ্যুষিত কুইন্সের জ্যামাইকার ১৮৪ স্ট্রিটে অবস্থিত বিশাল একটি ভবন কেনার প্রাথমিক ধাপ হিসাবে শিগগিরই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। গত ৫ অক্টোবর রোববার বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী কমিটি ও ট্রাস্ট্রি বোর্ডের যৌথসভায় সর্বসম্মতক্রমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলীর সঞ্চালনায় সভায় কার্যকরী কমিটি কর্মকর্তা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজসহ অধিকাংশ ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন ভবন কিনতে শিগগির চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য সবার সম্মতি চাওয়া হয়। এই প্রস্তাবে সবাই হাত তুলে সম্মতি জানান। ফলে নতুন ভবন কিনতে চুক্তি স্বাক্ষর এখন সময়ের ব্যাপার। চলতি বা আগামী সপ্তাহে চুক্তি স্বাক্ষর হতে পারে বলে জানা গেছে। এর আগে নতুন কমিটি দায়িত্ব গ্রহণের পর চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভায় বাংলাদেশ ভবন বা বাংলাদেশ সেন্টার কেনার ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১০ মাসের মাথায় সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হতে চলেছে। এখানে উল্লেখ্য,নতুন ভবনের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার। যৌথসভায় বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পুর্তি উদযাপনে করণীয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে সভায় ভবন কেনার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: গত ৫ অক্টোবর রোববার উডসাইডের গুলশান ট্যারেসের ব্যাংকুয়েট হলে‘বাংলাদেশি টেলিভিশন জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউএসএ’ কর্মকর্তাদের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত অতিথিগণ সংগঠনের সফলতা কামনা করে বলেছেন, প্রবাসের সাংবাদিকরা ইচ্ছা করলে কমিউনিটিকে আরো উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা শাহনেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও সিইও শাহ নেওয়াজ নব-গঠিত কমিটির সবাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে অনেক

তরুণ এবং ক্ষুরধার সাংবাদিক যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী হয়েছেন। তাদের অনেকেই বাংলাদেশের মতোই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট কাভার করছেন। বিশেষ করে টেলিভিশন মিডিয়ার সংবাদের প্রতি দর্শক শ্রোতার আগ্রহ বেশি। তাদের প্রতিবেদনগুলো সমাজে দারুন ভাবে প্রভাব ফেলে। টেলিভিশন সাংবাদিকদের কাছে তিনি প্রত্যাশা করেন, তারা যেন কমিউনিটির উন্নয়ন মূলক ও সফলতার খবরের দিকে বেশি নজর দেন। তাহলে কমিউনিটি বিনির্মানে তাদের প্রতিবেদনগুলো আরো বেশি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ফরিদ আলম স্বাগত বক্তব্যে বলেন, টেলিভিশন সাংবাদিকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং তথ্যবহুল সংবাদ সংগ্রহের জন্য সবার মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। কমিউনিটির ইতিবাচক সংবাদগুলো প্রকাশ করা এবং বাংলাদেশের ভালোখবরগুলো প্রবাসীদের সামনে তুলে ধরতে এই সংগঠন কাজ করবে।

উপস্থাপিকা শারমিন সিরাজের সঞ্চালনায় প্রাণবন্ত এই অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রবাসের জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী রানো নেওয়াজ, অনিক রাজ ও রেশমী মির্জা গান পরিবেশন করেন।

নতুন অভিষিক্তরা হলেন, প্রেসিডেন্ট-ফরিদ আলম, সাধারণ সম্পাদক-এস এম সোলায়মান, ভাইস প্রেসিডেন্ট-(১) শামসুন্নাহার নিম্মি, ভাইস প্রেসিডেন্ট-(২) জাহিদা আলম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক-মল্লিকা খান মুনা, কোষাধ্যক্ষ-এমডি এ আহাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক-রেজওয়ানা এলভিস, নির্বাহী সদস্য-এহসান জুয়েল, আলমগীর হোসাইন, রিজু মোহাম্মেদ ও অনিক রাজ।

অভিষেক অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ ছাড়াও বাংলাদেশ সোসাইটির প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমান সেলিম, ভাইস প্রেসিডেন্ট মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ড. ওয়াজেদ এ খান, প্রবাস পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, হককথা সম্পাদক সালহউদ্দিন আহমেদ, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার নির্বাহী সম্পাদক মনজুরুল হক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নাইম টুটুল, সিপিএ সরওয়ার চৌধুরী, ওয়ার্লড হিউম্যান রাইটসের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক, রিয়েলটর নু রুল আজিমত্ জ্যামাইকা-বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট আব্দুর রশীদ বাবু, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নওশাদ হায়দার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN AGE
HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1650, Saturday, October 11, 2025

এনআইডি নিলে প্রবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রয়োজন নেই

নিউ ইয়র্কে সোসাইটি'র মতবিনিময় সভায় কন্সাল জেনারেল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) গ্রহণ করলে প্রবাসী যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রেয়াজন নেই বলে মন্তব্য করেছেন নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের মাননীয় কন্সাল জেনারেল মোজাম্মল হক। তিনি আরো বলেন বাংলাদেশের এনআইডির মাধ্যমে ১৪২ টি সেবা পাওয়া যেত পারে। তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশীপাসপোর্টটি শুধু একটি সেবা (যাতায়াত) পাওয়া যায়, তাও আবার যাদের যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট রয়েছে তাদের বাংলাদেশের পাসপোর্টের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

গত ৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হইটসের নবান্ন পার্টি হলে বাংলাদেশ সোসাইটির উদ্যোগে কনস্যুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ নিউইয়র্ক সহযোগিতায় প্রবাসীদের ভোটাধিকার ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে জাতীয় পরিচয় পত্র আবেদন ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্র - এনআইডি কার্যক্রম প্রক্রিয়া অবশেষে শুরু হয়েছে।

মত বিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেছেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম এবং সভাটি সঞ্চালনা করেছেন সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী।

সভায় বাংলাদেশ সোসাইটি'র কার্যকরী কমিটি কর্মকর্তা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, বোর্ড অব ট্রাস্টির বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

বৃহৎ প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃপক্ষের মামলা

পরিচয় ডেস্ক: শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য বিঘ্নের দায়ে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, স্ন্যাপচ্যাট, গুগল ও ইউটিউবের মূল কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে ম্যানহাটনের ফেডারেল কোর্টে মামলা করেছে নিউইয়র্ক শহর কর্তৃপক্ষ। মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে যে এসব প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ইচ্ছাকৃতভাবে শিশু ও কিশোরদের আসক্ত করে তুলছে। এর বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

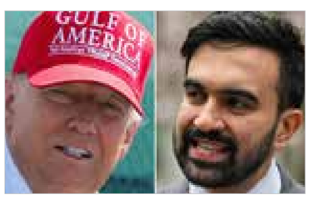

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে গাজা যুদ্ধবিরতির কৃতিত্ব দেবেন জোহরান মামদানি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি গতকাল শুক্রবার বলেছেন, গাজায় যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হলে এবং তা শান্তি নিশ্চিত করলে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এর কৃতিত্ব দেবেন। ১০ অক্টোবর শুক্রবার সিএনএনের বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে স্বর্ণের দাম, আন্তর্জাতিক বাজারেও স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায়

পরিচয় ডেস্ক: স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড গড়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বৃহস্পতিবার (০৯ অক্টোবর) সকালে দুবাই জুয়েলারি গ্রুপের তথ্য অনুযায়ী, ২২ ক্যারেট স্বর্ণের দাম গ্রামপ্রতি ৪৫০ দিরহামে পৌঁছেছে, যা দেশটির ইতিহাসে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেট স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে গ্রামপ্রতি ৪৮৬.৫ দিরহামে। খবর খালিজ টাইমস

বুধবার (০৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় প্রথমবারের মতো ২২ ক্যারেট স্বর্ণ গ্রামপ্রতি ৪৫০.৫ দিরহামে লেনদেন হয়, যা ছিল সর্বকালের সর্বোচ্চ মূল্য। আন্তর্জাতিক বাজারেও স্বর্ণের দাম রেকর্ড উচ্চতায়। বৃহস্পতিবার সকালে স্পট গোল্ড প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ৩৮ ডলারে লেনদেন হয়, যদিও এটি ০.২৬ শতাংশ কম।

সুইসকোট ব্যাংকের সিনিয়র বিশ্লেষক ইপেক ওজকারদেস্কায়া বলেন, 'বুধবার স্বর্ণের দাম প্রতি আউন্সে ৪ হাজার ডলারের সীমা অতিক্রম করেছে। এর পেছনে প্রচলিত মুদ্রা- ইউরো, ডলার, পাউন্ড ও ইয়েনের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ কমে যাওয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর স্বর্ণ কেনা বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শাটডাউন নিয়ে অনিশ্চয়তা কাজ করেছে।'

তিনি আরও বলেন, 'স্বর্ণের মূল্য বাড়ে কারণ বিনিয়োগকারীরা এর প্রতি আস্থা বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

বাসমতি চাল কার? পাকিস্তান না ভারতের?

পরিচয় ডেস্ক: ভারত চাপ দিচ্ছে বাসমতিকে ভারতীয় বলে স্বীকৃতি দিতে। অপরদিকে ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশন চায় পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাত এড়াতে। ভারতের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাশিত একটি বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার মাঝেই ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশনার মারোশ শেফচোভিচ একটি বড় সমস্যা সম্মুখীন হচ্ছেন। সমস্যা হচ্ছে বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

সব ভিসাতেই পালন করা যাবে ওমরাহ

সৌদি গ্যাজেটের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: সব ধরনের ভিসায় ওমরাহ পালনের সুযোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির হজ ও ওমরাহ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি উদ্ধৃত করে রোববার একথা জানিয়েছে সৌদি গ্যাজেট। এক প্রতিবেদনে বাকি অংশ ৪৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে তরল গ্যাস আনা জাহাজে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের পেট্রোলিয়াম ও তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) রপ্তানিতে সহায়তা করার অভিযোগে ৫০টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি এবং জাহাজের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই নিষেধাজ্ঞার লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক বিধি লঙ্ঘন করে পরিচালিত একটি নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

মিশরে 'শান্তি সম্মেলন', যোগ দিচ্ছেন ট্রাম্প, থাকছেন না নেতানিয়াহু!

পরিচয় ডেস্ক: গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মিশরে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী মঙ্গলবার (১৪ বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

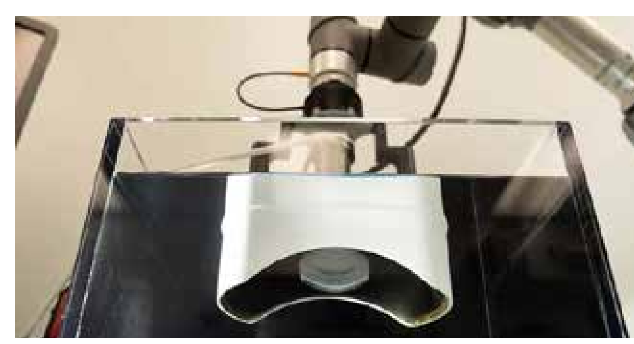

ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি

পরিচয় ডেস্ক: মানবদেহের অভ্যন্তরে রোগ নির্ণয় কিংবা হাড় ভাঙা চিকিৎসায় আল্ট্রাসাউন্ড প্রযুক্তি যুগ যুগ ধরে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে এই উচ্চ-কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গই কোনো ধরনের অস্ত্রপাচার ছাড়াই ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়